নিয়ম ও নৈতিকতার মানদণ্ডে-

পাঠ্যপুস্তক

(দাখিল ও মাধ্যমিক)

মাওলানা মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ জামী

কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব, ইসলামি শিক্ষা উন্নয়ন বাংলাদেশ।
সাবেক লেকচারার, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, পিলখানা, ঢাকা।
আরবি প্রভাষক, চর বন্দরখোলা ফাজিল মাদরাসা, সদরপুর, ফরিদপুর।
খতিব, আল আকসা জামে মসজিদ, দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা।

www.muslimdm.com

ইসলাহে হুকুমত প্রকাশনী

সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।
মোবাইল- ০১৭৮৯৫৪৪৯৪০

নিয়ম ও নৈতিকতার মানদণ্ডে পাঠ্যপুস্তক (দাখিল ও মাধ্যমিক)
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ জামী

প্রকাশক
ইসলাহে হুকুমত প্রকাশনী
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।
মোবাইল- ০১৭৮৯৫৪৪৯৪০

প্রথম সংস্করণ
জুন-২০২৪
দ্বিতীয় সংস্করণ

জুলাই-২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্যঃ ১৮০ টাকা

Neom O Noitikotar Mandonde Patthapustok by Muhibbullah Jami. Published by Director-Islahe Hukumot Prokashoni, Sarulia, Demra, Dhaka.

সূচীপত্র

গ্রন্থের সারমর্ম ও লেখকের কৈফিয়ত...৪
সবকিছুর আগে মনে রাখুন : ৫
অত্র গ্রন্থে যে ১৪ টি পাঠ্যপুস্তক এর ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে : ৬
ইসলামের দৃষ্টিতে পাঠ্যপুস্তকের অতি মৌলিক কয়েকটি সমস্যা :.......................৭
পাঠ্যপুস্তক বনাম জাতীয় শিক্ষাক্রম, শিক্ষানীতি ও সংবিধান :..........................৭
জাতীয় সংবিধান ও জাতীয় পাঠ্যপুস্তক : ৭
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বনাম জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২: ধর্মশিক্ষার সংকট....... ৮
জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ : ৮
কয়েকটি যৌক্তিক জিজ্ঞাসা : ৯
'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বনাম জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ২০২৪ :.......................... ৯
সিরাজ উদ্দৌলার পতন সম্বন্ধে ভুল ও উদ্দেশ্যমূলক কারণ নির্দেশ : ৯
সিরাজের পতনের ব্যাপারে ইতিহাস কি বলছে : ৯
ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে আলেমদের অবদানকে গোপন ও উপেক্ষা করা : ১০
'বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে' আলেম ও আম মুসলমানদের অবদানের খণ্ডচিত্র : ১০
বখতিয়ার খলজি সম্বন্ধে অপপ্রচার : ১১
বাংলায় ইসলাম বিস্তারের কারণ সম্বন্ধে আপত্তিকর মূল্যায়ন :.......................... ১১
মুসলমানদেরকে শিকড়হীন এবং ১২
এ ব্যাপারে হিন্দু পণ্ডিতগণ কি জানিয়েছেন :..১২
'বঙ্গভঙ্গ' ও 'দেশভাগ' এর নিন্দা : বঙ্গভঙ্গ রদের সত্য ইতিহাস চেপে যাওয়াঃ......১৩
বঙ্গভঙ্গ রদ এর চেপে যাওয়া ইতিহাস : ১৩
১৯৪৭ এ বাঙলা ভাগের দায় : ইতিহাস কি বলে..১৪
মুসলিম শাসকদেরকে বৃটিশ শোষকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে দেখানোর চেষ্টাঃ..১৪
'নারীর ভূমিকা' বনাম 'ইসলামী পোশাক ও পর্দা' : ১৫
পর্দা ও শালীনতার ব্যাপারে ইসলাম কি বলে : ১৫
ছবি ও ভাস্কর্য : ইসলাম কি বলে...১৬

www.muslimdm.com

ছবি ও ভাস্কর্য : পাঠ্যপুস্তক কি বলে : ১৬
মুক্তিযুদ্ধের বিদেশী বন্ধুদের প্রাধান্য :...১৭
নারীর জন্যে বেমানান পেশার প্রদর্শনী :..১৮
আত্মপরিচয়ে ধর্মীয় পরিচয়ের অনুপস্থিতি :..১৮
বাঙালি মনীষী বনাম মুসলিম মনীষী :...১৮
সতর ও পর্দা :...১৯
মন্দির-বিহার-গীর্জা-দেবতা-পূজা :...১৯
যাত্রা ও যাত্রাপালা : ২০
মেলা, পার্বণ, উৎসব :.. ২০
নাস্তিকতার তা'লীম : ২১
ছায়ানট/নাচ/গান/যন্ত্রসংগীত :...২১
বর্ণবাদ/লুথার কিং/চিত্র : ২২
ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম :... ২২
ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতা :.. ২২
বন্ধুত্বের নামে ফ্রি-মিক্সিং : নর-নারীর অবাধ মেলামেশার তা'লীম ২২
ব্যক্তিসীমানার নামে সীমাহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা :..২৩
স্বার্থপরতা ও বেআদবীর তা'লীম...২৩
ছেলে-মেয়ের পারস্পরিক স্পর্শ ও চুম্বন : ২৩
মায়ের সাথে বেআদবী :...২৩
বাবার সাথে বেআদবী :...২৪
বেআদবীমূলক আচরণ ও উচ্চারণের কৌশল : ২৪
বেআদবীর ক্ষেত্রে বেপরোয়া ও একরোখা হওয়ার তা'লীম :............................২৪
ফ্রি-মিক্সিং এর বিচিত্র ও বহুবর্ণিল তা'লীম :...২৪
আরো ফ্রিমিক্সিং/সতর/পর্দা : ২৬
পেশাগ্রহণে পর্দার জলাঞ্জলি :...২৬
ট্রাকটর চালনা বা ইটভাঙা নারীর পক্ষে কতোটা গ্রহণযোগ্য? ২৬
নগ্নতা ও অশ্লীলতা :...২৬
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা : ২৬
ইসলামী পোশাকের নীরব অবমাননা :..২৭
বয়ঃসন্ধিকালের নগ্ন ও আপত্তিকর বিবরণ :...২৭
বাংলাদেশ নয়, যুক্তবঙ্গ ! :...২৮
মুসলিম ইতিহাসের উৎসকে প্রত্যাখ্যান : ২৮
রাগদমনের পদ্ধতি ! :.. ২৯
খেলাধুলার নামে অশালীনতা ও বেপর্দেগীর তা'লীম : ২৯
খেলা আর খেলা : খেলাকে বানানো হয়েছে জীবনের মুখ্য বিষয়....................৩০
দাঁড়ি-গোঁফ শেভ করার কৌশলগত উস্কানি :..৩০
পর্দাকে নেতিবাচক ও ক্ষতিকর হিসেবে দেখানো : ৩১
পারিবারিক দ্বন্দ্বের ৩ টি উদাহরণ :...৩১

www.muslimdm.com

স্পেশাল ফ্রি-মিক্সিং, মুসলিম ছাত্রী ও অমুসলিম ছাত্রের বন্ধুত্ব : ৩ টি দৃষ্টান্ত......৩২
মাদরাসার বইয়ে জানার বিষয় : লোক চিত্রকলা, লোকগান, লোকনাচ!...........৩২
এগুলো কি মাদরাসার ছাত্র কিংবা মুসলমানের সংস্কৃতি? :............................৩২
শিল্পকলা পরিবারের ৯ সদস্য :...৩৩
ইসলামী সংগীত বা নাত/হামদ এর প্রসঙ্গ কোথায়? ৩৩
অনৈসলামিক ও শিরকী সংস্কৃতির তা'লীম : অগ্নিস্নান ও পুষ্পস্তবক অর্পণ ৩৩
বিচিত্র ধরনের গান এর তা'লীম :..৩৩
নৃত্য/নাচ :.. ৩৪
জারি গান, জারি নাচ এর পোশাক ও সাজসজ্জা :...................................... ৩৪
প্রদর্শনী ও উপস্থাপনা : ৩৪
অশালীন ছবি :..৩৫
তাল ও তুড়ি বাজানো :...৩৫
বাদ্যযন্ত্র :..৩৫
হারমোনিয়াম ও সারগম চর্চা :..৩৬
নাচ, গান ও অভিনয়ের পরিভাষা :.. ৩৭
গান, বাঁশী, বাদ্য, ঘুঙুর ও নাচের উপকরণের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে :.......৩৮
কয়েকটি বিশেষ চিত্র : ৩৮
পারিবারিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় রূপায়ণ :.......................................৩৮
উড়োজাহাজ : মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ছোট করে দেখানো.........৩৯
বাস্তবতা : মাইকেল এইচ. হার্ট কি বলছেন...৩৯
মাইকেল এর পুরো আর্টিকেল :...৩৯
পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারিজম বা রূপান্তরকামিতা বিষয়ক পড়াশোনা :.....................৪১
ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াবহতা : বাংলাদেশ ও বিশ্ব ৪১
ট্রান্স বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অবস্থান :...৪২
এই মতবাদ সম্বন্ধে ইসলাম কি বলে :...৪২
ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের ৬ টি উক্তি : ৪৩
একনজরে নতুন কারিকুলামের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ : ৪৪
সম্মিলিত শিক্ষা আন্দোলনের ৮ টি দাবি :...৪৪
আমাদের দাবিমাল ও শেষকথা : ৪৪

www.muslimdm.com

গ্রন্থের সারমর্ম ও লেখকের কৈফিয়ত

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।
নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ–

মানুষ যে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নিজেকে শুদ্ধ ও সংশোধন করে 'মনুষ্যত্ব' নামক গন্তব্যে এগিয়ে যেতে পারে তাকেই বলা যায় শিক্ষা। অতএব, নীতি-নৈতিকতা ছাড়া এটি অর্জিত হতেই পারে না। শিক্ষাবিদ কবীর চৌধুরীর ভাষায়, "নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষের চরিত্র বলতে কিছু নেই।" আর হার্বার্ট স্পেনসার- এর মতে, "শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের চরিত্র গঠন করা।" মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "শিক্ষাকে জীবিকা উপার্জনের পথ বলিয়া ধরিয়া লওয়া আমার সামান্য বুদ্ধিতে নীচ বৃত্তি বলিয়া বোধ হয়। জীবিকা উপার্জনের সাধনা হইতেছে শরীর আর বিদ্যালয় হইতেছে চরিত্র গঠনের সাধনা।" আর মহানবী স. এর মতে, শিক্ষা হল আলো স্বরূপ, যা দিয়ে জীবনের অন্ধকার দূর করা হয়। পাপ ও অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তির ভেতরে এ নূর থাকতেই পারে না।
প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের জাতীয় কারিকুলাম এবং তার আলোকে প্রণীত ও প্রয়োগকৃত পাঠ্যপুস্তক ২০২৪ কি সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে? উত্তর হল না। না এ কারণে যে,
#
এর দ্বারা ইসলাম বা মুসলমানী জীবন সম্ভব নয়। এর দ্বারা মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়।
#
পাশাপাশি এটি বাংলাদেশের সংবিধানের ৪১ ধারার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক এ কারণে যে, এই পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্য বহু বিষয় ধর্মপালনের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করেছে। যেমন, এটি ইসলামী পোশাকের নীতিমালা, ফরয পর্দার নীতিমালা লঙ্ঘন করতে সচেতনভাবেই শিক্ষা দেয়। পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্রের মত হারাম, মাদরাসা শিক্ষায়ও বাধ্যতামূলক করেছে। অথচ ধর্ম বলছে, বাদ্যযন্ত্র হারাম। নবীজীর ভাষায়, "আমি বাদ্যযন্ত্র ভাঙার জন্য দুনিয়াতে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"
#
আমাদের প্রবাসী সরকারের 'স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা' ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বর্তমান পাঠ্যপুস্তক সাংঘর্ষিক এভাবে যে, তাতে ছিল ইকুয়ালিটি বা সাম্য ও সমতার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা। অথচ পাঠ্যপুস্তকে আছে আদর্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যারোপের সচেতন প্রচেষ্টা। মূল আলোচনায় প্রমাণ বিধৃত।
#
ক্ষমতাসীন দলের নীতি ও দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক এভাবে যে, আওয়ামী লীগ এর গঠনতন্ত্রের ১০ নং ধারায় বলা হয়েছিল– In order to ensure for the people's of Bangladesh equality, human dignity and social justice.[1] তথা 'জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান, তার উচ্চ-নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় নীতিমালার বিস্তার' এর কথা। পাঠ্যপুস্তকে করা হয়েছে তার বিপরীত।
#
এটা বঙ্গবন্ধুর নীতির সাথে সাংঘর্ষিক এভাবে যে, ১৯৭০ এর নভেম্বরে প্রদত্ত তার বেতার ও টেলিভিশনের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। ... যে দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, সে দেশে ইসলামবিরোধী আইন পাসের ভাবনা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা শায়েস্তা করার জন্য।"[২] পাঠ্যপুস্তক কি এর ধারে-কাছে দিয়েও হাঁটতেছে? ইসলাম বিরোধিতার উন্মুক্ত ময়দানে পরিণত হয়েছে পাঠ্যপুস্তকগুলো। বিশেষত, শিল্প ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইগুলো।
#
এসব পুস্তক মুসলিম শিক্ষার্থীর ওপর অমুসলিম সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়েছে। এর পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে– স্কুল ও মাদরাসার পাঠ্যের ভেতরে ৯২ শতাংশ মুসলিম শিক্ষার্থীর পাঠ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে শিরক, কুফর, বিদআত, গীর্জা, বিহার, মন্দির, দেবতা, পূজা, মেলা, পার্বণ, পালা, যাত্রা, কীর্তন, মূর্তি, বেপর্দেগী, তাল, তুড়ি ইত্যাদি।
#
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে সাংঘর্ষিক এভাবে যে, এতে ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি করে। যেমন, গল্পের মাধ্যমে কৌশলে এতে ইসলামের প্রতীক দাড়ি, পর্দা, গোঁফ প্রভৃতির নীতিমালা লঙ্ঘন করতে শেখানো হয়েছে।
#

[১] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলীলপত্র, ৩য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ৭৪৩।
[২] বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, নভেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ২১।

www.muslimdm.com

শালীনতা ও নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক এভাবে যে, এসব পুস্তক মানুষের স্বাভাবিক লজ্জা ও মানবিক সংকোচবোধকে নষ্ট করে দেয়। এতে ফরয সতর ভঙ্গ করা, অর্ধোলঙ্গ বা পূর্ণ উলঙ্গ মূর্তির ছবি প্রভৃতিকে অবলীলায় তুলে ধরা হয়েছে। উঠতি যুবক-যুবতীর শরীরে সদ্য ভর করা বয়ঃসন্ধিকালের চাপা কৌতুহলকে নগ্নভাবে ব্যক্ত করতে বলে। এমনকি এসবের উন্মুক্ত আলোচনা ও গ্রুপ ডিসকাশনকে উস্কে দেয়। এসব পাঠ্যপুস্তকে ফ্রি-মিক্সিং তথা যুবক-যুবতীর অবাধ মেলা-মেশা এমনকি পারস্পরিক স্পর্শ, ধারণ ও চুম্বনকে উৎসাহিত করেছে।

#

আদব-কায়দার সাথে সাংঘর্ষিক এভাবে যে, এসব বইয়ে মাতা-পিতা ও মুরব্বীদের চোখের দিক তাকিয়ে প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে অনেকগুলো পৃষ্ঠা ও পিকচার খরচ করে। কিছু প্রমাণ মূল আলোচনার ভেতরে দেখে নিতে অনুরোধ করছি।

#

সময়ের মূল্যায়নের সাথে সাংঘর্ষিক এভাবে যে, এতে অগুরুত্বপূর্ণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে গুরুত্বপূর্ণ বানানো হয়েছে এমনকি অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এতে ডজন-ডজন পারিবারিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় রূপ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয় ও সুযোগকে সীমিত করে ফেলা হয়েছে। যেমন, জীবন ও জীবিকা সাবজেক্টে ৪ ধাপে ভাত রান্না, ৭ ধাপে ডিমভাজা, ৫ ধাপে আলু ভর্তা, ১৩ ধরনের পারিবারিক কাজের ছক, ৮ ধাপে ডাল রান্না, ৭ ধাপে সবজি রান্না, ৭ ধাপে মাছ রান্না, দাদা-দাদীর খুচরা যত্ন, ব্যক্তিগত যত্ন, মুরগি পালন প্রভৃতির পেছনে খরচ করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকের মত সংক্ষিপ্ত পরিসরে গোনা ৯৬ পৃষ্ঠা।

#

এটি ইতিহাস এর সাথে সাংঘর্ষিক এ কারণে যে, এতে সত্য ইতিহাস চেপে যাওয়া হয়েছে এবং অনেক মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষভাবে মুসলমানদের এদেশে আগমনের নৈতিক ভিত্তিকে, নাগরিকত্ব অর্জনকে, বাঙালিত্বকে এবং কয়েক শতাব্দী ব্যাপী এ অঞ্চল শাসনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে। ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইগুলো তার প্রমাণ। মূল আলোচনায় কয়েকটি প্রমাণ ও তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

#

আমাদের ভূগোল ও স্বাধীনতার সাথে সাংঘর্ষিক এভাবে যে, পাঠ্যভুক্ত ইতিহাসের বয়ান দিয়ে বাংলাদেশকে পশ্চিমবঙ্গের অংশ এমনকি ভারতের অংশ ভাবতে শেখায়। ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের কয়েকটি জায়গা, বিশেষভাবে বঙ্গভঙ্গ ও দেশভাগের আলোচনায় ইনিয়ে-বিনিয়ে ও রকম প্রত্যয় সৃষ্টির চেষ্টাই চালানো হয়েছে।

#

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সাথে সাংঘর্ষিক এভাবে যে, শিক্ষানীতিতে ধর্মকে নৈতিকতার প্রধান উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করে ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার আলোকে চরিত্রবান নাগরিক তৈরির প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক করেছে উল্টোটা।

#

এ বই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কমিটমেন্টকেও ভূলুণ্ঠিত করেছে এভাবে যে, তিনি জাতীয় শিক্ষানীতির প্রাক-কথন অংশে জানিয়েছিলেন- ধর্মশিক্ষার প্রাধান্যের কথা। অথচ বর্তমান কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক ধর্মশিক্ষার সূতিকাগার তথা মাদরাসার অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে!

#

সর্বোপরি, এসব পাঠ্যপুস্তক দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিজের সাথেই নিজে সাংঘর্ষিক। তা এভাবে যে, ধর্মশিক্ষায় শিক্ষার্থী পড়বে বাজনা ও নৃত্য হারাম হওয়ার কথা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে গিয়ে পড়বে তা ফরয ও অনিবার্য অনুষঙ্গ হওয়ার আলাপ। শুধু আলাপ নয়, নানাভাবে তার প্র্যাকটিকাল করা বাধ্যতামূলক। ধর্মে পড়বে পর্দা ফরয হওয়ার আলাপ আর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পড়বে চুম্বন ও স্পর্শের আলাপ; দেখবে শরীর ছুঁয়ে, হাতের সাথে হাত আর পায়ের সাথে পা লাগিয়ে ব্যায়াম করার দৃশ্য ও চর্চা।

#

এই দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতেই অত্র গ্রন্থের অবতারণা। দীর্ঘ তিন মাস লেগে থেকে এই পুস্তিকা তৈরি করে জাতির হাতে, শিক্ষার্থীর অভিভাবকের হাতে বিশেষতঃ উলামায়ে কেরামের হাতে তুলে দিচ্ছি এ প্রত্যাশায় যে, এই নোংরামির অবসান হবে আপনাদের হাত ধরে। ১৮ কোটি মানুষের সাথে এই বিশ্বাসঘাতকতা মেনে নেয়া যায় না। আল্লাহ যেন কিয়ামাতের দিন আমাদেরকে পাকড়াও করে না বসেন, সেই প্রত্যাশায় পথে নেমে পড়লাম। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল; নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর। ছোটখাট ভুল ক্ষমার নজরে দেখবেন। আর বড় ভুল বা পরামর্শের জন্যে মেইল ও মোবাইল যুক্ত করলাম–

muhibbullahzami@gmail.com
01789 54 49 40.

সবকিছুর আগে মনে রাখুন :

নতুন কারিকুলাম, সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী স্কুল আর আলিয়া মাদরাসাকে প্রায় অভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। বলতে গেলে মাদরাসার আলাদা অস্তিত্বকে স্বীকারই করা হয় নি। কারিকুলামে বারংবার বলা হয়েছে 'মাদরাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা'র কথা, অথচ বাস্তবে করা হয়েছে পুরো উল্টো। উভয় ধারায়ই ৯ টি বিষয় কমন।

'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১' অনুযায়ী স্কুলের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম পর্যন্ত এবং মাদরাসার দাখিল তথা ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি (সাদিস থেকে আশির) পর্যন্ত নির্বাচিত বিষয় হল ১০ টি– বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি, জীবন ও জীবিকা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ধর্মশিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি।[৩]

পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, স্কুলের মত মাদরাসায়ও 'ধর্মশিক্ষা' নামে একটি সাবজেক্ট আছে এবং তাতে বিশেষায়িত বিষয় হিসেবে ৫ টি বিষয় পড়ানোর কথা বলা হয়েছে। যেমন, ১. কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, ২. হাদীস শরিফ, ৩. আরবি, ৪. আকাইদ ও ফিকহ এবং ৫. ইসলামের ইতিহাস। কিন্তু তাতে কি পড়ানো হবে, কিভাবে পড়ানো হবে বা সম্ভব হবে, তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা নেই। উল্টো এই ৫ সাবজেক্ট এর জন্যে সময় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে অন্য প্রায় প্রতিটি সাবজেক্ট এর চেয়ে কম। যেমন, শিল্প ও সংস্কৃতির জন্যে বার্ষিক বরাদ্দ কর্মঘণ্টা ৭৫, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যে ৬০, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান এর জন্যে ৫০ আর ধর্মশিক্ষা নামের ৫/৬ সাবজেক্ট এর জন্যে মাত্র ৪০! বাকি সব স্কুলের মতই এক। স্কুলের বইয়ের ওপর যেখানে লেখা আছে '৭ম শ্রেণি', মাদরাসার বইয়ের ওপর সেখানে লেখা 'দাখিল ৭ম শ্রেণি'। এটুকুই। তারপরও কয়েকটি প্রশ্ন মোটা দাগেই থেকে যায়–

১

মাদরাসা হল মূলত 'কুরআন হাদীছের ভাষা আরবি'-প্রধান শিক্ষাধারা। আর যে কোন ভাষায় জ্ঞানার্জনের জন্যে ভিনভাষীদের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের জ্ঞান অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আরবি ব্যাকরণ কয়েকপ্রকার ডালপালা-বিশিষ্ট। যেমন, নাহু, সরফ, সরফের তা'লীল বিদ্যা, বালাগাত বা অলংকার বিদ্যা, মানতিক বা যুক্তিবিদ্যা। কুরআন-হাদীছে সবগুলোর প্রয়োগ আছে যথেষ্ট মাত্রায়। এগুলো ছাড়া কুরআন-হাদীছ বোঝা তো দূরের কথা বেসিক জ্ঞান অর্জনই সম্ভব নয়। অথচ আরবি ব্যাকরণ নামে কোন সাবজেক্টই রাখা হয় নি। আরবি নামে যে সাবজেক্ট রাখা হয়েছে, তা যদি শুধু আরবি সাহিত্য হয়, তাহলে তা হবে বাকি ৪ সাবজেক্ট এর সম্মিলিত জটিলতার চেয়েও বেশি। তাহলে ঐ ১ সাবজেক্ট এর মধ্যে কি করে ব্যাকরণের জ্ঞান দেয়া হবে? আর যদি দেয়া হয়ই, তা কি ফলপ্রসূ হবে? কিভাবে? আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানই তো একটা কঠিন জ্ঞান। সেখানে আরবি ব্যাকরণ কি সৎ বা পালক সন্তানের মূল্যও পাবে? আর তা দিয়ে কি প্রকৃত আলেম তৈরি হবে?

২

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সাথে মাদরাসা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর বৈষম্য কমিয়ে আনার কথা কয়েকবার বলা হয়েছে ২০২১ এর কারিকুলামে। অথচ একই কারিকুলাম অনুযায়ী মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী যেখানে পড়বে (৯+১) তথা ১০ সাবজেক্ট, মাদরাসা শিক্ষার্থী সেখানে পড়বে ৯+৫ তথা ১৪ সাবজেক্ট! এরই নাম কি বৈষম্য কমানো? রাষ্ট্র কিভাবে একই বয়সের বাচ্চাদের কারও ওপর ১০ সাবজেক্ট আর কারও ওপর ১৪ সাবজেক্ট চাপায়? কর্মজীবনে মাদরাসা শিক্ষার্থীকে কি বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বেশি দেয়া হবে? আর বেতন-ভাতা বেশি দিলেই কি একটা সিক্সের বাচ্চার পক্ষে ১৪ টি বিষয় পড়া সম্ভব? শিক্ষার্থীটি যদি সাধারণ মেধার হয়?

৩

মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? নিঃসন্দেহে ধর্মীয় জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। অন্যান্য যোগ্যতা এর দসাথী মাত্র। কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম বলছে, "মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বিত ও সর্বজন প্রত্যাশাসমূহের একটি নিম্নরূপ– 'ধর্মীয় শিক্ষার গভীরতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করণ'।" আমাদের জিজ্ঞাসা– সাধারণ শিক্ষার্থীর সমান ওজনের ৯ টি সাবজেক্ট পড়ার পরে একজন মাদরাসার শিক্ষার্থী ইসলাম নিয়ে জানা, চর্চা করা কিংবা ধর্মীয় শিক্ষায় গভীর ও ব্যাপক হওয়ার সময় কই পাবে? সুযোগটা কিভাবে পাবে? শিক্ষার অভিভাবকরা কি এখানে দরদ, দায়িত্ব কিংবা বিবেক-বিবেচনা, কোনটির পরিচয় দিয়েছেন? শিক্ষাক্রমের একাংশের সাথে কি আরেকাংশের ক্ষমার অযোগ্য স্ববিরোধিতা হয়ে গেল না? অন্তরে ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব?

<u>অত্র গ্রন্থে যে ১৪ টি পাঠ্যপুস্তক এর ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে :</u>

সব বইয়ের পাঠ্যবিষয় সমানভাবে আপত্তিকর বা বিভ্রান্তিকর নয়। সেকারণে পর্যালোচনার জন্যে ৪টি শ্রেণি থেকে মোট ১৪ টি বই বাছাই করা হয়েছে। লেখার ভেতরে রেফারেন্স দেয়ার সময় বইগুলোর পূর্ণ নামের বদলে সংক্ষিপ্ত নামই ব্যবহৃত হবে ইনশাআল্লাহ। ব্রাকেটে সংক্ষিপ্ত নাম দেয়া হয়েছে–

১. ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, শ্রেণি ৬ষ্ঠ (সংক্ষেপে: ইতিহাস/৬ষ্ঠ)
২. ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, শ্রেণি ৭ম (সংক্ষেপে: ইতিহাস/৭ম)
৩. ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, শ্রেণি ৮ম (সংক্ষেপে: ইতিহাস/৮ম)

---

[৩] জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১, পৃষ্ঠা ৩৫।

৪. ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, শ্রেণি ৯ম (সংক্ষেপে: ইতিহাস/৯ম)
৫. শিল্প ও সংস্কৃতি, শ্রেণি ৬ষ্ঠ (সংক্ষেপে: শিল্প/৬ষ্ঠ)
৬. শিল্প ও সংস্কৃতি, শ্রেণি ৭ম (সংক্ষেপে: শিল্প/৭ম)
৭. শিল্প ও সংস্কৃতি, শ্রেণি ৮ম (সংক্ষেপে: শিল্প/৮ম)
৮. শিল্প ও সংস্কৃতি, শ্রেণি ৯ম (সংক্ষেপে: শিল্প/৯ম)
৯. স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শ্রেণি ৬ষ্ঠ (সংক্ষেপে: স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ)
১০. স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শ্রেণি ৭ম (সংক্ষেপে: স্বাস্থ্য/৭ম)
১১. স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শ্রেণি ৮ম (সংক্ষেপে: স্বাস্থ্য/৮ম)
১২. স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শ্রেণি ৯ম (সংক্ষেপে: স্বাস্থ্য/৯ম)
১৩. জীবন ও জীবিকা, শ্রেণি ৬ষ্ঠ (সংক্ষেপে: জীবন/৬ষ্ঠ)
১৪. জীবন ও জীবিকা, শ্রেণি ৭ম (সংক্ষেপে: জীবন/৭ম)

ইসলামের দৃষ্টিতে পাঠ্যপুস্তকের অতি মৌলিক কয়েকটি সমস্যা :

১

হারমোনিয়াম, সারগম চর্চা, বাদ্যযন্ত্র, নাচ, গান প্রভৃতিকে মাদরাসা ও স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ব্যাপকভাবে পাঠ্য করা হয়েছে। অথচ ইসলাম এগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। উল্লেখ্য যে, নতুন কারিকুলাম (শিক্ষাক্রম) অনুযায়ী মাদরাসা ও স্কুলের ১০ ধরনের পাঠ্যপুস্তকের ৯টিকেই এক ও অভিন্ন করা হয়েছে।

২

পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী নর-নারীর হিজাববিহীন সাক্ষাতকে অনিবার্য করা হয়েছে। ফ্রি-মিক্সিং তথা যুবক-যুবতীর নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ মেলামেশাকে বহুভাবে, বহু ভঙ্গিমায়, নানা ওসীলায় প্রমোট করা হয়েছে। অথচ কুরআন মাজীদ বিষয়টিকে ফরয সাব্যস্ত করেছে।

৩

এ কাজে বাধা হলে, মাতা-পিতা ও গুরুজনের সাথে বেআদবীর মাধ্যমে হলেও উদ্দেশ্য অর্জনের পথ পরিষ্কার করার কৌশলী তা'লীম ও উদ্ধত কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৪

প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণকে ইসলাম যথেষ্ট আপত্তির দৃষ্টিতে দেখেছে। এ ব্যাপারে বুখারী শরীফসহ অগণিত হাদীছের কিতাবে সহীহ হাদীছ এসেছে। অথচ পাঠ্যপুস্তকে কথায়-কথায় শত-শত জায়গায়, এমনকি বিনা প্রয়োজনে এগুলোর ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

৫

ইসলামী লেবাস, পোশাক, পর্দা, দাড়ি, টুপি প্রভৃতির অবমাননা করা হয়েছে এবং এসব বাধ্যবাধকতা ও ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শিক্ষার্থদেরকে বিদ্রোহী করে তোলার প্রাণান্ত চেষ্টা চালানো হয়েছে।

৬

মন্দির, গীর্জা, বিহার, দেব-দেবী, কীর্তন, পালা, যাত্রা ও বহুমুখী অনৈসলামিক সংস্কৃতির শিক্ষণ ও প্রাধান্য যে কোন সচেতন মানুষের নজরে আসবেই।

www.muslimdm.com

পাঠ্যপুস্তক বনাম জাতীয় শিক্ষাক্রম, শিক্ষানীতি ও সংবিধান :

পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রমের আলোকে। শিক্ষাক্রম রচিত হয় শিক্ষানীতি বা এডুকেশন পলিসিকে সামনে রেখে। এডুকেশন পলিসিসহ সব ধরনের পলিসিকেই জাতীয় সংবিধান এর সাথে সমন্বয় করতে হয়। আর জাতীয় সংবিধান হয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সামগ্রিক প্রয়োজনের আয়োজন। সে হিসেবে আমরা এই চার/পাঁচ ধরনের দলীলের একটি ধারাবাহিকতা দিতে পারি এভাবে–

১. জাতির প্রয়োজন ও আশা-আকাঙক্ষার আলোকে রচিত হওয়া উচিত জাতীয় সংবিধান
২. জাতীয় সংবিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে রচিত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি
৩. জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসরণে রচনা করতে হয় জাতীয় শিক্ষাক্রম আর
৪. জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত হয় জাতীয় পাঠ্যপুস্তক।

এবার তাহলে আমরা দেখব, বাস্তবে কি হয়েছে।

জাতীয় সংবিধান ও জাতীয় পাঠ্যপুস্তক :

১
আমাদের সংবিধান শুরু হয়েছে 'বিসমিল্লাহির-রহ্মানির রহিম' বা আল্লাহর নাম দ্বারা।[৪] অথচ পাঠ্যপুস্তকের দিকে তাকালে দেখব, সেখানে আল্লাহর দেয়া ফরয পর্দাকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং এই বিধানের ব্যাপক লঙ্ঘন হয়েছে। আবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. কর্তৃক হারামকৃত গান ও বাদ্যযন্ত্র এবং সেসবের বহুমুখী তা'লীম-প্রশিক্ষণ দ্বারা পাঠ্যপুস্তককে ভরে ফেলা হয়েছে।
২
আমাদের সংবিধানে রয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবেন।"[৫]
পাঠ্যপুস্তক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবিধানের এই ধারার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে বলেই সরেজমিন তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। বলা যায়, ইসলাম ধর্মের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়, এমন জিনিস পাঠ্যপুস্তকে খুব বেশী দেখা যায়। সংখ্যাগুরু মুসলমানের ধর্ম ইসলামের আলোচনা একদমই নাই, অপরদিকে অন্যান্য ধর্মের দেব-দেবী, উপাসনালয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতির আলোচনায় ভারী হয়ে আছে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাগুলো।
৩
সংবিধানে বিধান হচ্ছে–
৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে
(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;
(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।
(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।[৬]
পাঠ্যপুস্তকে সংবিধানের এই ধারা পরিষ্কারভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। আরও সহজভাবে বললে, পাঠ্যপুস্তক রীতিমত ইসলাম ধর্ম পালনে সহযোগিতার পরিবর্তে ধর্মের বাধ্যবাধকতাকে লঙ্ঘনের বড় ধরনের আয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনতাও ব্যাহত হয়েছে পাঠ্যবিষয়ের মাধ্যমে। পরবর্তী আলোচনায় ইনশাআল্লাহ প্রমাণ পাওয়া যাবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বনাম জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২: ধর্মশিক্ষার সংকট
১
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর 'প্রাক-কথন' অংশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছিলেন, "এই শিক্ষানীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।"[৭]
২
বলা হয়েছিল, "নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম।"[৮]
৩
(অতএব) "প্রাথমিক স্তর (১ম-৮ম শ্রেণি) থেকে (দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।"[৯]
অথচ পরবর্তী ১ম কারিকুলাম 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' তে এসে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির 'বিজ্ঞান', 'ব্যবসায় শিক্ষা', 'কারিগরি শিক্ষা', 'সঙ্গীত' এবং 'গার্হস্থ্যবিজ্ঞান' শাখা থেকে ধর্মকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেয়া হয়। আর বাধ্যতামূলক করার পরিবর্তে মানবিক বিভাগে রাখা হয় ১৭ টি ঐচ্ছিকের এক সদস্য হিসেবে। অর্থাৎ বিকল্প ১৬ টি না নিলে ১৭শ সাবজেক্ট ধর্ম বা ইসলাম শিক্ষা নেয়া যাবে।[১০]

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ :
২০১০ এর শিক্ষানীতি অনুসারে ধর্ম যেখানে বাধ্যতামূলক হওয়ার কথা, সেখানে পরবর্তী শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুসারে রচিত মাদরাসা আর স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ৯০% বা তারও অধিক অভিন্ন করে ফেলা হয়েছে।
স্কুলের মাধ্যমিক এবং মাদরাসার দাখিল (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম) পর্যন্ত হুবহু এক পুস্তক দেয়া হয়েছে। কারিকুলামের ভাষায় ১০ টি সাবজেক্ট এ রকম–

[৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রস্তাবনা অংশ দ্রষ্টব্য।
[৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র, ধারা ২ক।
[৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার, ধারা ৪১।
[৭] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর 'প্রাক-কথন' অংশ (শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।
[৮] জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, পৃষ্ঠা ২১।
[৯] জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, পৃষ্ঠা ৬।
[১০] জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, 'ইসলাম শিক্ষা : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি', (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড), পৃষ্ঠা ১১।

www.muslimdm.com

১. বাংলা, ২. ইংরেজি, ৩. গণিত, ৪. বিজ্ঞান, ৫. ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ৬. ডিজিটাল প্রযুক্তি, ৭. জীবন ও জীবিকা, ৮. স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ৯. ধর্মশিক্ষা, ১০. শিল্প ও সংস্কৃতি।[১১]

কয়েকটি যৌক্তিক জিজ্ঞাসা :

মাদরাসা আর স্কুলের ধর্মশিক্ষার ব্যাখ্যা বা এ দুয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মাদরাসার প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি? ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ তৈরি করা? নাকি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার, শিল্পপতি, চিত্রশিল্পী, কৃষি উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, স্থাপত্যবিদ তৈরি করা? বাস্তবে সেই সুযোগও তো দেয়া হচ্ছে না। ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ তৈরি না হলে যে মুসলিমপ্রধান এ দেশ, ধর্মীয় কুসংস্কার, বাড়াবাড়ি, চরমপন্থা, উগ্রতা, অধর্ম, দুর্নীতি, বেআদবী, পারিবারিক ভাঙন, অশ্রদ্ধা, অসহিষ্ণুতার জোয়ারে ভেসে যাবে, সেই বাস্তবতাকে পাঠ্যপুস্তক যেন কোনভাবেই বিবেচনায় নিতে চাচ্ছে না।

১. মাদরাসা কি স্বতন্ত্র কোন শিক্ষা? নাকি স্কুল-মাদরাসা সমান?
২. যদি সমান হয়, তাহলে মাদরাসাকে কেন মাদরাসা বলা হবে? পুরো বিষয়টি সর্বোচ্চ মহল থেকে পরিষ্কার করা জরুরি। জনগণকে অন্ধকারে রাখা রাষ্ট্রের কাজ হতে পারে না।
৩. বর্তমান কারিকুলাম দিয়ে কি ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ তৈরি করা সম্ভব? কিভাবে? আমরা হিসাব মেলাতে পারিনি।

'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বনাম জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ২০২৪ :

জাতীয় শিক্ষানীতিতে আছে, "নৈতিকতার মৌলিক উৎস হচ্ছে ধর্ম।"[১২] দুঃখের বিষয়, পাঠ্যপুস্তকে এর কোন প্রতিফলন দেখা যায় না, উল্টোটা দেখা যায়। অর্থাৎ এই উক্তি অনুযায়ী ধর্ম যেখানে মানুষের নৈতিকতার মৌলিক উৎস, পাঠ্যপুস্তকে সেখানে ধর্মকে পুরোপুরি পাশে ঠেলে রেখে পথ চলার চেষ্টা হয়েছে। বরং অন্য ধর্মকে কৌশলে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। 'শিল্প ও সংস্কৃতি' এবং 'ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান' বই, দেব-দেবী, মন্দির, বিহার, গীর্জার আলোচনা দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি ধর্ম-নিষিদ্ধ (কুরআন-সুন্নাহে নিষিদ্ধ) নাচ, গান, বাদ্য ও বেপর্দেগীকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

সিরাজ উদ্দৌলার পতন সম্বন্ধে ভুল ও উদ্দেশ্যমূলক কারণ নির্দেশ :

৯ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে লিখা হয়েছে, "বাইরের বণিকদের পাশাপাশি বাংলার অভ্যন্তরেও নবাবি শাসনের আসন দখল নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। এরূপ বহুমুখী বিবাদের ফল হিসেবেই ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষমতায় আসীন হয়।"[১৩]

সিরাজের পতনের ব্যাপারে ইতিহাস কি বলছে :

অথচ ইতিহাস বলছে ভিন্ন কিছু, যাতে ওপরের বর্ণনা নিতান্তই খামখেয়ালি প্রমাণিত হয়–

১

"শেঠ বংশের ফতেহচাঁদই প্রথম জগৎশেঠ উপাধিপ্রাপ্ত হন। আবার রিয়াজু সালাতিনের ২৭৪ পাতায় পাওয়া যায় মুহাম্মদ শাহও জগৎশেঠ উপাধি দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে মতির মালা এবং কয়েকটি হাতী। সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে শেঠজীরা তোষণ ও সেবায় এত মুগ্ধ করেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর টাকা শেঠদের বাড়িতে যা জমা রাখা ছিল তার পরিমাণ সে বাজারের সাত কোটি টাকা, যা শেঠজীরা কোনও দিন ফেরত দেননি।"[১৪]

২

"ঐ অর্থই যত অনর্থের মূল। সারা ভারতে বহু স্থানে শেঠদের গদি ছিল। ইংরেজরা প্রথম শেঠদের হাত করেন এবং শেঠরা যত টাকা প্রয়োজন দিতে প্রতিশ্রুত হন। তারপর জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন বৈঠক বসে। সেই সভাতে সাহেবদের সঙ্গে সারা ভারতকে তথা সিরাজকে ধ্বংস করতে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হচ্ছেন জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্র রায় (দুর্লভ রায় / রায় দুর্লভ), রাজা রাম নারায়ণ, রাজা রাজ বল্লভ, কৃষ্ণদাস ও মীরজাফর।

"একজন প্রস্তাব করেন, যবনকে নবাব না করে হিন্দু নবাব করার। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুসলমান মীরজাফরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লজ্জিত ও থতমত খেয়ে বললেন, মীরজাফরকেই নবাব করে আমরা সিরাজকে সরাতে চাই। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠবে না, মুসলমান

[১১] জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১, প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি, (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড), পৃষ্ঠা ৩৫।
[১২] জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, পৃষ্ঠা ২১।
[১৩] ইতিহাস/৯ম/১০৪।
[১৪] নিখিল চন্দ্র রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী/৫৬।

নবাবের পরিবর্তে মুসলমান নবাব মাত্র। অনেক বাদানুবাদের পর জগৎশেঠ বললেন, রাজা কৃষ্ণচন্দের কথাই সঙ্গত। 'আমরা কেউ নবাব হলে অন্য বিপদ আছে।' সঙ্গে সঙ্গে ঐ মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

৩

তাই বলা যায়, ভারতে ইংরেজ রাজ্য শুধু তাদের গোলাগুলি আর মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতেই প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং শেঠজীদের বিশ্বাসঘতকতাই এর পশ্চাতে প্রধানতম সহায়ক। উল্লেখ্য, জাফরের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না; বরং শেঠজীদের বিপুল অর্থসাহায্যেই ইংরেজদের এমন দুঃসাহসিক অভিযানের গোড়াপত্তন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও এই বিরাট সত্যকে একেবারে হজম করতে পারেননি। তাই বলেছেন, The rupees of the Hindu banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrough of the Mahammedan power in Bengal. অর্থঃ বাংলায় মুসলমান শক্তিকে ধ্বংস করতে (ভারতকে পরাধীন করতে) বৃটিশ সেনাপতির তরবারির সাথে হিন্দু ধনপতিদের অর্থসম্ভারও সমানভাবে সহযোগিতা করেছিল। শেঠজীরা শুধুমাত্র ইংরেজদের হাতেই অর্থ দেননি, সিরাজের সৈন্যদের পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছেন। আরো দুঃখের কথা, সিরাজকে হত্যা করার প্রস্তাব ইংরেজ সরদারকে ঐ জগৎশেঠই দিয়েছিলেন।

৪

'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র লেখক নিখিল বাবু বড় দরদ দিয়ে লিখেন, হতভাগ্য, রাজ্যহারা, সর্বহারা হইয়া অবশেষে প্রাণভিক্ষার জন্য প্রত্যেকের পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়েছিল তারা প্রাণদানের পরিবর্তে যদি প্রাণনাশের সম্মতিও কেউ দিয়ে থাকে তাহলে তারা ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। তারা যে সর্বদা নিন্দনীয়, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যেতে পারে।"

৫

"জগৎশেঠের মৃত্যু হয়েছিল উচ্চ পর্বত হতে নিচে নিক্ষিপ্ত হয়ে। পৃথিবীর প্রখ্যাত ধনী বংশ দরিদ্রতর হতে হতে দরিদ্রতম গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে তাদের ভগ্নস্তূপের পাশে বিচরণ করছে।[১৫]

<u>ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে আলেমদের অবদানকে গোপন ও উপেক্ষা করা :</u>

৯ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ১০৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ তথা গণ-বিদ্রোহের বিবরণের মধ্যে এর নেতৃত্বদাতা ও এ সংগ্রামে জীবনদাতা অসংখ্য আলেমের কারুরই নাম কিংবা অবদানের কথা ঘুণাক্ষরেও স্থান পায় নি।[১৬]

<u>'বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে' আলেম ও আম মুসলমানদের অবদানের খণ্ডচিত্র :</u>

অথচ ইতিহাস বলছে,

১

"তাবসিরাতুত তাওয়ারীখ গ্রন্থের প্রণেতার ভাষ্য অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবোত্তরকালে ইংরেজগণ শুধুমাত্র দিল্লীতে ২৭ হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে। মুসলমানদের রক্ত সাগরের ওপর ইংরেজদর ঘোড়া সাঁতার কেটে অগ্রসর হতো। তারা দিল্লীর শাহজাহানী মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করেছিল। যাতে তাদের ঘোড়া মলমূত্র ত্যাগ করত।

২

"ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে (সদরঘাট) তারা একসাথে ৬০ জন আলেমকে ফাঁসী দিয়ে তাদের লাশকে মাসের পর মাস ঝুলিয়ে রেখেছিল। দাফন করার জন্য আত্মীয়স্বজনকে পর্যন্ত দেয়া হয়নি।

৩

"শের শাহ সূরী নির্মিত 'গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোড' কোলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। যার দু'পাশে এমন কোন বৃক্ষ বাকী চিল না যাতে কমপক্ষে একজন আলেমকে ফাঁসী দেয়া হয়নি।"[১৭]

৪

"সেদিনের দিল্লীর বিবরণ দিতে গিয়ে কবি গালিব লিখেছেন, মুসলমানদের অবস্থা দেখে কাঁদবে, এমন একজন মুসলমানও দিল্লীতে ছিল না।

৫

"মাওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে প্রমাণ হলেই কেবল কোন হিন্দুকে ধরা হতো কিন্তু পালাতে পারেনি এমন কোন মুসলমান সেদিন বাঁচতে পারেনি।"[১৮]

৬

---

[১৫] ইতিহাসের ইতিহাস/২৩৫-২৩৬।

[১৬] ইতিহাস/৯ম/১০৮।

[১৭] কাদিয়ানী ধর্মমত/৫০।

[১৮] আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম/১১৮।

www.muslimdm.com

ইংরেজ ঐতিহাসিক মিস্টার টমসন লিখেছেন, "দিল্লীর চাঁদনী চক থেকে নিয়ে খয়বার পর্যন্ত এরূপ কোন গাছ ছিল না যার শাখায় উলামায়ে কেরামের গর্দান ঝোলেনি।

৭

তিনি আরো বলেন, "আলেমদেরকে শূকরের চামড়ার ভেতরে ভরে জ্বলন্ত চুলার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। তামা গরম করে তাদের শরীরে দাগ দেয়া হয়েছিল।

৮

"হাতীর ওপর দাঁড় করিয়ে গাছে লটকিয়ে নিচের থেকে হাতী সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। ফাঁসীর ফাঁদ পাতা হয়েছিল লাহোরের শাহী মসজিদের বারান্দায়। ইংরেজদের ফাঁসিকাষ্ঠে প্রতিদিন ৮০ জন করে আলেমকে ঝুলানো হতো।

৯

"লাহোরের রাবী নদীতে চাটাইয়ের ভেতর ঢুকিয়ে ৮০ জন করে আলেমকে নিক্ষেপ করা হতো।

১০

টমসন আরও লিখেছেন, "আমি দিল্লীতে আমার তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করলে আমার কাছে মুর্দারের দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। তাঁবুর পেছন দিকে গিয়ে দেখলাম সেখানে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে উলঙ্গ করে ৪০ জন আলেমকে জ্বালানো হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম আরো ৪০ জন আনা হলো এবং আমার সামনেই তাদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ, বস্ত্রহীন করা হল। ইংরেজরা তাদেরকে সম্বোধন করে বলছিল, মৌলভীর দল উক্ত ৪০ জন আলেমকে যেরূপ আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়েছে তোমাদেরকেও অনুরূপ জ্বালানো হবে। তোমাদের মধ্য হতে কোন একজনও যদি বলে যে, আমরা আজাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিনি, তাহলে এক্ষুণি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব। টমসন বলেন, আমার সৃষ্টিকর্তার কসম, আমি দেখলাম, তাদের কোন একজন আলেমও ইংরেজদের সম্মুখে মাথা নত করেনি। বরং পূর্বের ৪০ জনের ন্যায় পরবর্তী ৪০ জনও জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে জ্বলে শাহাদাত বরণ করলেন। তাদের কেউই ইংরেজদের সম্মুখে মস্তকাবনত হতে রাজী হলেন না।"[১৯]

১১

"১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের মহান সংগঠক আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী রহ., যার ফতোয়া সমগ্র দেশে স্বাধীনতার অনল ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যে দিল্লীর কেন্দ্রে নব্বই হাজার (৯০,০০০) সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছিল। বিপ্লবোত্তরকালে তাঁকে 'আন্দামান দ্বীপে' নির্বাসন দেয়া হয়। স্বাধীনতার এ বিপ্লবী অগ্নিপুরুষ সেখানে জেলে থেকেই দাঁতের মাজন (বা কয়লা) দিয়ে কাফনের কাপড়ে স্বাধীনতার প্রথম লিখিত ইতিহাস রচনা করেন।"[২০]

<u>বখতিয়ার খলজি সম্বন্ধে অপপ্রচার :</u>

১

৭ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে লিখা হয়েছে, "১৩ শতকের শুরুতে তুর্কী-আফগান যোদ্ধা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলা অঞ্চলের উত্তর এবং পশ্চিম সীমানার কিছু অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। ... তাঁর হাত ধরেই বাংলা অঞ্চলে তুর্কী-আফগান ও পারস্যদের শাসন শুরু হয়।"[২১]

(লক্ষণীয়: 'মুসলিম যোদ্ধা' না বলে শুধুমাত্র 'তুর্কী-আফগান যোদ্ধা' বলা হচ্ছে এবং 'মুসলিম শাসন' না বলে 'তুর্কী শাসন' বলা হয়েছে।)

২

৯ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ১০০ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে, "বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশে তুর্কি-আফগান যোদ্ধা ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির হাত ধরে নতুন এক রাজনীতি আর ক্ষমতা বিস্তারের ইতিহাস গড়ে ওঠে।"[২২]

গণমুখী ও গণকল্যাণমুখী একজন মহৎ মুসলমান শাসক সম্বন্ধে এ ধরনের বিষোদগার কি করে মুসলমান সন্তানদের পাঠ্য হতে পারে?

৩

"রাজা লক্ষণ সেনকে বিক্রমপুরের রাজধানীতে ফিরে যেতে বাধ্য করে প্রতিষ্ঠা করেন খলজি বংশের শাসন।[২৩]

লক্ষণ সেন যে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছিলেন, প্রসিদ্ধ সেই সত্যকে চেপে যাওয়া হয়েছে।

<u>বাংলায় ইসলাম বিস্তারের কারণ সম্বন্ধে আপত্তিকর মূল্যায়ন :</u>

[১৯] যাদের ত্যাগে এদেশ পেলাম/২৮।
[২০] আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম/২০৪-২০৫।
[২১] ইতিহাস/৭ম/৬৯।
[২২] ইতিহাস/৯ম/১০০।
[২৩] ইতিহাস/৯ম/১০০।

www.muslimdm.com

ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে স্বীয় আদর্শ, তার গ্রহণযোগ্যতা ও গ্রহণক্ষমতার দ্বারা। এই আসল কারণকে আড়াল করে গৌণ কারণকে মুখ্য বানিয়ে লিখা হয়েছে,

"দিল্লির সুলতান এবং মোগল শাসকগণ বাংলার জল-জঙ্গলে নিয়মিত নিষ্কর জমি দান করতেন। তাঁদের ভূমি সম্প্রসারণ নীতি বাংলা অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিল বলে রিচার্ড ইটন, অসীম রায় এবং মমতাজুর রহমান তরফদার সূত্রে জানা যায়।"[২৪]
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, "তোমরা পরবর্তীতে বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস আরও বিস্তৃত পরিসরে পাঠ করার সুযোগ পাবে, তখন উৎসের গভীরতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেক সত্য উদঘাটন করতে পারবে।"[২৫]
ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত বয়ানকে বিতর্কিত করার একটি সচেতন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এই বক্তব্যে।
১০৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে, "খেয়াল করে দেখবে, বাংলা অঞ্চলের বৃহৎ একটি অংশে যেসব শাসনকর্তা শাসন করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন আরব ও পারস্যের ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী অভিজাত মুসলমান। এরা একদিকে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, অন্যদিকে দিল্লির মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধেও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই নিজেদের শাসনক্ষমতা ধরে রেখেছিলেন। ক্ষমতার এই টানাপোড়েনে বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের যে কোনো ভূমিকা ছিল না তা বলাই বাহুল্য।"[২৬]
কী ধৃষ্টতা, বলা হচ্ছে 'আরব ও পারস্যের ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী'! আবার বলা হচ্ছে 'অভিজাত মুসলমান'!! সবশেষে বলা হচ্ছে, 'ক্ষমতার এই টানাপোড়েনে বাংলা অঞ্জলের সাধারণ মাসুষের কোনো ভূমিকাই ছিল না' !!! সবগুলো কথা একত্রিত করলে কি এখানে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ প্রমাণিত হয় না? মুসলমানের সন্তানকে ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে গড়ে তোলা ও শিকড়হীন প্রমাণ করার কী নগ্ন ও প্রাণান্ত প্রচেষ্টা!

www.muslimdm.com

<u>মুসলমানদেরকে শিকড়হীন এবং</u>
<u>মুসলিম শাসকদেরকে গণবিচ্ছিন্ন প্রমাণ করার অপচেষ্টা :</u>
৭ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে আরও লিখা হয়েছে, "বাংলা অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তুর্কী, আফগান, পারসিয়ান, তাজিক, মোগল অভিজারতরা শাসন শুরু করেন।"[২৭]
আগের উক্তিগুলো এবং এখানে উচ্চারিত ' তুর্কী, আফগান, পারসিয়ান, তাজিক, মোগল অভিজাতরা' কথার উদ্দেশ্য খুব ভালো কিছু নয়। এর দ্বারা মূলত তাদেরকে 'গণবিরোধী' এবং তাদের উত্তরসুরী তথা এদেশের পরবর্তী মুসলমানদেরকে নীতিগতভাবে 'অবাঙালি' 'বিদেশী' প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। শরৎ চন্দ্রসহ অনেক হিন্দু বুদ্ধিজীবীই মুসলমানদেরকে বাঙালি হিসেবে স্বীকার করতে চান নি।

<u>এ ব্যাপারে হিন্দু পণ্ডিতগণ কি জানিয়েছেন :</u>
মুদ্রার অপর পিঠ দেখুন–
১
ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়, "ইসলামের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কিছু লোক বাংলার কোথাও কোথাও সেই প্রাকৃতধর্মী সংস্কৃতির ধারা (প্রটো-বাংলা) অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।"[২৮]
২
শ্রী দীনেশ চন্দ সেন 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসির প্রভাব' সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, "মুসলমান আগমনের আগে বঙ্গভাষা কোনো কৃষক রমণীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লী কুটিরে বাস করিতেছিল। ... হীরা, কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরির আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্তা লুকাই থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোনো শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসলমান বিজয়, বাঙ্গালা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। গৌড়দেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া গেলো। তাঁহারা ইরান, তুরান যে দেশ হইতেই আসুন না কেন, বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া বাঙ্গালী সাজিলেন। –(১৯৩৮, ১৮-১৯)।"[২৯]
৩

[২৪] ইতিহাস/৯ম/১০০।
[২৫] ইতিহাস/৯ম/১০০।
[২৬] ইতিহাস/৯ম/১০৩।
[২৭] ইতিহাস/৭ম/৬৯।
[২৮] নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬।
[২৯] শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, প্রবন্ধ : বঙ্গ-ভাষার ওপর মুসলমানের প্রভাব, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

তিনি আরও বলেন, "তুর্কিরা এদেশে বাস করিয়া এদেশের একরূপ অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালা কথা কহিতে ও লিখিতে জানিতেন।"[৩০]

৪

আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন আরও মন্তব্য করেছেন, "আজ হিন্দুর নিকট বাঙ্গলাদেশ যেমন মাতৃভূমি, সেদিন হইতে মুসলমানের নিকট বাঙ্গলাদেশ তেমনই মাতৃভুমি হইল। তাঁহারা এদেশে আসিয়া দস্তুরমত এদেশবাসী হইয়া পড়িলেন। হিন্দুর নিকট বাঙ্গালা ভাষা যেমন আপনার, মুসলমানদের নিকট উহা তদপেক্ষা বেশী আপনার হইয়া পড়িল।

বঙ্গভাষা অবশ্য বহু পূর্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, বুদ্ধদেবের সময়ও ইহা ছিল, আমরা ললিত বিস্তরে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ... মুসলমান সম্রাটগণ বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের এইরূপ জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গ সাহিত্য মুসলমানদেরই সৃষ্ট, বঙ্গভাষা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা।"[৩১]

৫

ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টপাধ্যায় বলেন, " ----- তুর্কী বিজেতা ও তাহাদের পারসিক, পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমান অনুচর যাহারা বাঙ্গালায় রহিয়া গেল, তাহারা বাঙ্গালার হিন্দুর সাহায্যেই বাঙ্গালায় দিল্লী হইতে স্বাধীন এক মুসলমান-শাসিত রাজ্য স্থাপন করিল। তুর্কী ও অন্য বিদেশী বিজেতৃগণ দুই-চারি পুরুষের মধ্যেই বাঙ্গালী বনিয়া গেল। তখনও উর্দূ ভাষার উদ্ভব হয় নাই। ... বাঙ্গালার উপনিবিষ্ট বিদেশী মুসলমানদের বাঙ্গালী স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত; তাহাদের সন্তানেরা ভাষায় বাঙ্গালীই হইত।[৩২]

<u>'বঙ্গভঙ্গ' ও 'দেশভাগ' এর নিন্দা : বঙ্গভঙ্গ রদের সত্য ইতিহাস চেপে যাওয়া:</u>

৭০ পৃষ্ঠায় বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনকে তাচ্ছিল্য করে লিখা হয়েছে, "২০ শতকের শুরুতেই সংঘটিত হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন। দেশি পণ্য ব্যবহারের পক্ষে বাঙলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই ঘটনা সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনাকে যে শানিত করেছিল তা বলাই বাহুল্য। স্বদেশী আন্দোলন চলাকালীন সময়েই **১৯০৫** সালে প্রথমবার বাঙলা ভাগ করা হয় (ইতিহাসে এই ঘটনা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত)। পরবর্তীতে **১৯১১** সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় এবং **১৯৪৭** সালে বাঙলাকে দ্বিতীয়বারের মতো বিভক্ত করা হয়।"[৩৩]

এখানে পরিষ্কারভাবে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারাণা পুশ করা হয়েছে। অপরদিকে, স্বায়ত্তশাসনের সুবিধাটুকু রদ (বঙ্গভঙ্গ রদ) করার নেপথ্য-কারিগর হিন্দু নেতৃবৃন্দের ভূমিকা বা চাপ এর কথা সম্পূর্ণরূপে চেপে যাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দের গোয়ার্তুমির কথা এড়িয়ে গিয়ে বাঙলা ভাগের দায় চাপানো হয়েছে পরোক্ষভাবে মুসলমানদের ওপর।[৩৪]

<u>বঙ্গভঙ্গ রদ এর চেপে যাওয়া ইতিহাস :</u>

"শাসন কার্যে সুবিধার জন্যে পূর্ব বাঙলাকে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নূতন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত **১৯০৫** সালের **১৬ই** অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়। ঢাকা হয় নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী। ঢাকার নূতন শহর বা রমনা অঞ্চল তখনই গড়ে ওঠে।

একই সময় পাঞ্জাবের একটি অংশকে উত্তর-পশ্চিম এলাকার সঙ্গে জুড়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ গঠন করা হয়। সেখানে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না হলেও বাঙলাদেশে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ঢাকার নবাব বাহাদুর স্যার সলিমউল্লা বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিলেন।

#

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অচিরেই চরমপন্থীদের প্রাধান্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন **১৮৯৭** সালে বম্বেতে তিলক আয়োজিত (বালগঙ্গাধর তিলক) শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল।

কোলকাতায় 'শিবাজী উৎসব' আন্দোলন শুরু করেন সাখারাম গণেশ দেউষ্কর **১৯০৪** সালে। **১৯০৬** সালে কোলকাতায় 'শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল 'ভবানী পূজা'। শিবাজী উৎসব ও ভবানী পূজা উপলক্ষে মহারাষ্ট্র থেকে তিলক, খাপার্দে, মুঞ্জেকে কলকাতায় আনা হয়। লোকমান্য তিলক এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

---

[৩০] দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, খণ্ড ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭৭।

[৩১] দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ-ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব, 'সওগাত', ১৩৩৫ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত, সংগ্রহ: বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদিত)।

[৩২] পৃষ্ঠা ২৪।

[৩৩] ইতিহাস/৭ম/৭০।

[৩৪] আসল ইতিহাস বিস্তারিতভাবে জানতে দেখুন : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ২৬৩-২৯১।

#
তিলক একদিন ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) লোক নিয়ে গঙ্গাস্নানে যান। সেই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিল একখানি ভারত-মাতার ছবি। বস্তুতঃ এই আন্দোলনের নেতা তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধবদের জাতীয়তাবোধ পৌরাণিক হিন্দুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই পথ বঙ্কিম প্রদর্শিত ও অনুপ্রাণীত।
অরবিন্দ ও তার দলের জাতীয়তার মূলে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ভাবনাই প্রধান। তাই বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, শিবাজী উৎসব বা ভবানী পূজার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এই কারণেই বাংলার মুসলমান সমাজ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনরূপে গ্রহণ করতে পারেনি ...।
#
প্রতিক্রিয়ার শেষ এখানেই হয়নি, ১৯০৭ সালেই বাঙলাদেশে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়– পূর্ববাঙলার নানা স্থানে যেমন, জামালপুর, কুমিল্লা, পাবনায় দাঙ্গা হয়।
১৯০৭ সাল থেকেই সন্ত্রাসবাদীরা ‘অনুশীলন সমিতি’ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক হত্যা, লুণ্ঠন শুরু করে। আর এই সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ইংরেজ বিরোধী ছিল না, তারা মুসলিম বিরোধীও ছিল।”[৩৫]

<u>১৯৪৭ এ বাঙলা ভাগের দায় : ইতিহাস কি বলে</u>

মুসলমানদের তৎকালীন প্রাণের সংগঠন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ, যেমন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, রাজস্ব মন্ত্রী ফজলুর রহমান, খাজা নাজিমুদ্দিন, আবুল হাশিম এমনকি জিন্নাহ পর্যন্ত সর্বাত্মকভাবে চাচ্ছিলেন বাঙলাকে অখণ্ড ও স্বাধীন রাখতে। ভারতের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস বরং চাচ্ছিল না।
১
আবু আল সাঈদ লিখেছেন, “এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সোহরাওয়ার্দী এলেন দিল্লিতে। সাথে ফজলুর রহমান। এখানে উভয়েই জিন্নাহর সাথে দেখা করলেন। জিন্নাহ তখন দারুণভাবে অসুস্থ। তিনি তেমন কথাও বলতে পারছিলেন না। তাঁর মাথায় ছিল বৃহৎ পাকিস্তান চিন্তা। তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। কাজ করছিলেন দিনরাত। সম্ভবতঃ তিনি ধারণা করছিলেন, তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। তবুও বাংলার বিষয়ে তিনি অনড় ছিলেন। করাচি থেকে এগারোশ মাইল দুওে এবং মাঝখানে ভারত। ১৭ টি জেলার একটি প্রদেশ পূর্ববঙ্গ, তিনি কল্পনা করতে পারেন না। তিনি হিন্দু মহাসভা ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের উপর মহা খাপ্পা হয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দীকে বললেন, পাকিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে আপনারা একটা কিছু করুন। না পারলে অবশ্যই আমাকে কীটদ্রষ্ট পাকিস্তান গ্রহণ করতে হবে। জিন্নাহর নির্দেশেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলন করলেন।”[৩৬]
২
সংবাদ সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন–
“একটি সুন্দর প্রদেশ বাংলাকে ভাগ করা হলে পশ্চিমবাংলা, পশ্চিম ভারথীয় সাম্রাজ্যবাদীদের একটি কলোনিতে পরিণত হবে। বাংলাকে ভাগ করার সাথে তারা যতই নিজেদের প্রত্যাশাকে যুক্ত করুন, এটা আমার কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, বাংলার হিন্দুরা বিদেশী পুঁজিবাদের দিনমজুরের পর্যায়ে উপনীতি হবেন। ... দৃঢ়সংকল্পে এক হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে আসন্ন দুর্যোগ থেকে বাংলাকে উদ্ধার করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।” –অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৯ এপ্রিল ১৯৪৭।[৩৭]
৩
১৯৪৭ এর ১১ মে। “বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) ও ফজলুর রহমানকে সাথে নিয়ে সোদপুর আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। –অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, পৃষ্ঠা ২০; আবুল হাশিম, আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি।[৩৮] এ আলোচনায়ও গান্ধী কোন ইতিবাচক সাড়া দেন নি। বরং বলেছিলেন, হৃদয়ের সম্পূর্ণ এবং আসল পরিবর্তন দরকার। তিনি দাঙ্গার প্রতিটি মৃত্যুর জন্য সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করেন। গান্ধীর মন্তব্য ছিল যে, সোহরাওয়ার্দীকে কেউই বিশ্বাস করতে চায় না।”[৩৯]

<u>মুসলিম শাসকদেরকে বৃটিশ শোষকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে দেখানোর চেষ্টা:</u>

[৩৫] রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৮-৯।
[৩৬] আবু আল সাঈদ, ফজলুর রহমান ও অনুদার ইতিহাসের এক দশক : ১৯৩৭-৪৭, পৃষ্ঠা ২৩৫-২৩৬।
[৩৭] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১।
[৩৮] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ২৭৩।
[৩৯] বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ।, পৃষ্ঠা ২৭৩।

www.muslimdn.com

অতীতের মুসলিম শাসনামলকে বৃটিশদের মত বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অর্থলোলুপ এবং ক্ষমতালোভী হিসেবে দেখাতে গিয়ে লিখা হয়েছে, "বাংলা অঞ্চলে ইংরেজদের আগমন এবং শোষণের ইতিহাস অতীতের শোষণের ইতিহাস (মুসলিম আমল) থেকে খুব একটা পৃথক নয়। মূলত অর্থ এবং ক্ষমতার জন্যই তারা বাংলা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।"[৪০]

এটা যে সত্যের কতো বড় অপলাপ, ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠক মাত্র তা জানেন। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস কিংবা একটু আগে উল্লেখিত হিন্দু পণ্ডিতবর্গের লিখিত ইতিহাস ও উচ্চারণ কি এই তথ্যকে স্বীকার করে?

'নারীর ভূমিকা' বনাম 'ইসলামী পোশাক ও পর্দা' :

৭ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ১২৭-১২৯ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন-ভিত্তিক লেখার শিরোনাম 'সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল হলে ব্যক্তির অবস্থা ও ভূমিকা বদলায়'।[৪১]

২

১২৮ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে 'সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২' এ বিজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল এর একটি বড় ছবি। চিত্রের আগে ভূমিকায় ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে, "খুশি আপা বললেন, সমাজের কোনো একটি শ্রেণির আজকের যে অবস্থান এবং ভূমিকা, আগেও কি তেমন ছিল, ভবিষ্যতেও কি তেমন থাকবে?"[৪২]

৩

(অর্থাৎ নারীদের ভূমিকা ও অবস্থান বদলানোর নামে কিছু একটা বলতে চাওয়া হচ্ছে। যেমন: পর্দা ও হিজাব সিস্টেম লোপ পেয়ে ওপেন চলাফেরা। পরবর্তী বক্তব্যে তাই প্রমাণিত হয়েছে।)

৪

এরপর চিত্রের বিবরণে লিখা হয়েছে, "ময়মনসিংহের 'কলসিন্দুর এর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের' যে ছোট্ট মেয়েগুলোর কাছে 'মেয়েরা ফুটবল খেলে' এই কথাই ছিল বিস্ময়ের, আজ ফুটবলের পঙ্খিরাজে চড়ে তারা নিজেরাই সবার কাছে বিস্ময়।"[৪৩]

৫

১২৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে "স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিনতি রানি শীল দেখভালের দায়িত্ব নেন। --- গ্রামের অভিভাকরা রক্ষণশীল। মেয়েদের ফুটবল খেলতে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। অভিভাবকদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে।"[৪৪]

৬

এরপর লিখা হয়েছে, "মিনতি রানি শীল জানান, শুরুতে প্রধান সমস্যা ছিল পোশাক নিয়ে সংকোচ। মেয়েরা প্রথমে সালোয়ার-কামিজ পরে খেলত। লোকলজ্জার ভয় দূর করে খেলার পোশাকে মেয়েদের মাঠে নামাতে অনেক সময় লেগেছে।"[৪৫]

পর্দা ও শালীনতার ব্যাপারে ইসলাম কি বলে :

১. কুরআন মাজীদে নর-নারী উভয়ের দৃষ্টিকে সংযত করতে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করতে বলা হয়েছে।[৪৬]
২. নারীর অলংকার ও আকর্ষণীয় পোশাককে প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪৭]
৩. নারীদের ঘাড় ও বক্ষদেশকে ওড়না বা চাদর জাতীয় কিছু দিয়ে ঢেকে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪৮]
৪. পদাঘাত বা অন্য কোন উপায়ে আবরণীয় পোশাক ও অলংকারের জানান দিতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪৯]
৫. কণ্ঠস্বরকে পরপুরুষের সামনে আকর্ষণীয়ভাবে পেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৫০]
৬. নারীকে প্রধানত ঘরেই অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিজেদের পোশাক ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৫১]
৭. নারীদেরকে ঘরে কুরআন-সুন্নাহর আলোচনা করতে বলা হয়েছে।[৫২]

---

[৪০] ইতিহাস/৭ম/৭০।
[৪১] ইতিহাস/৭ম/১২৭-১২৯।
[৪২] ইতিহাস/৭ম/১২৮।
[৪৩] ইতিহাস/৭ম/১২৭।
[৪৪] ইতিহাস/৭ম/১২৯।
[৪৫] ইতিহাস/৭ম/১২৯।
[৪৬] সূরা আন নূর ২৪:৩০-৩১।
[৪৭] সূরা আন নূর ২৪:৩১।
[৪৮] সূরা আন নূর ২৪:৩১।
[৪৯] সূরা আন নূর ২৪:৩১।
[৫০] সূরা আল আহ্যাব ৩৩:৩২।
[৫১] সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৩।
[৫২] সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৪।

www.muslimdm.com

৮. সালাম ও অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৫৩]
৯. প্রবেশের অনুমতি না মিললে চারিত্রিক পবিত্রতার স্বার্থে ফিরে যেতে বলা হয়েছে।[৫৪]
১০. প্রবেশের অনুমতি আছে এমন লোকদের জন্যেও ফজরের আগে, ইশার পরে এবং দুপুরের খাবার-পরবর্তী বিশ্রামের সময়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতিগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[৫৫]
১১. বেগানা নারীদের কাছে কিছু চাইতে হলে হিজাব বা পর্দার আড়াল থেকে চাইতে বলা হয়েছে।[৫৬]
১২. আয়েশা রা. তাঁর ভাতিজীর পাতলা ওড়না ছিঁড়ে তাকে মোটা ওড়না পরিয়ে দিয়েছিলেন।[৫৭]
১৩. এমনকি প্রয়োজন পূরণে বাইরে যেতে হলে নারীকে সুগন্ধি ব্যবহার করতে বারণ করা হয়েছে।[৫৮]

ছবি ও ভাস্কর্য : ইসলাম কি বলে[৫৯]

বৃক্ষলতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পবিত্র স্থানসমূহের ছবি যাতে কোন প্রাণী না থাকে, মাথাকাটা প্রাণীর ছবি, পাসপোর্ট, ভিসা, আইডেন্টিটি কার্ড, ভর্তি, লাইসেন্স, পলাতক আসামী ধরা, গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড রাখা ইত্যাদি যরূরী কারণ ছাড়া প্রাণী মাত্রের ছবি, চিত্র, ভাস্কর্য ও মুরাল বা দেয়ালচিত্রকে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে। আয়াত ও হাদীছগুলো খেয়াল করুন–

হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে, (কিয়ামাতের দিন) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুতর শাস্তিপ্রাপ্ত লোক হবে মুসাওয়িরূন বা ছবি প্রস্তুতকারীগণ।[৬০]

আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন ভাস্কর্যসমূহ ভেঙে ফেলার বিধান দিয়ে।[৬১]

হযরত আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. আমাকে পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, তুমি সকল প্রাণীর মূর্তি বিলুপ্ত করবে এবং সকল সমাধি-সৌধ ভূমিসাৎ করে দেবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে এবং সকল চিত্র মুছে ফেলবে।[৬২]

যে ব্যক্তি পুনরায় প্রাণীর মূর্তি কিংবা সমাধি-সৌধ নির্মাণ করতে প্রবৃত্ত হবে, সে মুহাম্মাদের প্রতি নাযিলকৃত দ্বীনকে অস্বীকারকারী।[৬৩]

আল্লাহ বলেন, হে মু'মিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি বা ভাস্কর্য (আনসাব) এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর (আযলাম) হচ্ছে ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর– তাহলে তোমরা সফল হতে পারবে।[৬৪]

তোমরা বর্জন কর অপবিত্র বস্তুসমূহ তথা মূর্তগুলো (আর্-রিজ্সা মিনাল আওছান) আর বর্জন কর মিথ্যা কথা।[৬৫]

কাফিররা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং বলেছিল, তোমরা কখনো বর্জন করো না তোমাদের পূজার দেবদেবীকে। আর বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়াআ, ইয়াগূস, ইয়া'উক ও নাসর (নামক নেকবান্দাদের ভাস্কর্য বা মূর্তি)-কে।[৬৬]

ছবি ও ভাস্কর্য : পাঠ্যপুস্তক কি বলে :

ওপরের বক্তব্যের মানে হচ্ছে, প্রাণীর চিত্র ও ভাস্কর্যের চর্চা শক্ত পর্যায়ের হারাম। হারাম জেনে হারামে লিপ্ত হলে মানুষ ফাসিক হয়। আর হারামকে হালাল জেনে চর্চা করলে ব্যক্তির ঈমান চলে যায়। এ ব্যাপারে দুনিয়ার সমস্ত আলেম একমত। অথচ পাঠ্যপুস্তকের পাতাগুলো এই ছবি, চিত্র, ভাস্কর্য-সংস্কৃতি এবং ভাস্কর্যের ছবি ও বিবরণ দিয়ে ভারী হয়ে আছে। যেমন,

৬ষ্ঠ শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে আছে, বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ নারী ফুটবলার এর চুলখোলা, হাফপ্যান্ট ও হাফহাতা গেঞ্জী পরা একটি ছবি।[৬৭]

---

[৫৩] সূরা আন নূর ২৪:২৭।
[৫৪] সূরা আন নূর ২৪:২৮।
[৫৫] সূরা আন নূর ২৪:৫৮।
[৫৬] সূরা আল আহযাব ৩৩:৫৩।
[৫৭] মুআত্তায়ে মালিক।
[৫৮] তিরমিযী, নাসায়ী; মিশকাত/৪২৪৬।
[৫৯] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন: উমদাতুল কারী ১০/৩০৯; ফাতহুল বারী ১০/৪০১; তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম ৪/১৫৯।
[৬০] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত/৪২৯৮।
[৬১] সহীহ মুসলিম/৮৩২।
[৬২] মুসলিম/৯৬৯।
[৬৩] মুসনাদে আহমাদ/৬৫৭।
[৬৪] সূরা আল মায়িদাহ ৫:৯০।
[৬৫] সূরা আল হাজ্জ ২২:৩০।
[৬৬] সূরা নূহ ৭১:২২-২৩। নেকবান্দাদের এসব ভাস্কর্যকে তারা পূজা করত না, শুধুমাত্র শ্রদ্ধানিবেদনার্থে নির্মাণ ও স্থাপন করে রেখেছিল। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, এগুলো হচ্ছে নূহ আ.-এর সম্প্রদায়ের কিছু পুণ্যবান লোকের নাম। তাঁরা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, তাদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলোতে তাঁদের ভাস্কর্য স্থাপন করা হোক এবং তাঁদের নামেই ভাস্কর্যগুলোর নাম রাখা হোক। লোকেরা তাই করল। ওই প্রজন্ম যদিও ওসব মূর্তির পূর্জা করেনি। কিন্তু ধীরে-ধীরে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পূজায় লিপ্ত হল। –সহীহুল বুখারী/৪৯২০।
[৬৭] ইতিহাস/৬ষ্ঠ/পৃষ্ঠা ১১।

একই বইয়ের ১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে (একই ব্যক্তিবর্গ ও আনুসঙ্গিক ব্যক্তির্গসহ) মোট ২৩ জনের আলাদা আলাদা উদোম মাতার হাফহাতা গেঞ্জীপরা হাফছবি।[৬৮]

#

১৪ পৃষ্ঠায় আছে গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি ৮ টি নৃগোষ্ঠীর ৮ টি চিত্র– প্রতিটি চিত্রে রয়েছে একজন নারী এবং একজন পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণ। এদের কেউ নর্তনরত, কেউ বাদনরত।[৬৯]

উক্ত ১৪ পৃষ্ঠায় আরও আছে 'আমাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়' শিরোনামের অধীনে বাদ্যযন্ত্রসহ ৮ টি উপজাতির ৮ জোড়া ছবি।[৭০]

#

৭৪-৭৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে বিভিন্ন প্রাণির ডজনাধিক চিত্র।[৭১]

১৩৭-১৪৮ পৃষ্ঠায় বহু-বহু ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে 'সবুজের পথে পৃথিবী' শিরোনামের দীর্ঘ কার্টুন গল্প।[৭২]

৭ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে আছে, দলগত শিকারের একাধিক ছবি।[৭৩]

একই বইয়ে রয়েছে, ২ পৃষ্ঠাব্যাপী বেদে বহরের ছবি।[৭৪]

৮ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ৬৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হয়েছে আদিম যুগের কৃষি ও শিকার করে ফেরার কাল্পনিক চিত্র।[৭৫]

৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে কয়েকটি চিত্রকর্মের ছবি।[৭৬]

#

১১১ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে মিশরের রানী নেফারতিতির ভাস্কর্য ও শিল্পীর আঁকা কল্পিত রানীর দুটো ছবি।[৭৭]

১১৯ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে ৪ জন গ্রীক মনীষীর (ভাস্কর্যের) চিত্র।[৭৮]

১২১ পৃষ্ঠায় ইতালির চিত্রশিল্পী ভিঞ্চি ও তার চিত্রকর্ম সুন্দরী নারী 'মোনালিসা'র ছবি পরিবেশিত হয়েছে।[৭৯]

৯ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের কভারপেজ এ দেয়া হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন শহিদ বুদ্ধিজীবী' (১৪ জন বুদ্ধিজীবীর ছবি)।[৮০]

কভারপেজ ৩ এ রয়েছে ৯ জন বীরঙ্গনার ছবি।[৮১]

#

১৯ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেওয়া ছাত্রী ও শিক্ষিকারা (একটি চিত্র)।[৮২]

২২ পৃষ্ঠায় প্রায় পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে দেয়া হয়েছে কবি সুফিয়া কামাল, চিত্রকর কামরুল হাসান, কবি শামসুর রাহমান, চলচ্চিত্রকার ও সাহিত্যিক জহির রায়হান এবং গুরু সদয় দত্ত এর ফটোগ্রাফ।[৮৩]

৭৫ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে তুতেনখামেন এর ছবি।[৮৪]

এ ধরনের ছবি, চিত্র ও ভাস্কর্যের ব্যবহার মুসলমানের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মাদরাসার ক্ষেত্রে মেনে নেবার কোন সুযোগই নেই।

<u>মুক্তিযুদ্ধের বিদেশী বন্ধুদের প্রাধান্য :</u>

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। সে হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মান দেয়া যেমন জরুরী তদ্রূপ এ যুদ্ধে সহায়তাকারী বিদেশীদের অবদান ও ভালোবাসার স্বীকৃতিও জরুরী। কিন্তু মাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী বিদেশী বন্ধুদেরকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে একজন কোমলমতি বাচ্চার কাছে মনে হতে পারে তারাই আসল মুক্তিযোদ্ধা। যেমন, ২ বিষয়ের ৩ টি পাঠ্যপুস্তকের ৫ টি স্থান খেয়াল করুন–

১

---

[৬৮] ইতিহাস/৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা ১২।
[৬৯] ইতিহাস/৬ষ্ঠ/১৪।
[৭০] ইতিহাস/৬ষ্ঠ/১৪।
[৭১] ইতিহাস/৬ষ্ঠ/৭৪-৭৮।
[৭২] ইতিহাস/৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৪৮।
[৭৩] ইতিহাস/৭ম/২৪।
[৭৪] ইতিহাস/৭ম/৩৩-৩৪।
[৭৫] ইতিহাস/৮ম/৬৭।
[৭৬] ইতিহাস/৮ম/৮৫-৮৬।
[৭৭] ইতিহাস/৮ম/১১১।
[৭৮] ইতিহাস/৮ম/১১৯।
[৭৯] ইতিহাস/৮ম/১২১।
[৮০] ইতিহাস/৯ম/কভারপেজ ২।
[৮১] ইতিহাস/৯ম/কভারপেজ ৩।
[৮২] ইতিহাস/৯ম/১৯।
[৮৩] ইতিহাস/৯ম/২২।
[৮৪] ইতিহাস/৯ম/৭৫।

৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের কাভারপেজ ৩ এ 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এর ৩ টি স্থিরচিত্র এবং কনসার্ট এর বিবরণ তুলে ধরে বিদেশীদের অবদান দেখানো হয়েছে।[৮৫]

২

৭ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের কাভারপেজ ২ এ দেয়া হয়েছে '১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী কয়েকজন বিদেশী বন্ধুর ছবি'।[৮৬]

৩

একই বইয়ের ৭৫-৯২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রদত্ত হয়েছে, 'মুক্তিযুদ্ধের বিদেশি বন্ধুরা' শিরোনামে বিস্তারিত বিবরণ। (তাদের ৮ টি ছবিসহ)।[৮৭]

৪

৯ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের কাভারপেজ ৩ এ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে, ইন্দিরা গান্ধীসহ ১৩ জন সহায়তাকারী বিদেশী বন্ধুর ছবি তুলে ধরা হয়েছে।[৮৮]

৫

একই বইয়ের ভেতরে তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা-রাখা ডজনাধিক ভারতীয় শিল্পী-সাহিত্যিকের অবদান।[৮৯]

নারীর জন্যে বেমানান পেশার প্রদর্শনী :

৭ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের এক জায়গায় দেয়া আছে একজন বেপর্দা বা 'উদোম মাথা' নারী শ্রমিকের ইটভাঙার চিত্র।[৯০]
যেন নারীর জন্যে মাথা খুলে ইটা ভাঙার মত পেশা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য। ইসলাম, নিরুপায় হলে নারীদেরকে হালাল যে কোন পেশা গ্রহণের বিরোধী নয়; কিন্তু কঠিন ওজর ছাড়া তার পর্দার লঙ্ঘন কিংবা মানানসই পেশার লঙ্ঘন ইসলামের দৃষ্টিতে কিছুতেই কাম্য নয়। পাঠ্যপুস্তকের ছবি ও বিবরণ কিন্তু ওজর নয়, স্বাভাবিক অবস্থায়ই নারীর এ ধরনের শ্রমকে সাপোর্ট ও প্রমোট করছে।

আত্মপরিচয়ে ধর্মীয় পরিচয়ের অনুপস্থিতি :

১৪ পৃষ্ঠায় আমার আত্মপরিচয় এর অধীনে ৮ টি সূচক দেয়া হয়েছে তবে তার ভেতরে ধর্মের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত।[৯১]
অথচ আজকের দুনিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি এমনকি সামাজিক জীবনের বহু কিছুই এখনও শাসক ও প্রশাসকদের ধর্মীয় মনোভাব দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। তার অন্যতম উদাহরণ ইরাক ও আফগানিস্তানে আমেররিকার নেতৃত্বে পশ্চিমাদের আগ্রাসন ও যুদ্ধ এবং হামাস-ইসরাঈল যুদ্ধ।

বাঙালি মনীষী বনাম মুসলিম মনীষী :

৮ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ১৭-২১ পৃষ্ঠায় 'পরিচয়: বাঙালি মনীষী' শিরোনামের অধীনে প্রথমেই তুলে ধরা হয়েছে অমর্ত্য সেন, কমরেড মণি সিংহ এবং ইলা মিত্রের কথা।[৯২]
এছাড়া সুরকার আলতাফ মাহমুদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান এবং চিত্রকর শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন এবং স্থপতি ড. ফজলুর রহমান খানকে (এফ. আর. খানকে) সহ কয়েকজনকে তুলে ধরা হয়েছে, চিত্রসহ কিংবা শুধু বিবরণের মাধ্যমে।[৯৩]
বাংলাদেশের কোন ওলি-আওলিয়া কিংবা প্রকৃত সমাজসেবকের নামটি পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। ভাষাবিজ্ঞানী ও মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কিংবা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক মনীষী সৈয়দ আলী আহসান এর আলোচনা তো যথেষ্ট অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই আসতে পারত। নয় কি?
৭১ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে 'বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে শহিদ বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার' (১৯২১-১৯৩২) এর চিত্র।[৯৪]
ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সূর্যসেন বা প্রীতিলতারা ছিল পুরোদস্তুর সাম্প্রদায়িক।[৯৫]

---

[৮৫] শিল্প/৬ষ্ঠ/কাভারপেজ ৩।
[৮৬] ইতিহাস/৭ম/কাভারপেজ ২।
[৮৭] ইতিহাস/৭ম/৭৫-৯২।
[৮৮] শিল্প/৯ম/কাভারপেজ ৩।
[৮৯] শিল্প/৯ম/৩৫-৩৬।
[৯০] ইতিহাস/৭ম/১৭৪।
[৯১] ইতিহাস/৮ম/১৪।
[৯২] ইতিহাস/৮ম/১৭-২১।
[৯৩] ইতিহাস/৮ম/১৭-২১।
[৯৪] ইতিহাস/৭ম/৭১।
[৯৫] সূর্যসেনের দলে কিছু হিন্দু তরুণী সদস্য ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তা, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী রক্ষিত, নিরুপমা বড়ুয়া, বকুল দত্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতি কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তার স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, সূর্যসেনের দলের সদস্যদেরকে হিন্দু-দেবী কালীর মূর্তির সামনে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা করতে হতো। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'কারাস্মৃতি' গ্রন্থে কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তা লিখেছেন,

৭১ পৃষ্ঠায় আছে, 'পাকিস্তান আমলে কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী নেত্রী ইলা মিত্র' (১৯২৫-২০০২) এর ছবি।[৯৬]
১১৫-১১৬ পৃষ্ঠায় রাজা রামমোহন রায় এর জীবন ও সংগ্রামের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে আবেগঘন ভাষায়।[৯৭]
এঁদের প্রত্যেককে নিয়ে বলবার মত কথা আছে।

<u>সতর ও পর্দা :</u>

ইসলামে সতর বা আবরণীয় অঙ্গ নামে একটি ধারণা রয়েছে। ওরকম আরেকটি ফরয বিধান রয়েছে হিজাব বা পর্দার। সেসবের কোন তোয়াক্কা না করে পাঠ্যপুস্তককে হিজাব ও সতর লঙ্ঘনের একটি মূর্ত আদর্শে পরিণত করা হয়েছে। যেমন,
৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের ৭৪ পৃষ্ঠায় আছে একটি কাকতাড়ুয়া মূর্তির ছবি আর দুই কিষাণী ও কাছা দেয়া এক কৃষকের ছবি। উল্লেখ্য যে, নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ইসলামের দায়িমী ফরয বা সার্বক্ষণিক বাধ্যতামূলক কাজ।[৯৮]
#
৮ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের এক জায়গায় দেয়া হয়েছে হাফ প্যান্ট পরিহিতা নগ্নমাথা এক নারীর হরিণ শিকারের কাল্পনিক দৃশ্য।[৯৯]
৮৬ পৃষ্ঠায় অংকিত হয়েছে তিনজন কৃষকের সতর খোলা একটি ছবি।[১০০]
আরেক ছবির ক্যাপশনে লিখা রয়েছে, 'বিয়ের সাজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অন্বেষা' (সজ্জিতা এক প্রাপ্তবয়স্কা নারীর ছবি এবং প্রতিবিম্ব)।[১০১]
আরেক জায়গায় দেয়ালচিত্রে মিশরের রানী নেফারতিতির সেনেট (দাবা জাতীয়) খেলার দৃশ্য ও মিশরের চাষাবাদের দৃশ্য দেখানো হয়েছে।[১০২]

<u>মন্দির-বিহার-গীর্জা-দেবতা-পূজা :</u>

৮ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ৬৯ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে গুপ্তযুগের মন্দির ও মুদ্রার ছবি।[১০৩]
৭২ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত নালন্দা মহাবিহার ও মন্দিরসমূহের ছবি।[১০৪]
৭৩-৭৫ পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হয়েছে কয়েকটি মন্দির ও বিহারের ছবি।[১০৫]
৮০ পৃষ্ঠায় আছে পাবনার জোড়া বাংলা মন্দির এবং দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির এর ছবি।[১০৬]
#
১১৯ পৃষ্ঠায় গ্রীকদের বহুদেবতা, বিশেষত প্রধান দেবতা জিউস সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হয়েছে।[১০৭]
৮ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠায় রয়েছে হিন্দু কবি জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'আকাশে সাতটি তারা' এর স্মৃতিবিজড়িত খ্রিস্টানদের অক্সফোর্ড মিশন গির্জার আলোচনা ও তার চিত্র।[১০৮]

www.muslimdm.com

"কিছুদূর গিয়ে এক মন্দিরের কাছে দু'জনে পৌঁছলাম। দরজা খোলাই ছিল। মাস্টারদা ও আমি ভেতরে ঢুকলাম। তারপর তিনি টর্চ জ্বালালেন। দেখলাম, ভীষণাননা এক কালী মূর্তি। মাস্টারদা একহাত লম্বা একখানা ডেগার বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, মায়ের সামনে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো কর। ওখানে বেলপাতা আছে। আমি বুকের মাঝখানের চামড়া টেনে ধরে একটুখানি কাটার সাঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোটা রক্ত বের হলো। তা বেলপাতায় করে মাস্টারদার কাছে নিয়ে গেলাম, তিনি বেশ স্পষ্ট করে বললেন– 'মায়ের চরণে দিয়ে বল, জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।' আমি অসংকোচে মায়ের চরণে রক্ত আর মাথা রেখে এ প্রতিজ্ঞা করলাম।"
–কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তা, কারাস্মৃতি, ১৯৭৪; সূত্রঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, একুশে বইমেলা ২০০৭, পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫।
#
সূর্যসেনের সন্ত্রাসী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শ্রী পূর্ণেন্দু দস্তিদার তার 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' গ্রন্থে জানিয়েছে, এ দলের কর্মীদেও পাঠ্য ছিল সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ। আর আনন্দমঠ কি জিনিস, তা আসন্ন উদ্ধৃতিতে খেয়াল করুন, "সেই এক রাতের মধ্যে গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, 'মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি-হরি বল। গ্রাম্য লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদেও ঘওে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যখন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, 'মুই হেঁদু'।"
–মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, একুশে বইমেলা ২০০৭, পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫।

[৯৬] ইতিহাস/৭ম/৭১।
[৯৭] ইতিহাস/৭ম/১১৫-১১৬।
[৯৮] শিল্প/৬ষ্ঠ/৭৪।
[৯৯] ইতিহাস/৮ম/৬৬।
[১০০] শিল্প/৭ম/৮৬।
[১০১] ইতিহাস/৯ম/৩।
[১০২] ইতিহাস/৯ম/৭৬।
[১০৩] ইতিহাস/৮ম/৬৯।
[১০৪] ইতিহাস/৮ম/৭২।
[১০৫] ইতিহাস/৮ম/৭৩-৭৫।
[১০৬] ইতিহাস/৮ম/৮০।
[১০৭] ইতিহাস/৮ম/১১৯।

#
৭১-৭২ পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়েছে কুয়াকাটাস্থ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থান রাখাইন পল্লী, রাসপূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা উৎসব ও তাতে পুণ্যর্থীদের আগমন, বৌদ্ধমন্দির ও তাতে থাকা ধ্যানমগ্ন গৌতমবুদ্ধের (অষ্টধাতু নির্মিত প্রায় সাঁইত্রিশ মণ ওজনের) মূর্তি প্রসঙ্গ।[১০৯]
৮ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ে, কান্তজী মন্দির ও তার পরিচয়, তার ভেতরস্থ পোড়া মাটির ফলক, যাতে হাতী ও বাদকদলের অংশগ্রহণ রয়েছে, তার ছবি তুলে ধরা হয়েছে।[১১০]
৪৮ পৃষ্ঠায় আছে মানুষ ভজন তথা মানুষ পূজার ছন্দ।[১১১]
#
৯৭ পৃষ্ঠায় আছে হিন্দু মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী নির্মিত শশী লজ স্থাপত্য ও তার ভেতরস্থ গ্রীক সৌন্দর্য-দেবী ভেনাস এর ভাস্কর্যের আলোচনা।[১১২]
৪৫ পৃষ্ঠায় আছে দু'টো মূর্তির ছবি।[১১৩]
৯৯ পৃষ্ঠায় আছে ৩ টি মূর্তির ছবি (বিজয় '৭১)।[১১৪]
৯ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে দেয়া হয়েছে দেবী এথেনার (নগররাষ্ট্র এথেন্স-এর) পার্থেনন মন্দিরের চিত্র।[১১৫]

যাত্রা ও যাত্রাপালা :

৮ম শ্রেণির বইয়ে রয়েছে উক্ত হলে অনুষ্ঠিত যাত্রা, যাত্রার যন্ত্রী, প্রমটার, যাত্রায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র যথা মন্দিরা, খোল, বাঁশি, ড্রাম, বেহালা, বাংলার ঢোল, তবলা ইত্যাদি, পঞ্চরত্ন কর্তৃক শ্রেণিকক্ষে যাত্রা আয়োজনের প্রত্যয়, মুকুন্দদাসের কালিবাড়ি প্রভৃতি প্রসঙ্গ।[১১৬]
৬৩ পৃষ্ঠায় পুনরাবৃত্ত হয়েছেন বিগত চারণকবি মুকুন্দদাস ও তার প্রথম যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা', তার কালিমন্দিরে চিত্রশিল্পী প্রেমলালের আঁকা কবির ছবি, মুকুন্দ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ।[১১৭]

www.muslimdm.com

মেলা, পার্বণ, উৎসব :

'চৈত্রসংক্রান্তি/বর্ষবিদায়' ও 'বর্ষবরণ' উৎসবকে বাংলাদেশের প্রাণের উৎসব হিসেবে চিহ্নিত করে মাদরাসা ও স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণির বইয়ে লিখা হয়েছে, "এদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উৎসব পালন করে থাকে।" বলা হয়েছে, "বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উৎসব যেন আমাদের প্রাণের উৎসব।"[১১৮]
(আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুই অনুষ্ঠানে মুসলমানদের কোন্ ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কিংবা ধর্মীয় সংস্কৃতির চর্চা হয়?)
এই স্থানে বইয়ের প্রায় পুরো পৃষ্ঠ জুড়ে একটি বৈশাখী মেলার ছবি দেয়া হয়েছে, যেখানে একতারা হাতে একজন বাউলকে কেন্দ্র করে নরনারীর বৃহত্তম সমাবেশ দেখানো হয়েছে।[১১৯]
(এর মধ্যে ইসলামী বা মোহাম্মাদী সংস্কৃতির চর্চা কোথায়?)
#
৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ষা উৎসবের ধারণা দিয়ে বলা হয়েছে "এটি বর্ষামঙ্গল বলেও পরিচিত"। 'এই অধ্যায়ে আমরা যা করব'– শিরোনামের অধীনে পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, "পছন্দের গানের সাথে আমাদের অনুভূতি, আনন্দ, কষ্ট, হাসি, কান্নাসহ নানারকম অনুভূতি নাচের রস ও মুদ্রায় প্রকাশ করতে পারি।"[১২০]
#
৭ম শ্রেণির বইয়ে রয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের বহু উৎসবের নাম। যেমন, বৈসাবি, বিজু, বৈসু সাংগ্রাইন, চাঃক্রান পই প্রভৃতি। আছে চার উপজাতি যুবতী নারীর নৃত্যের দৃশ্য।[১২১]

---

[১০৮] শিল্প/৮ম/৭০।
[১০৯] শিল্প/৮ম/৭১-৭২।
[১১০] শিল্প/৮ম/২৮-২৯।
[১১১] শিল্প/৮ম/৪৮।
[১১২] শিল্প/৮ম/৯৭
[১১৩] শিল্প/৮ম/৪৫।
[১১৪] শিল্প/৮ম/৯৯।
[১১৫] ইতিহাস/৯ম/৭৯।
[১১৬] শিল্প/৮ম/৬১-৬২।
[১১৭] শিল্প/৮ম/৬৩।
[১১৮] শিল্প/৬ষ্ঠ/২২।
[১১৯] শিল্প/৬ষ্ঠ/২২।
[১২০] শিল্প/৬ষ্ঠ/৪৬।

৪৩ পৃষ্ঠায় শ্রেণিকক্ষে একটি 'বৈশাখী মেলা' আয়োজন কিংবা বিদ্যালয়ের আয়োজনে অংশগ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।[১২২]
৭৯-৮২ পৃষ্ঠায় শারোদোৎসব, বাউলের সুর, দাদরা তাল এর সাথে সারগাম এর চর্চা প্রভৃতি শেখানো হয়েছে।[১২৩]
৮৮ পৃষ্ঠায় কাহারবা তালে সারগম চর্চা ও নবান্ন উৎসব উদযাপনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উৎসবে এমন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে, যেখানে থাকবে গান, নাচ, নাটক প্রভৃতি।[১২৪]

#

৮ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের **১১৩** পৃষ্ঠায় আছে চট্টগ্রামের জব্বারের বলীখেলার বিবরণ ও চিত্র। এই খেলাকে উৎসাহিত করে লিখা হয়েছে, "জব্বার মিয়ার বলী খেলা ও বৈশাখী মেলা চট্টগ্রামের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অহংকারে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় লোকজ উৎসব হিসেবে এটিকে বিবেচনা করা হয়।"[১২৫]
৩২ পৃষ্ঠায় মেলা শিরোনামের অধীনে একতারা ও ঢোল-কেন্দ্রিক মেলার ভাটিয়ালি সুরের একটি গানের আসরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[১২৬]
৮ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ৪৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে বৈশাখী মেলার চিত্র।[১২৭]
এক জায়গায় রয়েছে (মানুষের ছবিসহ) নৌকাবাইচ (একটি উৎসব) এর চিত্র।[১২৮]

#

৬০-৬১ পৃষ্ঠায় রয়েছে হিন্দু কবি জীবনানন্দ দাশ ও চারণকবি মুকুন্দদাসের আলোচনা, বরিশাল অশ্বিনীকুমার হলে বরিশাল সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনের সমন্বয়ে শুরু হওয়া বিভাগীয় সাংস্কৃতিক উৎসব ও এ উপলক্ষে পক্ষকাল ব্যাপী লোকমেলা ইত্যাদির আলোচনা।[১২৯]
৬১-৬২ পৃষ্ঠায় রয়েছে উক্ত হলে অনুষ্ঠিত যাত্রা, যাত্রার যন্ত্রী, প্রমটার, যাত্রায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র যথা মন্দিরা, খোল, বাঁশি, ড্রাম, বেহালা, বাংলার ঢোল, তবলা ইত্যাদি, পঞ্চরত্ন কর্তৃক শ্রেণিকক্ষে যাত্রা আয়োজনের প্রত্যয়, মুকুন্দদাসের কালিবাড়ি প্রভৃতি প্রসঙ্গ।[১৩০]
৬৩ পৃষ্ঠায় পুনরাবৃত্ত হয়েছেন বিগত চারণকবি মুকুন্দদাস ও তার প্রথম যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা', তার কালিমন্দিরে চিত্রশিল্পী প্রেমলালের আঁকা কবির ছবি, মুকুন্দ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ।[১৩১]

#

৭১-৭২ পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়েছে কুয়াকাটাস্থ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থান রাখাইন পল্লী, রাসপূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা উৎসব ও তাতে পুণ্যার্থীদের আগমন, বৌদ্ধমন্দির ও তাতে থাকা ধ্যানমগ্ন গৌতমবুদ্ধের (অষ্টধাতু নির্মিত প্রায় সাঁইত্রিশ মণ ওজনের) মূর্তি প্রসঙ্গ।[১৩২]
৬ পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হয়েছে দুর্গাপূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা এবং বড়দিন এর রীতি ও অনুষ্ঠানের তিনটি চিত্র।[১৩৩]
৮ পৃষ্ঠায় ২ টি চিত্রে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।[১৩৪]

নাস্তিকতার তা'লীম :

নাস্তিক, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাসীরা সাধারণত নিজেদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি মনে করে না। সে কারণে তারা নিজেদেরকে প্রকৃতির সন্তান বলে থাকে। পাঠ্যপুস্তকে হুবহু তেমনি একটি ভাষা ব্যবহার করে লিখা হয়েছে, "আমরা প্রকৃতির সন্তান; তাই প্রকৃতির যত্ন নেব।"[১৩৫]

ছায়ানট/নাচ/গান/যন্ত্রসংগীত :

৮ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে গুণগান করা হয়েছে ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতির ধারক ও প্রচারক 'ছায়ানট' সংগঠনের। লিখা হয়েছে, "সংগীতকে অবলম্বন করে বাঙালির সংস্কৃতি সাধনার সমগ্রতাকে বরণ ও বিকাশে ছায়ানট অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ... প্রতিষ্ঠার পর

---

[১২১] শিল্প/৭ম/৩৭।
[১২২] শিল্প/৭ম/৪৩।
[১২৩] শিল্প/৭ম/৭৯-৮২।
[১২৪] শিল্প/৭ম/৮৮।
[১২৫] শিল্প/৮ম/১১৩।
[১২৬] শিল্প/৮ম/৩২।
[১২৭] ইতিহাস/৮ম/৪৯।
[১২৮] ইতিহাস/৮ম/৫০।
[১২৯] শিল্প/৮ম/৬০-৬১।
[১৩০] শিল্প/৮ম/৬১-৬২।
[১৩১] শিল্প/৮ম/৬৩।
[১৩২] শিল্প/৮ম/৭১-৭২।
[১৩৩] শিল্প/৯ম/৬।
[১৩৪] শিল্প/৯ম/৮।
[১৩৫] ইতিহাস/৭ম/১০৭-১০৮।

থেকে এখন অবধি বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত প্রশিক্ষণ ও প্রচারে ছায়ানট নিরলসভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে।"[১৩৬]

বর্ণবাদ/লুথার কিং/চিত্র :

৮ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে মার্টিন লুথার কিং এর বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনকে তার চিত্রসহ তুলে ধরা হয়েছে।[১৩৭]
(অথচ দাসমুক্তি ও বর্ণবাদমুক্তির অগ্রদূত ও অগ্রনায়ক মুহাম্মাদ স. এর নামটি পর্যন্ত আসেনি কোথাও।)

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম :

মাদরাসার ৮ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে, ধর্মনিরপেক্ষতার গুণগান করা হয়েছে।[১৩৮]
অথচ অন্যের ধর্মপালনের সর্বোচ্চ অধিকার দেয়ার পরেও কোন মুসলমান বা মুসলমানের সন্তানের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশংসা করার নেই। কারণ, ইসলাম বলেছে, "আল্লাহর কাছে মনোনীতি একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।"[১৩৯] তাহলে মুসলমান বা মুসলমানের সন্তান কি করে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে?
মুক্তিযোদ্ধারা তাকবীর দিয়ে, আল্লাহর নাম নিয়েই মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের যে সমস্ত চিঠি, ডকুমেন্টারি মওজূদ আছে, তাতে কথায়-কথায় আল্লাহ, রাসূল বলা এবং ধর্মপ্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। নামায পড়ে যুদ্ধে জয়ের দুআর দরখস্ত পাওয়া যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলীলপত্রে এসব দাবির প্রমাণ দেখে নেয়া যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রের কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার নামগন্ধ পর্যন্ত ছিল না। কি ছিল সেখানে? দেখুন–

In order to ensure for the people's of Bangladesh equality, human dignity and social justice.[140]

অর্থাৎ, স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা; সংবিধানের চার নীতি নয়। –দলীলপত্র ৩/৭৪৩।

ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতা :

আর ধর্মনিরপেক্ষতা কোন উপাদেয় খাদ্যও নয়। মাদরাসার জন্য তো নয়ই। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা। যেমন অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে লিখা হয়েছে,

Secularism : the belief that religion should not be involved in the organization of society, education, etc.[141]

অর্থ: ধর্মকে সমাজের সংগঠন, শিক্ষা ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়, এমন বিশ্বাসের নামই হচ্ছে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। –(৮ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩৮২)

বন্ধুত্বের নামে ফ্রি-মিক্সিং : নর-নারীর অবাধ মেলামেশার তা'লীম

৬ষ্ঠ শ্রেণির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ের 'চলো বন্ধু হই' অধ্যায়ের পেছনে খরচ করা হয়েছে ১৬ পৃষ্ঠা (৫৬-৭১)।[১৪২]
৫৭ পৃষ্ঠায় জানানো হয়েছে, "প্রিয় বন্ধু হওয়ার গন্তব্যে পৌঁছাতে আমরা ৬ টি ধাপ পার হব।"[১৪৩]
এর পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোয় এই ছয়টি ধাপ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও দীক্ষা দেয়া হয়েছে। এরপর ধীরে-ধীরে একজন ছাত্র ও ছাত্রী তথা একজন উঠতি যুবক ও যুবতী কিভাবে ঘনিষ্ঠতর এমনকি ঘনিষ্ঠতম হতে পারে, তার বহুমুখী শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেমন,
একই বইয়ের ৬৭ পৃষ্ঠায় বন্ধুত্বকে সফল করার জন্যে একমাস পর 'বন্ধুমেলা উৎসব' করতে বলা হয়েছে।[১৪৪]

www.muslimdm.com

---

[১৩৬] ইতিহাস/৮ম/৮৩।
[১৩৭] ইতিহাস/৮ম/৯৯।
[১৩৮] ইতিহাস/৮ম/১০৭।
[১৩৯] সূরা আলে ইমরান ৩:১৯।
[১৪০] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলীলপত্র, ৩য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ৭৪৩।
[১৪১] Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th Edition, Page: 1382.
[১৪২] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৫৬-৭১।
[১৪৩] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৫৭।
[১৪৪] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৬৭।

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভিভাবককে কিছুক্ষেত্রে দূরে রাখা হয়েছে। যেমন, ৬৯ পৃষ্ঠায় ‘শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ের কাজ’ শিরোনামের অধীনে লিখা হয়েছে, “শিক্ষক অংশগ্রহণ ও কাজ এর ওপর মন্তব্য করবেন। আর অভিভাবক শুধু শিক্ষার্থী তথা তার সন্তানের অনুশীলন অংশের মূল্যায়ন করবেন, কাজের মান মূল্যায়ন করবেন না।”[১৪৫]

৮৯ পৃষ্ঠায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ের বন্ধুত্বের অংশ হিসেবে একত্রে সাইকেল চালানোর ছবি দেয়া হয়েছে। সাইক্লিং স্টার্ট করতে ‘রেডি, সেট, গো’ স্লোগান ব্যবহার করা হয়েছে।[১৪৬]

প্রদত্ত ছবিতে, ওপরের দিকে ডান কর্নারে পারস্পরিক অনুভূতি শেয়ার করার পরামর্শ দিয়ে লিখা হয়েছে, “প্রয়োজনে না বলি, কী চাই তা বলি, অনুভূতি প্রকাশ করি।”[১৪৭]

একটি উঠতি ছেলে ও মেয়েকে একান্তে ও আন্তরিক বিনিময়ের পরিবেশে রেখে ‘অনুভূতি প্রকাশ’ এর পরামর্শ দেয়ার শুভ ও সুন্দর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

<u>ব্যক্তিসীমানার নামে সীমাহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা :</u>

<u>স্বার্থপরতা ও বেআদবীর তা'লীম</u>

৬ষ্ঠ শ্রেণির স্বাস্থ্যসুরক্ষা বইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে গল্প ১ : ব্যক্তিগত সীমানা। এই শিরোনামে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে একটি খেলনা ‘বাবল’ এর সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে।

এখানে লিখা হয়েছে, “এই বাবলের মতোই প্রতিটি মানুষকে ঘিরে একটি অদৃশ্য বাবল থাকে। সেটি হলো আমাদের ব্যক্তিগত সীমানার বাবল।”[১৪৮]

#

৯৪ পৃষ্ঠায় একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীর ছবিকে একটি বৃত্তাকৃতির (বেলুনের মতো) বাবল দ্বারা সীমাবদ্ধ করে এর ব্যাখ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে লিখা হয়েছে, “আমার শরীরের চারপাশে ব্যক্তিগত সীমানা ঘিরে থাকা বাবলে কে প্রবেশ করতে পারবে এবং কে পারবে না, তা নির্ধারণ করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার। --- আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সীমানায় প্রবেশ করার অধিকার কারোরই নেই– হোক সে ছোট, সমবয়সি বা বড়। তাই, কেউ যেন আমার অদৃশ্য বাবল ফুটিয়ে না দেয় সেটি খেয়াল রাখব।”[১৪৯]

<u>ছেলে-মেয়ের পারস্পরিক স্পর্শ ও চুম্বন :</u>

২ পৃষ্ঠা এগিয়ে ৯৬ পৃষ্ঠায় শেখানো হয়েছে, “দুই ধরনের স্পর্শ রয়েছে : নিরাপদ স্পর্শ ও অনিরাপদ স্পর্শ।”[১৫০]

অর্থাৎ একজন বালেগা ছাত্রীকে একজন বালেগ ছাত্র বা যুবক স্পর্শ করতে পারবে, যদি তার নিজের আপত্তি না থাকে।

৯৭ পৃষ্ঠায় বিষয়টিকে আরেকটু পরিষ্কার করে লিখা হয়েছে, “নিরাপদ স্পর্শ আমার ব্যক্তিগত সীমানা ঘিরে থাকা অদৃশ্য বাবল ফুটিয়ে দেয় না।

#

অবশেষে চুমুর তা'লীম দিয়ে লিখা হয়েছে, “আমি হয়তো আমার বন্ধুকে চুমু দিতে দিব না (এর বিপরীতে ‘হয়তো দিব’ কথাটাও কিন্তু থাকে)। তবে সে একই বন্ধুর সাথে হাত ধরে ঘুরতে হয়তো আমার অস্বস্তি লাগবে না।”[১৫১]

(এখানে পরিষ্কারভাবে একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রীকে তার বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে সহপাঠী বা ছেলে বন্ধুর স্পর্শ এবং চুমুকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং এর সূক্ষ্ম উস্কানিও দেয়া হয়েছে। একই ব্যাপার বিপরীত দিক থেকেও।)

<u>মায়ের সাথে বেআদবী :</u>

ইতিপূর্বে শেখানো ব্যক্তিসীমানার প্রয়োগ শুরু হচ্ছে এখান থেকে। ১০২-১০৩ পৃষ্ঠায় জিনিয়ার ঈদের জামার ক্ষেত্রে মায়ের রং বিষয়ক পরামর্শ কিংবা হস্তক্ষেপকে প্রত্যাখ্যান করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এবং গর্বের সাথে জানানো হয়েছে, “জিনিয়া প্রয়োজনে (মায়ের সিদ্ধান্তকে) দৃঢ়ভাবে না বলতে পেরেছে।”[১৫২]

---

[১৪৫] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৬৯।
[১৪৬] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৮৯।
[১৪৭] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৮৯।
[১৪৮] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৯৩।
[১৪৯] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৯৪।
[১৫০] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৯৬।
[১৫১] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৯৭।
[১৫২] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/১০২-১০৩।

বাবার সাথে বেআদবী :

১০৬ পৃষ্ঠায় একজন বাবা তার ষষ্ঠশ্রেণি পড়ুয়া ছেলের ঘরে ঢুকে পড়ায় ছেলে আমিনকে দিয়ে বলানো হচ্ছে, "এরকম হুট করে আমার পিছনে এসে উঁকি দিলে আমার অস্বস্তি লাগে। --- তাই, আমি একা থাকার সময় তুমি যদি আমাকে আগে ডাকো বা আমাকে জিজ্ঞেস করে কাছে আসো, তাহলে আমার ভালো লাগবে।"[১৫৩]

১০৭ পৃষ্ঠায় = আমিনের মাকে দিয়ে বলানো হচ্ছে, "ও এখন বড় হচ্ছে। ওকে নিজের মতো করে সময় কাটাতে দিতে হবে।"[১৫৪]

বেআদবীমূলক আচরণ ও উচ্চারণের কৌশল :

এরপরে, ১১০ পৃষ্ঠায় অন্যের চোখে চোখ রেখে কথা বলার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে, "আমি যখন অন্যদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলব, তখন আমাকে আত্মবিশ্বাস মনে হবে। মনে হবে যে, আমি ভয় পাচ্ছি না বা নিজেকে ছোট করেও দেখি না।"[১৫৫]

#

বলার সময় কেমন এটিচুড ব্যবহার করতে হবে সে ব্যাপারে বলা হয়েছে, "আমার অনুভূতির সাথে স্বর ও অঙ্গভঙ্গির মিল থাকা জরুরি।"[১৫৬]

১১১ পৃষ্ঠায় শেখানো হয়েছে, "অন্যের সাথে কথা বলার সময় 'আমি'/'আমার' শব্দ ব্যবহার করে নিজের চাওয়া, অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করি।"[১৫৭]

কল্পনা করুন তো, একটি সিক্সের বাচ্চা যদি ঘরে-বাইরে এই মনোভাবের চর্চা করে, সমাজের অবস্থা তখন কেমন হবে?

বেআদবীর ক্ষেত্রে বেপরোয়া ও একরোখা হওয়ার তা'লীম :

বেআদবী নিজেই একটি বেপরোয়া চেতনা। তারপরও এর সফল বাস্তবায়নের জন্যে ১১২ পৃষ্ঠায় এর চূড়ান্ত তা'লীম দেয়া হচ্ছে,
"মনে রাখব, অনেকে আমার নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা নিয়ে কষ্ট বা রাগ অনুভব করতে পারে। --- তার কষ্ট বা রাগ অনুভূতির দায়/দোষ আমার না। এ নিয়ে মন খারাপ হতে পারে; কিন্তু ওই মানুষটির অনুভূতির দায়িত্ব তার নিজের।"[১৫৮]

ফ্রি-মিক্সিং এর বিচিত্র ও বহুবর্ণিল তা'লীম :

ফ্রি-মিক্সিংকে প্রোমোট করা ও সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হিসেবেই বোধ হয় নর-নারীর মিশ্রণ বা বিপরীত লিঙ্গের মিশ্রণ-কৌশলকে ব্যবহার করা হয়েছে বইয়ের প্রায় সব জায়গায়। যেমন,

৬ষ্ঠ শ্রেণির এক বইয়ে, সূচিপত্র পৃষ্ঠার নিচে দেয়া হয়েছে মুক্তমাথা ছেলে ও মেয়ের ছবি।[১৫৯]

২১ পৃষ্ঠায় ক্যারম খেলার বিবরণের সাথে ক্রীড়ারত এক কিশোর ও কিশোরীর ছবি যুক্ত করা হয়েছে।[১৬০]

২৪ পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে নির্জনে একজন ছাত্রী ও একজন ছাত্রের দাবা খেলার দৃশ্য।[১৬১]

২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে একজন ছাত্র এবং মুক্তমাথা একজন ছাত্রীর ব্যাডমিন্টন খেলার দৃশ্য।[১৬২]

#

একই পৃষ্ঠায় ৪ টি ছেলে ও ৪ টি মেয়ের একাকার হয়ে দাঁড়ানোর একটি ছবি ব্যবহৃত হয়েছে।[১৬৩]

২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীর কাছাকাছি অবস্থানে যোগাসনে থেকে নাসারন্ধ্র পরিবর্তন করে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করার দৃশ্য।[১৬৪]

---

[১৫৩] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/১০৬।
[১৫৪] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/১০৭।
[১৫৫] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/১১০।
[১৫৬] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/১১০
[১৫৭] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/১১১।
[১৫৮] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/১১২।
[১৫৯] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/সূচিপত্র পৃষ্ঠা।
[১৬০] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/২১।
[১৬১] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/২৫।
[১৬২] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/২৫।
[১৬৩] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/২৫।
[১৬৪] স্বাস্থ্য/৭ম/২৬।

www.muslimdm.com

৭ম শ্রেণির স্বাস্থ্যসুরক্ষা বইয়ের ৮৬ পৃষ্ঠায় রিসোর্স ব্যাংক তৈরি করতে গিয়ে ১১ জন ছেলে ও ১১ জন মেয়েকে দিয়ে হাত ধরিয়ে গোলাকার বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে– যেখানো পাশাপাশি ২ জন ছেলে কিংবা ২ জন মেয়ে নেই, বরং প্রতিটি ছেলে তার উভয় পাশে পাবে ২ টি মেয়ে আর প্রতিটি মেয়ে সুযোগ পাবে তার উভয় পাশের দু'টি ছেলেকে স্পর্শ করার ও তাদের হাত আঁকড়ে ধরার সুযোগ বা অনুভূতি।[১৬৫]

১৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে ৩ টি ছেলে ও ৩ টি মেয়ের দলগত বেলুনখেলা।[১৬৬]

১৪০ পৃষ্ঠায় 'আমি পারি, আমরা পারি' শিরোনামের ব্যানার ধারণের ছবিতে ৪ জন ছাত্রের মাঝখানে দাঁড় করানো হয়েছে ৩ জন ছাত্রীকে। এখানেও প্রতি ২ জন ছাত্রের মাঝে অবস্থান করছে ২ জন ছাত্রী। অর্থাৎ ফ্রি-মিক্সিং এর কালচারটি নানাভাবে, নানা কৌশলে আমাদের সন্তানদেরকে চর্চা করানো হচ্ছে।[১৬৭]

৮ম শ্রেণির বইয়ের ইনারপেজ এর জলছাপ এ আছে ছেলে ও মেয়ের দাবা খেলা চিত্র।[১৬৮]

পৃষ্ঠা ১ এ আমার স্বাস্থ্য আমার সুরক্ষা শিরোনামের অধীনে প্রথমেই আছে ছাত্রীর সাথে ছাত্রের দাবা খেলার চিত্র।[১৬৯]

২৫ পৃষ্ঠায় 'শারীরিক ফিটনেস' চ্যাপ্টারের শুরুতেই আছে রশিটানার দৃশ্য। রশি টানাটানির এক পক্ষে ২ ছাত্রীর মাঝখানে ১ জন ছাত্র। আর অপরপক্ষে, ২ জন ছাত্রের মাঝখানে ১ জন ছাত্রী। শেষোক্ত পক্ষের শেষ ছাত্র, মেয়ের পাশে অবস্থান নিয়ে টুপি পরে রশি টেনে জেতার চেষ্টা করছে। এই পিকচারটি ৫২ নং পৃষ্ঠায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে।[১৭০]

২৮ পৃষ্ঠায় বড় চিত্র দিয়ে একজন ছাত্র আর একজন ছাত্রীর দৌড়ানোর দৃশ্য দেয়া হয়েছে। দৌড়ে মেয়েকে এগিয়ে রাখা হয়েছে।[১৭১]

৩৪ পৃষ্ঠায় নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়াম এর ৭ টি চিত্র দেয়া হয়েছে। এ মধ্যে একটি চিত্রে দেখা যায় একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে একে অন্যের হাত ধরে পেছন দিকে ঝোঁক দিয়ে উভয় উভয়ের পা-কে যৌথভাবে ওপরের দিকে টান করে নমনীয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে।[১৭২]

৪০ পৃষ্ঠায় 'যোগ ব্যায়াম' শিরোনামের অধীনে টুপি পরা ছাত্রের সুখাসন আর স্কার্ফ পরা ছাত্রীর সমাসনের চিত্র দেয়া হয়েছে।[১৭৩]

৪১-৪২ পৃষ্ঠায় ২ ছাত্রের ভদ্রাসন ও বজ্রাসন এবং ২ ছাত্রীর শবাসন ও বৃক্ষাসন এর চিত্র দেখানো হয়েছে।[১৭৪]

১২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে ৩ জন ছাত্রীর মাঝখানে ২ জন ছাত্র বসে মিটিং করার দৃশ্য ও তার সংলাপভিত্তিক বিবরণ।[১৭৫]

৯ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে রয়েছে, নর-নারীর পরস্পর সাক্ষাৎকার; ছেলে-মেয়ের পারস্পরিক পর্যবেক্ষণ (এর ৩ টি চিত্র)।[১৭৬]

৯ম শ্রেণির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় রয়েছে ৩ জন ছাত্রী ও ৪ জন ছাত্রের পারস্পরিক সহযোগিতার একটি দৃশ্য ধারণকারী চিত্র।[১৭৭]

প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ৩ এ রয়েছে স্পেশাল অলিম্পিক ওয়ার্ল্ড গেমস এ বাংলাদেশ এর অংশগ্রহণের একটি চিত্র যাতে রয়েছে ৪ যুবতী ও ৪ যুবকের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা।[১৭৮]

২ পৃষ্ঠায় রয়েছে মিডিয়ার ইতিবাচক প্রচারমূলক কার্যক্রমের একটি ছবি, যেখানে দেখা যায় ৪ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী পরস্পর হাত ধরে বৃত্তাকার হয়ে আছে।[১৭৯]

৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে একটি মেয়ের সফট বল নিক্ষেপের দৃশ্য। এবং একজন প্রবন্ধী ছাত্র ও একজন প্রতিবন্ধী ছাত্রীর হুইল চেয়ারে বাস্কেটবল খেলার দৃশ্য।[১৮০]

৪১ পৃষ্ঠায় গা-ঘেঁষে দাঁড়ানো একজন ছাত্র ও ছাত্রীর ছবি।[১৮১]

৪৫ পৃষ্ঠায় আছে 'অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শে'র মাধ্যমে যৌন ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ একজন উঠতি কিশোরীর জন্যে কাঙ্ক্ষিত স্পর্শের একটি অপশন রাখা হয়েছে।[১৮২]

---

[১৬৫] স্বাস্থ্য/৭ম/৮৬।
[১৬৬] স্বাস্থ্য/৭ম/১৩৫।
[১৬৭] স্বাস্থ্য/৭ম/১৪০।
[১৬৮] স্বাস্থ্য/৮ম/ইনারপেজ ২।
[১৬৯] স্বাস্থ্য/৮ম/১।
[১৭০] স্বাস্থ্য/৮ম/২৫।
[১৭১] স্বাস্থ্য/৮ম/২৮।
[১৭২] স্বাস্থ্য/৮ম/৩৪।
[১৭৩] স্বাস্থ্য/৮ম/৪০।
[১৭৪] স্বাস্থ্য/৮ম/৪১-৪২।
[১৭৫] স্বাস্থ্য/৮ম/১২০।
[১৭৬] ইতিহাস/৯ম/১০।
[১৭৭] স্বাস্থ্য/৯ম/কাভারপেজ ১।
[১৭৮] স্বাস্থ্য/৯ম/কাভারপেজ ৩।
[১৭৯] স্বাস্থ্য/৯ম/২।
[১৮০] স্বাস্থ্য/৯ম/৩৫।
[১৮১] স্বাস্থ্য/৯ম/৪১।

www.muslimdm.com

আরো ফ্রিমিক্সিং/সতর/পর্দা :

১০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ের দলগত যোগাযোগের ওড়না-টুপিবিহীন ছবি। এসব চিত্রেদু'জন মেয়ের পায়ের পুরো নলা উদোম করা। আর দুজন ছেলে হাফপ্যান্ট পরিহিত। মেয়েদের চারজনের জামাই অর্ধ হাফহাতার বা কোয়ার্টারপার্ট বিশিষ্ট।[১৮৩]

১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠায় সমস্যা সমাধানে যোগাযোগ দক্ষতা দেখাতে ব্যবহৃত দু'টি ছবির উভয়টিতে বিপরীতলিঙ্গের যোগাযোগ প্রদর্শিত হয়েছে, সমলিঙ্গে অর্থাৎ ছেলে-ছেলে বা মেয়ে-মেয়ে যোগাযোগের দৃশ্য অনুপস্থিত রাখা হয়েছে।[১৮৪]

১০৫ পৃষ্ঠায় এই যোগাযোগকে আন্তরিক করার উৎসাহ দিয়ে ছন্দ যোগ করা হয়েছে,

"যোগাযোগ যদি হয় আন্তরিক/সমাধান পাবো পছন্দমাফিক।"[১৮৫]

৬ষ্ঠ শ্রেণির বইয়ে গার্লস গাইডস এর কার্যক্রমে অংশহণ করার দৃশ্য দেখাতে গিয়ে এমন চিত্র দেখানো হয়েছে যেখানে মুখোমুখী বসে একজন উদোম মাথার ছাত্রী, আহত ছাত্রের শরীর টাচ করে সেবা দিচ্ছে। (অথচ কাজটি বিপরীত লিঙ্গে না করালেও তো চলে। এই নিষ্প্রয়োজন মিশ্রণেই আমাদের আপত্তি।)[১৮৬]

৭ম শ্রেণির বইয়ে দেয়া হয়েছে শ্রেণিকক্ষে বিতর্কের আয়োজন অনুষ্ঠানের একটি ছবি। যেখানে দু'পাশের দর্শক সারিতেই মেয়ে-ছেলে একাকার হয়ে বসে আছে। একপাশের শেষ বেঞ্চে বসে আছে উদোম মাথার এক ছাত্রীর পাশে টুপিপরা এক ছাত্র।[১৮৭]

প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা-১ এ ওড়নাবিহীন এক ছাত্রী ও টুপিবিহীন এক ছাত্রের ছবি।[১৮৮]

২৮ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ থেকে একজন হিজাবী নারীর মোবাইল-ভিত্তিক অর্থ লেনদেনের দৃশ্য।[১৮৯]

পেশাগ্রহণে পর্দার জলাঞ্জলি :

ট্রাকটর চালনা বা ইটভাঙা নারীর পক্ষে কতোটা গ্রহণযোগ্য?

২৮ পৃষ্ঠায় 'পেশার রূপ বদল' শিরোনামে ট্রাকটর চালক হিসেবে দেখানো হয়েছে মাঝ বয়সী এক নারীকে।[১৯০]

৩৩-৩৪ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে ২৮ পৃষ্ঠার ছবিটিসহ যথাক্রমে পুরাতন ও নতুন পেশার কমপক্ষে ১৫ টি চিত্র যেসবের প্রায় প্রত্যেকটিতে নারী, পুরুষ ও প্রাণীর ছবি রয়েছে।[১৯১]

৪০ পৃষ্ঠায় রয়েছে সংপুক ম্রো এক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারী-উদ্যোক্তার মাথাখোলা ছবি।[১৯২]

নগ্নতা ও অশ্লীলতা :

৭ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ৫৭ পৃষ্ঠায় আছে গৌড়ের শাসক শশাঙ্কের 'গন্ডক' ও 'কাকিনী' নামের দুটো ধাতব মুদ্রার ছবি– যার একটিতে খোদাইকৃত রয়েছে গরুর মূর্তি, অন্যটিতে রয়েছে প্রাপ্তবয়স্কা এক ল্যাংটা বা উলঙ্গ নারীর অশালীন মূর্তি।[১৯৩]

৮ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ৬৮ পৃষ্ঠায় আছে গুপ্তযুগের দুটি সোনার মুদ্রার চিত্র, যাতে রয়েছে সম্ভবত উলঙ্গ নর-নারীর ড্যান্সের দৃশ্য।[১৯৪]

৭৬ পৃষ্ঠায় আছে 'পালযুগে তালপাতায় লিখিত ও চিত্রিত বৌদ্ধধর্মীয় বইয়ের চিত্র ও লেখা।' (এতে রয়েছে নারীর প্রায় উলঙ্গ ছবি)।[১৯৫]

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা :

প্রতিটি সম্প্রদায়ই আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আলাদা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই একটি সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়কে, একটি জাতিকে অন্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র মনে করা হয়। অবলম্বিত এ স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমেই আদর্শগত পার্থক্য সূচিত হয় এবং পরিণামগত পার্থক্য নির্ণিত হয়। মহানবী স. ইরশাদ করেছেন,

১. যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[১৯৬]

---

[১৮২] স্বাস্থ্য/৯ম/৪৫।
[১৮৩] জীবন/৬ষ্ঠ/১০২।
[১৮৪] জীবন/৬ষ্ঠ/১০৩-১০৪।
[১৮৫] জীবন/৬ষ্ঠ/১০৫।
[১৮৬] জীবন/৬ষ্ঠ/৮৩।
[১৮৭] জীবন/৭ম/৮৩।
[১৮৮] জীবন/৭ম/কাভারপেজ ১।
[১৮৯] জীবন/৭ম/২৮।
[১৯০] জীবন/৬ষ্ঠ/২৮।
[১৯১] জীবন/৬ষ্ঠ/৩৩-৩৪।
[১৯২] জীবন/৬ষ্ঠ/৪০।
[১৯৩] ইতিহাস/৭ম/৫৭।
[১৯৪] ইতিহাস/৮ম/৬৮।
[১৯৫] ইতিহাস/৮ম/৭৬।

www.muslimdm.com

২. যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদী ও নাসারাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না।[১৯৭]
৩. যে ব্যক্তি মানুষদেরকে জাহিলী যুগের (অমুসলিম) সংস্কৃতি ও রীতি-নীতির দিকে ডাকে, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত; যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং ধারণা করে যে, সে মুসলিম।[১৯৮]
৪. তোমরা পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের থেকে ব্যতিক্রম কর।[১৯৯]

অথচ, ৯ম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ৮৮ পৃষ্ঠায় শেখানো হয়েছে, "বৈচিত্র্য আর ভিন্নতাকে অস্বীকার করতে গিয়েই আমরা ইতিহাসে সাধারণীকরণের সংকটে পড়ি। এই সংকট থেকে আমাদের অবশ্যই বের হতে হবে। পরিচয়, পেশা, শিক্ষা, কাজের ধরন, পোশাক, কথা বলা, ভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি কোনো কারণেই কাউকে আলাদা মনে করা ঠিক নয়। --- আমাদের হাত ধরেই বৈচিত্র্যকে বরণ করে নেওয়ার সুন্দর সংস্কৃতি আমাদের দেশে এবং দেশের গন্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর সবখানে চালু হবে।"[২০০]

ইসলামী পোশাকের নীরব অবমাননা :

১

৬ষ্ঠ শ্রেণির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ে একটি স্বাস্থ্যমেলার ধারণা দিতে গিয়ে এমন একটি চিত্র দেয়া হয়েছে যেখানে লম্বা জুব্বা পরিহিত একমাত্র ব্যক্তি/ছাত্রকে একটি মেয়ের থেকে কিছু কিনতে দেখা যায়।[২০১]

২

৪০ পৃষ্ঠায় 'যোগ ব্যায়াম' শিরোনামের অধীনে টুপি পরা ছাত্রের সুখাসন আর স্কার্ফ পরা ছাত্রীর সমাসনের চিত্র দেয়া হয়েছে।[২০২]
লক্ষ্যণীয়: এখানে ইসলামী পোশাকে হিন্দুদের যোগব্যায়াম করানো হচ্ছে।

৩

এক বইয়ের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় আছে হেঁটে-হেঁটে প্রদর্শনরত উদোম মাথার ৩ টি মেয়ে ও ৩ টি ছেলের ছবি। এই জনসমষ্টির একদম পেছনে আছে পাজামা, খাটো পাঞ্জাবী এবং টুপি পরিহিত একজন ছাত্রের ছবি।[২০৩]

বয়ঃসন্ধিকালের নগ্ন ও আপত্তিকর বিবরণ :

৬ষ্ঠ শ্রেণির বাচ্চাদের বইয়ে, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তনের ধারণা দিতে গিয়ে বলা হয়ছে, "শরীরের গঠন প্রাপ্তবয়স্কদের মতো হয়। শরীরের নানা জায়গায় লোম গজায়। মাংসপেশি দৃঢ় হয়। বীর্যপাত হয়।"[২০৪]
মেয়েদের পরিবর্তনের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখা হয়েছে, "শরীর ভারী হয় ও বিভিন্ন অংশের আকৃতি পরিবর্তন হয়। মাংসপেশি সুগঠিত হয়। ঋতুস্রাব (মাসিক) শুরু হয়।"[২০৫]
এ সময়ের মানসিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে = "কিশোর কিশোরীদের পরস্পরের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি হয়।"[২০৬]
বীর্যপাত সংক্রান্ত ভুল ধারণা ভাংতে গিয়ে জানানো হয়েছে, "বয়ঃসন্ধিকালে সকল কিশোরেরই বীর্যপাত হয়।"[২০৭]

#

বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের যত্ন ও পুষ্টি শিরোনামে লিখা হয়েছে, "বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের শরীরে বেশি ঘাম হয়। --- মাসিকের সময় সাধারণত পরিষ্কার কাপড়, তুলা বা স্যানিটারি ন্যাপকি/প্যাড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। --- ব্যবহৃত কাপড় বা স্যানিটারি ন্যাপকি দিনে

---

[১৯৬] আহমাদ, আবূ দাউদ; মিশকাত/৪১৫৩।
[১৯৭] তিরমিযী; মিশকাত/৪৪৪৪।
[১৯৮] মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী; মিশকাত/৩৫২৫।
[১৯৯] বুখারী/৫৫৫৩।
[২০০] ইতিহাস/৯ম/৮৮।
[২০১] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৩০।
[২০২] স্বাস্থ্য/৮ম/৪০।
[২০৩] স্বাস্থ্য/৮ম/কাভারপেজ ১।
[২০৪] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৪৭।
[২০৫] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৪৭-৪৮।
[২০৬] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৪৭-৪৮।
[২০৭] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৪৮।

www.muslimdm.com

৩-৫ বার পরিবর্তন করা (নিয়ম)। ধোয়া কাপড় অবশ্যই রোদে, বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে শুকানো। --- অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, ঝোপঝাড় বা গাছে এই কাপড় শুকানো অস্বাস্থ্যকর। সেক্ষেত্রে সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যায়। --- অতিরিক্ত কাপড় বা প্যাড কাগজে মুড়ে স্কুল ব্যাগে রেখে দেওয়া যেতে পারে। হঠাৎ স্কুলে থাকাকালীন মাসিক শুরু হলে এটি সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হতে পারে।"[২০৮]

"বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের শরীরে বীর্য উৎপাদন শুরু হয়। শরীরের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বীর্য কখনো কখনো আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে।"[২০৯]

#

৫৫ পৃষ্ঠায় বয়ঃসন্ধিকালে ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখা হয়েছে, "বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়, দাড়ি-গোঁফ গজায় এবং মেয়েদের স্তনের বিকাশ হয়। --- ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যপাত এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক হলে তার স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনা জানা না থাকার কারণে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জা কাজ করে। --- অস্বস্তি শেয়ার করতে না পারার ফলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। -- এ সময় স্বাভাবিকভাবেই ছেলে-মেয়েরা একে অন্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এর ফলে কারও কারও মধ্যে আচরণে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।"[২১০]

৫৬ পৃষ্ঠায় যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন উপশিরোনামে 'অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শ'কে নেতিবাচকভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে আরেকটি কাঙ্ক্ষিত স্পর্শের সুযোগ অবারিত করে দেয়া হয়েছে।[২১১]

#

৮ম শ্রেণির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ের ৭৪ পৃষ্ঠায় এসেছে সাথী নামের মেয়ের ঋতুস্রাব ও তা নিয়ে মানসিক অশান্তির গল্প (গল্প ১)।[২১২]

৭৫ পৃষ্ঠায় এসেছে নিশি নামের ছাত্রীর জুডো শেখার আগ্রহ আর এ নিয়ে বাবা-মায়ের সাথে কথা বন্ধ করে দেয়া এবং মনোমালিন্যের বিবরণ (গল্প ৩)।[২১৩]

পূর্বের প্রেক্ষাপটের প্রতিকারের বাহানায় ৭৭ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে মাসিক তথা ঋতুস্রাবের আলাপ।[২১৪]

৭৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে নারীর পিসিওএস সমস্যা এবং এর ফলে পরবর্তীতে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা কতোটা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে, সেই বিষয় নিয়ে।[২১৫]

<u>বাংলাদেশ নয়, যুক্তবঙ্গ !:</u>

৯ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠায় বাংলাদেশকে ভারতের কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সাথে একাকার করে দেখা হয়েছে তথা স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, লিখা হয়েছে, "ধারণা হিসেবে 'বাংলাদেশ' কখন বঙ্গবন্ধুর মাথায় এলো? এরকম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালির এক দেশ। বাঙালিরা এক হলে কী না করতে পারত। তারা জগৎ জয় করতে পারত।"[২১৬]

(অথচ হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা আমাদেরকে বাঙালি বলে স্বীকারই করেন না বা করতে চান না; যেমন: শরৎচন্দ্র।)

একই বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে, "বাঙালি জাতীয়তাবাদ-এর রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামো থেকে বাংলাদেশকে তিনি স্বাধীন করেছেন। অথচ স্বাধীনতা অর্জনের এক বছরের মধ্যেই ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করার রণকৌশল হিসেবেই আমি জাতীয়তাবাদী দর্শন অনুসরণ করেছি। এই মতবাদ কার্যকর হলে আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের ভাবীকালের মানুষ ক্রমে ক্রমে জাতীয়তাবাদের গন্ডি পার হয়ে উত্তীর্ণ হবে বিশ্বমানবতাবাদী উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে।"[২১৭]

এই উক্তিগুলো দ্বারা বর্তমানে আমরা কি চাই, তা বিবেচনা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। এ ধরনের উক্তিকে সামনে এনে বাচ্চাদেরকে আমরা কি শেখাতে চাচ্ছি?

<u>মুসলিম ইতিহাসের উৎসকে প্রত্যাখ্যান :</u>

---

[২০৮] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৪৯।
[২০৯] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৪৯।
[২১০] স্বাস্থ্য/৭ম/৫৫।
[২১১] স্বাস্থ্য/৭ম/৫৬।
[২১২] স্বাস্থ্য/৮ম/৭৪।
[২১৩] স্বাস্থ্য/৮ম/৭৫।
[২১৪] স্বাস্থ্য/৮ম/৭৭-৮৬।
[২১৫] স্বাস্থ্য/৮ম/৭৯।
[২১৬] ইতিহাস/৯ম/৩৮।
[২১৭] ইতিহাস/৯ম/৪৪।

www.muslimdm.com

৮৭ পৃষ্ঠায় মুসলিম ইতিহাসের কিছু উৎসকে হেয় ও বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন ‘দরবারি ইতিহাসের অসুবিধা বা সমস্যা’ শিরোনামে লিখা হয়েছে, “ভারতীয় উপমহাদেশ এবং বাংলার ক্ষেত্রে যেসব লিখিত উৎস পাওয়া যায় তার অধিকাংশই নানান পর্যটক এবং রাজদরবারে বসে লেখা। এসব লেখায় রাজাদের গুণকীর্তন বেশি থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের কথা খুব কমই জানা যায়। আর এই রাজা-বাদশাহদের গুণকীর্তনকেই দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইতিহাস বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই চলেছে ১৮০০ সাল পর্যন্ত।”[২১৮]
(১৮০০ সাল পর্যন্ত মোটামুটি ৬০০ বছর ভারতকে শাসন করেছে মুসলিমরাই। সুতরাং পরিষ্কারভাবেই এখানে প্রধানত মুসলিম শাসক, আবদুল কাদির বদায়ূনীর মত ঐতিহাসিক ও ইবনে বতুতার মতো পর্যটকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।)

রাগদমনের পদ্ধতি !:

রাগদমনে নবীজী স. এর শেখানো পদ্ধতি হচ্ছে– ১. তাআওউয বা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজীম পড়া। ২. সৃষ্টিকর্তার ক্রোধ থেকে বাঁচার খেয়ালে ধৈর্যের সাথে নীরবতা অবলম্বন, ৩. উযূ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির খেয়ালে ধৈর্য ধরার চেষ্টা (মুসনাদে আহমাদ) প্রভৃতি।
হযরত আবূ যার রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ আসলে যেন ব্যক্তি বসে পড়ে। এতে রাগ চলে গেলে ভাল। না গেলে যেন সে শুয়ে পড়ে।[২১৯]
অথচ এসবের পরিবর্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণির বইয়ে হঠাৎ রাগ এর প্রতিকার হিসেবে লিখা হয়েছে, “* ৩-৫ বার নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নেওয়া ও ধীরে ধীরে ছেড়ে দেওয়া। * ৫০-১ পর্যন্ত উল্টাভাবে গোনা। * স্থান পরিবর্তন করা। * বেশি পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলা। * ছবি এঁকে অনুভূতি প্রকাশ করা। * নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বস্ত কারোর সঙ্গে মনের কথা খুলে বলা।”[২২০]

খেলাধুলার নামে অশালীনতা ও বেপর্দেগীর তা'লীম :

৬ষ্ঠ শ্রেণির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ের প্রচ্ছদে দেয়া হয়েছে খেলাধুলা ও লম্ফরত ৪ জন প্রাপ্তবয়স্কা ছাত্রীর চুলখোলা ছবি।[২২১]
১২ পৃষ্ঠায় ‘স্ট্যান্ডিং এলবো টু নী ক্রানসেজ’ নামের সরঞ্জাম বিহীন (৩ নং) ব্যায়াম দেখাতে গিয়ে বেনী করা ও স্কিন টাইট পোশাক পরিহিতা একটি কিশোরীর ব্যায়ামের ৩ অবস্থার ৩ টি চিত্র দেয়া হয়েছে, যা ইসলাম এবং শালীনতার দৃষ্টিতে আপত্তিকর।[২২২]
#
১৯ পৃষ্ঠায় উদোম মাথার ৫ জন মেয়ের কাবাডি খেলার একটি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।[২২৩]
ইচিং বিচিং খেলার বিবরণ দিতে গিয়ে ২০ পৃষ্ঠায় ৩ জন মেয়ের খেলারত ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে চুলখোলা এক কিশোরীর উচ্চলাফ এর চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।[২২৪]
#
মাসিক সম্পর্কে ভুল ধারণার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, “এ সময় কোনো কাজ বা খেলাধুলা করা যাবে না। বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না।” পাশাপাশি সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে লিখা হয়েছে, “স্বাভাবিক কাজকর্ম ও খেলাধুলা করাতে কোনো সমস্যা নেই। বাড়ির বাইরে যেতে কোনো অসুবিধা নেই।”[২২৫]
(নিঃসন্দেহে এখানে সূক্ষ্মভাবে পর্দা ও ইসলামী শালীনতার গণ্ডি থেকে বের করে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।)
#
৭ম শ্রেণির বইয়ের প্রচ্ছদে দেয়া হয়েছ ওড়নাবিহীন ১ ছাত্রী ও চুলখোলা ১ ছাত্রীর ছবি, পাশাপাশি আরও অনেক ছেলে-মেয়ের ছবি।[২২৬]
১৯ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে র‍্যাকেট খেলারত চুলখোলা মেয়ের ছবি।[২২৭]
২৭ পৃষ্ঠায় ‘চলো নকশা হই’ শিরোনামের অধীনে আছে শাড়ি পরিহিতা ১০ জন ছাত্রী মিলে শাপলা ফুল তৈরির দৃশ্য।[২২৮]
#

www.muslimdm.com

[২১৮] ইতিহাস/৯ম/৮৭।
[২১৯] আহমাদ, তিরমিযী; মিশকাত/৪৮৮৭।
[২২০] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৫০।
[২২১] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/কাভারপেজ ১।
[২২২] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/১২।
[২২৩] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/১৯।
[২২৪] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/১৯-২০।
[২২৫] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৪৭-৪৮।
[২২৬] স্বাস্থ্য/৭ম/কাভারপেজ ১।
[২২৭] স্বাস্থ্য/৭ম/১৯।
[২২৮] শিল্প/৭ম/২৭।

৮ম শ্রেণির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ের ৭৫ পৃষ্ঠায় এসেছে নিশি নামের ছাত্রীর জুডো শেখার আগ্রহ আর এ নিয়ে বাবা-মায়ের সাথে কথা বন্ধ করে দেয়া এবং মনোমালিন্যের বিবরণ (গল্প ৩)।[২২৯]
২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে ওড়নাবিহীন একজন ছাত্রীর ব্যাডমিন্টন তৎপরতার দৃশ্য।[২৩০]
৩৬ পৃষ্ঠায় আছে হকি খেলারত এক ছাত্রীর ছবি।[২৩১]

<u>খেলা আর খেলা : খেলাকে বানানো হয়েছে জীবনের মুখ্য বিষয়</u>

খেলাকে ইসলাম পেশা হিসেবে নিতে অনুমোদন দেয় নি কিংবা মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়াকেও বরদাশত করেনি। অথচ, মাদরাসার বইয়ে দেয়া হয়েছে লুডো ও সাপ লুডো খেলার বিবরণ দেয়া হয়েছে।[২৩২]
ইনারপেজ-২ এ রয়েছে ফুটবলার এবং ব্যাটিংরত ক্রিকেটার এর ছবি।[২৩৩]
একটি ছবির ক্যাপশনে লিখা হয়েছে, "বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয়।"[২৩৪]
#
২১-২৪ পৃষ্ঠায় আছে কিছু প্রচলিত ইনডোর ও আউটডোর খেলার বিবরণ। যেমন: বউচি, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা, দাবা, ব্যাডমিন্টন।[২৩৫]
২৫-২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে মন ও শরীরের চাপ কমানো ও আরাম অনুভব করার জন্য কিছু ব্যায়াম এর দৃশ্য ও তার বিবরণ। যেমন : অনুরণিত শ্বাস-প্রশ্বাস, অ্যাবডোমিনাল ব্রিদিং, ভ্রমরী শ্বাস-প্রশ্বাস, নাসারন্ধ্র পরিবর্তন করে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, পেশি শিথিলকরণ।[২৩৬]
২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীর কাছাকাছি অবস্থানে যোগাসনে থেকে নাসারন্ধ্র পরিবর্তন করে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করার দৃশ্য।[২৩৭]
#
২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে খেলাধুলার প্রভাব নিয়ে দলগত আলোচনা ও উপস্থাপন প্রসঙ্গ।[২৩৮]
২৮ পৃষ্ঠায় আরও আছে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রসঙ্গ।[২৩৯]
৩৩ পৃষ্ঠায় খেলাধুলার পরিকল্পনা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৪০]
২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে ওড়নাবিহীন একজন ছাত্রীর ব্যাডমিন্টন তৎপরতার দৃশ্য।[২৪১]
৩৬ পৃষ্ঠায় আছে হকি খেলারত এক ছাত্রীর ছবি।[২৪২]

<u>দাঁড়ি-গোঁফ শেভ করার কৌশলগত উস্কানি :</u>

৭ম শ্রেণির বইয়ের এক গল্পে, কৌশলে গোঁফ-দাড়ি শেভ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে দেখলে এটাকে উস্কানিও বলা যায়। যেমন, বলা হয়েছে, "সজীব সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। শরীর বেশ বেড়ে উঠেছে। দেখতে বড়দের মতোই মনে হয়। কিন্তু তার দাড়ি-গোঁফের কোনো লক্ষণ নেই। অথচ সজীবের বন্ধুদের দাড়ি-গোঁফের রেখা ফুটে উঠেছে। কেউ কেউ তো সেলুনেও যাচ্ছে। এটা নিয়ে সজীবের অনেক মন খারাপ।"[২৪৩]
৫৭ পৃষ্ঠায় কৈশোরের ভুল ধারণা নিরসন করতে গিয়ে আবারও দাড়ি শেভ করার পরোক্ষ উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং দাড়িকে একটি আতংকের বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। ভুল ধারণার তালিকায় লিখা হয়েছে, "বারবার সেলুনে চুল-দাড়ি কামালে মুখে দাড়ি উঠবে।"

www.muslimdm.com

[২২৯] স্বাস্থ্য/৮ম/৭৫।
[২৩০] স্বাস্থ্য/৯ম/২৯।
[২৩১] স্বাস্থ্য/৯ম/৩৬।
[২৩২] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/২১-২২।
[২৩৩] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/ইনারপেজ ২।
[২৩৪] স্বাস্থ্য/৭ম/কাভারপেজ ৩।
[২৩৫] স্বাস্থ্য/৭ম/২১-২৪।
[২৩৬] স্বাস্থ্য/৭ম/২৫-২৭।
[২৩৭] স্বাস্থ্য/৭ম/২৬।
[২৩৮] স্বাস্থ্য/৭ম/২৮।
[২৩৯] স্বাস্থ্য/৭ম/২৮।
[২৪০] স্বাস্থ্য/৭ম/৩৩।
[২৪১] স্বাস্থ্য/৯ম/২৯।
[২৪২] স্বাস্থ্য/৯ম/৩৬।
[২৪৩] স্বাস্থ্য/৭ম/৫৩/গল্প ১।

আর এর বিপরীতে সঠিক ধারণা দিয়ে বলা হয়েছে, “এক একজনের চুল-দাড়ি ওঠার সময় ও ধরন এক এক রকম। বারবার সেলুনে চুল-দাড়ি কামানোর সাথে এর সম্পর্ক নেই।”[২৪৪]
তার মানে, ভুলেও যেন কেউ দাড়িতে অভ্যস্ত না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার পরম প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

পর্দাকে নেতিবাচক ও ক্ষতিকর হিসেবে দেখানো :

একটি গল্পে ছাত্রীদের পক্ষে পর্দা ও হিজাব মেইন্টেইন করাকে প্রকারান্তরে পড়াশোনা বন্ধ হওয়া ও বাল্যবিয়ের উগ্র কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। গল্পের ভেতরে অংশগ্রহণকারী দু'টো পরিবারেরই কর্তা এবং গৃহিণীদেরকে গোঁড়া ও গোঁয়ার হিসেবে দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরিবার ও সমাজ-বিদ্বেষী হওয়ার অকারণ উস্কানিও দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,
“অন্তরা (ছাত্রী/মেয়ে) ও ফাহিম (ছাত্র/ছেলে) উভয়েই সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাদের বাড়ি একই গ্রামে, কিন্তু তারা দুজন ভিন্ন স্কুলে পড়ে। নিজ নিজ শ্রেণিতে তারা দুজনেই প্রথম। ওরা অত্যন্ত মেধাবী, বিনয়ী ও নম্র। ওদের সবাই খুব ভালোবাসে ও স্নেহ করে। প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াতের পথে তাদের দেখা হয়, মাঝে মাঝে কথা হয়। এভাবেই তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিন অন্তরার এক আত্মীয় তাদের কথা বলার সময় দেখে ফেলেন। তিনি অন্তরার বাবাকে বিষয়টি জানান। ফলে বাবা-মা অন্তরার উপর রেগে ওঠেন। তারা বকাঝকা, মারধর এমনকি অন্তরার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তারা বললেন, এবার বিয়ে দিয়ে দেবেন। অথচ অন্তরা এই আত্মীয়ের দ্বারাই মাঝে মাঝে আপত্তিকর আচরণের শিকার হয় কিন্তু ভয়ে তার মা-বাবাকে কিছু বলতে পারেনি।”[২৪৫]

হিজাব বনাম বাল্যবিয়েকে হারামকরণ :

ইসলামে অকারণ বাল্যবিয়েকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, নিষিদ্ধ করা হয় নি। কারণ, ডাক্তারি বিদ্যাতেও কখনো-কখনো অল্পবয়সে বিয়ে জরুরী হয়ে পড়ে। নবীজী স. নিজে হযরত আয়েশা রা. কে ৬/৯/১৪/১৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন, বাল্যবিয়েকে খারাপ চোখে দেখার তৎকালীন কুসংস্কারকে ভেঙে দেয়ার জন্যে। অথচ, এমন একটি বিষয়ের প্রতি চরম ঘৃণা তৈরির চেষ্টা করে, একজন গর্ভবতী বধূর ছবি দিয়ে মাদরাসা ও স্কুলের ৭ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে লিখা হয়েছে,
“ওপরের ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছি? হ্যাঁ, এগুলো বাল্যবিবাহের ছবি। অপরিণত বয়সে বিয়ে করাই হচ্ছে বাল্যবিবাহ। আমাদের দেশে অনেক ছেলে-মেয়ের কৈশোরেই বিয়ে হয়ে যায়। কিছু অভিভাবকের মাঝে তাদের ছেলেমেয়েদের খুব কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বাংলাদেশে বিবাহ নিবন্ধন আইন অনুসারে ২১ বছরের কম বয়সি একজন ছেলে এবং ১৮ বছরের কমবয়সি একজন মেয়ের বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ।”[২৪৬]

#

৬৫ পৃষ্ঠায় বন্ধু বা বান্ধবীর বাল্যবিবাহ রোধ করার উপায় শেখাতে লিখা হয়েছে, “এলাকায় কোনো বাল্যবিবাহ হতে দেখলে বা শুনলে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বা চেয়ারম্যান, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কমিশনার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক্ষা অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা তথ্যসেবা কর্মকর্তা (তথ্য আপা), নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যেকোনো একজনকে জানাতে পারি। তিনি ঐ বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।”[২৪৭]
অথচ ইসলামে হারামকে হালাল জানলে, একইভাবে হালালকে (যেমন, বাল্যবিয়ে) হারাম জানলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। এতোবড় গুরুতর ব্যাপারটিকে আমরা পাত্তাই দিচ্ছি না।

পারিবারিক দ্বন্দ্বের ৩ টি উদাহরণ :

ইন্ডিয়ান টিভি-চ্যানেলের সিরিয়াল নাকি পারিবারিক দ্বন্দ্বপ্রধান। পাঠ্যবইয়ে দেখানো হয়েছে এই পারিবারিক দ্বন্দ্ব। এর দ্বারা আমরা কি অর্জন করতে চলছি? দেখুন–

১

৮ম শ্রেণির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ের ৭৫ পৃষ্ঠায় এসেছে নিশি নামের ছাত্রীর জুডো শেখার আগ্রহ আর এ নিয়ে বাবা-মায়ের সাথে কথা বন্ধ করে দেয়া এবং মনোমালিন্যের বিবরণ (গল্প ৩)।[২৪৮]

২

[২৪৪] স্বাস্থ্য/৭ম/৩৩।
[২৪৫] স্বাস্থ্য/৭ম/৫৩/গল্প ২।
[২৪৬] স্বাস্থ্য/৭ম/৬৩।
[২৪৭] স্বাস্থ্য/৭ম/৬৫।
[২৪৮] স্বাস্থ্য/৮ম/৭৫।

১০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে ৮ম শ্রেণির ছাত্রী মানালীর দাবা খেলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্নের কথা। এ নিয়ে বাবার সাথে তার মানসিক দ্বন্দ্বের দৃশ্য সামনে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, "বাবা বলেন, তোমার ভাইয়ের মতো মনোযোগ দিয়ে পড় যাতে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পার।' কিন্তু মানালী চায় দাবা খেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। --- কিন্তু নিজের ইচ্ছে পূরণ না হলেও সে খুব দুঃখ পাবে।"[২৪৯]

৩

১১৭ পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে আরেকটি পারিবারিক দ্বন্দ্ব। ঘটনার বিবরণ এরকম, "নাইপ্রু অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে একটু একা নিজের মতো সময় কাটাতে পছন্দ করে। সে গল্পের বই পড়তে খুব পছন্দ করে। কিন্তু তার বাবা মায়ের এটা পছন্দ না। এ নিয়ে কিছুদিন ধরে বাবা-মায়ের সাথে তার রাগারাগি হচ্ছে।"[২৫০]

স্পেশাল ফ্রি-মিক্সিং, মুসলিম ছাত্রী ও অমুসলিম ছাত্রের বন্ধুত্ব : ৩ টি দৃষ্টান্ত

১। পঙ্কজ + রাহেলার আবেগের গল্প = ১০২ পৃষ্ঠায় গল্প ২ এ দেখানো হয়েছে হিন্দু ছেলে পঙ্কজ এর সাথে মুসলিম মেয়ে রাহেলার বন্ধুত্ব ও তার দাবি-দাওয়া আদায় এবং পরবর্তী রিঅ্যাকশন। লিখা হয়েছে, "ক্লাসে পঙ্কজ রাহেলার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। --- পঙ্কজকে নিষেধ করতে গেলে রেগে যেতে পারে এই আশংকায় রাহেলা (পঙ্কজের সাথে) পিকনিকে গেল।[২৫১]

২। সঞ্জয় + আমেনার মাসিক বিষয়ক বই সংগ্রহের প্ল্যান = একই বইয়ের ১০৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে হিন্দু ছেলে সঞ্জয় ও মুসলিম মেয়ে আমেনার গল্প (গল্প ৪)। তাতে মাসিক বিষয়ক বই সংগ্রহ করে পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করার আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে। লিখা হয়েছে, "সঞ্জয় ও আমেনা অষ্টম শ্রেণিতে ওদের সেকশনের ক্লাস ক্যাপ্টেন। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ওরা একসাথে পড়ছে, একই সাথে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা' বিষয়ের সেশনগগুলোর মাধ্যমে জেনেছে। --- সঞ্জয়, আমেনা ও ওদের কয়েকজন বন্ধু মিলে আলোচনা করেছিল, স্কুলের পাঠাগারে অন্যান্য বইয়ের সাথে এ বিষয়ক কিছু বই থাকলেও ভালো হতো।"[২৫২]

৩। চন্দন + রাহেলার মনোবন্ধুত্ব = ৯ম শ্রেণির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ের ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায়, কোন এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম মেয়ে রাহেলাকে হিন্দু ছেলে চন্দনের মনোবন্ধু বানানো হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে, "আমরা কি চাই, এমন 'মনোবন্ধু' হতে? তাহলে তো আমাদের শিখতে হবে মনোবন্ধু হতে কী কী শেখা ও করা প্রয়োজন।"[২৫৩]

ব্যাপারটিকে কোনভাবেই কি একসিডেন্ট বা কাকতালীয় বলবার সুযোগ আছে? তিনটি জায়গায়ই পাত্রী মুসলিম আর পাত্র হিন্দু! খেয়াল করলে যে কেউ বুঝবে যে, হিন্দুদের মিশন বাস্তবায়নের মাধ্যম বানানো হয়েছে বাংলাদেশের মুসলমানদের, এমনকি মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তককে।

মাদরাসার বইয়ে জানার বিষয় : লোক চিত্রকলা, লোকগান, লোকনাচ!

৮ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের শুরুতে সূচিপত্রের আগে 'প্রিয় শিক্ষার্থী' শিরোনামের অধীনে লিখা রয়েছে, "আবহমান কাল থেকে নদীমাতৃক বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে নদী কেন্দ্রিক বৈচিত্র্যে ভরা সংস্কৃতি। পঞ্চরত্নের (৫ জন শিক্ষার্থীর একটি গ্রুপ) সাথে এ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে জানব। প্রতি বিভাগে ভ্রমণে আমাদের জানার বিষয়গুলো হবে লোক চিত্রকলা, লোকগান, লোকনাচ, মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।[২৫৪]

এগুলো কি মাদরাসার ছাত্র কিংবা মুসলমানের সংস্কৃতি? :

পাঠ্যবইয়ের ভূমিকায় আরও লিখা হয়েছে, "যাত্রাপথে আমরা আমাদের আগ্রহ আর পছন্দের ভিত্তিতে আঁকব, গড়ব, নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয় করব। স্থানীয় লোকসংস্কৃতির চর্চা করব। এ বইতে মোট নয়টি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের সংস্কৃতিকে জানব, চর্চা করব আর দেশকে ভালোবাসব।"[২৫৫]

আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে, নাচ-গান কি ইসলাম বা মুসলমানের সংস্কৃতি?

[২৪৯] স্বাস্থ্য/৮ম/১০২।
[২৫০] স্বাস্থ্য/৮ম/১০৭।
[২৫১] স্বাস্থ্য/৮ম/১০২।
[২৫২] স্বাস্থ্য/৮ম/১০৩।
[২৫৩] স্বাস্থ্য/৯ম/৯৭-৯৮।
[২৫৪] শিল্প/৮ম/ভূমিকা: প্রিয় শিক্ষার্থী।
[২৫৫] শিল্প/৮ম/ভূমিকা : প্রিয় শিক্ষার্থী।

শিল্পকলা পরিবারের ৯ সদস্য :

ইসলামী সংগীত বা নাত/হামদ এর প্রসঙ্গ কোথায়?

৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের ৩৩ পৃষ্ঠায়, 'আমাদের শিল্পকলা পরিবার' এই শিরোনামে আছে আলোকচিত্র, সংগীত, ভাস্কর্য বা মূর্তি, চলচ্চিত্র, নৃত্য, অভিনয়, চিত্রকলা, মৃৎশিল্প, স্থাপত্য, এই ৯টি বিষয়ের নাম।[২৫৬]

এখানে সাধারণভাবে সংগীত বলা হলেও পুরো আলোচনার কোথাও আল্লাহ তাআলার হামদ বা নবীজীর না'ত (প্রশংসা) মূলক ইসলামী সংগীতের নামটি পর্যন্ত নেই। মাইজভাণ্ডারী গানের প্রসঙ্গ কিন্তু লেখকরা ভুলে যাননি! এর কারণ কি?) অথচ হাজার-হাজার বাংলা হামদ-না'তের ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে ইউটিউব এবং ফেসবুকে। এসবের দর্শক কোটি-কোটি।

অনৈসলামিক ও শিরকী সংস্কৃতির তা'লীম : অগ্নিস্নান ও পুষ্পস্তবক অর্পণ

আগুন হল ইসলামে জাহান্নামের প্রতীক। এর দ্বারা মানুষের আত্মিক কোন পবিত্রতাই অর্জিত হতে পারে না। পবিত্র করার মালিক আল্লাহ ও তাঁর শেখানো পদ্ধতি। অথচ ৭ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের ৩৭ পৃষ্ঠায় আছে রবীন্দ্রনাথের বৈশাখকে স্বাগত জানানোর বিখ্যাত গান, যার একটি লাইনে আগুনের গোসলকে প্রোমোট করে বলা হয়েছে, "অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।"[২৫৭]

৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ে রয়েছে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ এর ছবি।[২৫৮]

বিচিত্র ধরনের গান এর তা'লীম :

জারি, সারি, কীর্তন, পালা, বেহুলা, লাচি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ধামাইল, কবিগান, গাজীরগান, গম্ভীরা, মরমী, মুর্শিদী, মাইজভাণ্ডারী, ধর্মসঙ্গীত, বাউলগান কোন কিছুই বাদ পড়েনি মাদরাসা বা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে–

ভাটিয়ালি # এই পৃষ্ঠায় এবং পরবর্তী ৬৭ পৃষ্ঠায় একটি কাব্যনাট্য তুলে ধরা হয়েছে, যার ভেতরে ভাটিয়ালি গান ও দুই আঙুলে তুড়ি বাজানোর কথা আছে। অথচ ইসলাম এর কোনটিই সাপোর্ট করে না।[২৫৯]

কবিগান # ২২ পৃষ্ঠায় আছে কবিগান, কবি এবং গায়ক এর প্রসঙ্গ।[২৬০]

সারিভঙ্গি # ৬৯ পৃষ্ঠায় চর্চার উদ্দেশ্যে সারিভঙ্গির একটি বড় গান প্রদত্ত হয়েছে।[২৬১]

সারি ও ভাটিয়ালি # ৭১ পৃষ্ঠায় দুটি সারি ও ভাটিয়ালি গান উল্লেখিত হয়েছে। এর নিচে বিভিন্ন মুদ্রা ও চলন এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক গান পরিবেশনের উৎসাহ দেয়া হয়েছে।[২৬২]

ভাওয়াইয়া # ২৩ পৃষ্ঠায় রংপুর-দিনাজপুরো ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারণা দেয়া হয়েছে।[২৬৩]

২৪ পৃষ্ঠায় ভাওয়াইয়া গানের উল্লেখযোগ্য তিনটি ধারা– গাড়িয়াল বন্ধুর গান, মইষাল বন্ধুর গান এবং 'মাহুত বন্ধুর (নর-নারীর) দ্বৈতকণ্ঠের গান' তুলে ধরা হয়েছে।[২৬৪]

#

গম্ভীরা গান # ৩৫-৩৭ পৃষ্ঠায় আছে গম্ভীরা গান, গানের শিল্পী, ব্যুৎপত্তি, বিকাশ, একটি পূর্ণ গীতির উল্লেখ, গানে ব্যবহৃত ঢোল, হারমোনিয়াম, বাঁশি, তবলা, জুড়ি, পঞ্চরত্নের সদস্য অবনী কর্তৃক রচিত গম্ভীরা গানের উপস্থাপনা, পঞ্চরত্ন কর্তৃক উপভোগ, শ্রেণির সকলকে নিয়ে গম্ভীরা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব প্রভৃতির আলোচনা।[২৬৫]

গম্ভীরা, কীর্তন, বেহুলা লাচি # ৩৭ পৃষ্ঠায় অবনীর স্বরচিত গম্ভীরায় আছে গান, বাজনা, গম্ভীরা, জারি, সারি, কীর্তন, পদাবলী, বেহুলা লাচি, মেয়েলি গীত ইত্যাদি প্রসঙ্গ।[২৬৬]

#

বাউল গান # ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠায় আছে বাউল গানের ধারণা, বাউল গানের আসর এর চিত্র এবং বাউল গান ও ঐ গানের বাদ্যযন্ত্রের (একতারা, তবলা, ঘুঙুর) আলোচনা।[২৬৭]

www.muslimdm.com

---

[২৫৬] শিল্প/৬ষ্ঠ/৩৩।
[২৫৭] শিল্প/৭ম/৩৭।
[২৫৮] শিল্প/৬ষ্ঠ/১১।
[২৫৯] শিল্প/৬ষ্ঠ/৬৬-৬৭।
[২৬০] শিল্প/৭ম/২২।
[২৬১] শিল্প/৭ম/৬৯।
[২৬২] শিল্প/৭ম/৭১।
[২৬৩] শিল্প/৮ম/২৩।
[২৬৪] শিল্প/৮ম/২৪।
[২৬৫] শিল্প/৮ম/৩৫-৩৭।
[২৬৬] শিল্প/৮ম/৩৭।
[২৬৭] শিল্প/৮ম/৫৩-৫৫।

লালন ফকির : জারি/সারি/কীর্তন/পালা/গাজীরগান/ভাটিয়ালি/মুর্শিদি/মরমী # ৫৬ পৃষ্ঠায় লালন ফকির এর জীবন ও তার প্রিয় জারি, সারি, কীর্তন, পালা, গাজীরগান, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি গান, মরমী গান প্রভৃতি প্রসঙ্গ শেষ করে ২/৩ বাক্যে ষাটগম্বুজ ও (জনসেবক ও জননেতা) খানজাহান আলী রহ. এর নামোচ্চারণ মাত্র।[২৬৮]

ময়মনসিংহ গীতিকা # ৮৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকা, জারি, সারি, পালা, গীতবাদ্য প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ।[২৬৯]

#

পালাগান/ধর্মসংগীত # ৯৫ পৃষ্ঠায় আছে পালাগান তথা লৌকিক আখ্যানমূল গীত কীর্তন প্রসঙ্গ– যার মূল বিষয় হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মসংগীত, দেবদেবীর গুণকীর্তন।[২৭০]

৯৬ পৃষ্ঠায় মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানা মদিনা প্রভৃতি পালাগান, দিবাপালা, নিশিপালা প্রসঙ্গ এবং পালাগানের বয়াতির বন্দনাগীতির উদাহরণ উল্লেখিত হয়েছে। সেই বন্দনাগীতিতে আছে ক্ষীর নদী সাগরের বন্দনা, কৈলাশ পর্বতের বন্দনা, গাজীপীরের বন্দনা, চান্দের বন্দনা এবং সুরুযের বন্দনা প্রসঙ্গ।[২৭১]

#

মাইজভাণ্ডারী গান ও রমেশ শীল # ৭ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে, প্রায় সাড়ে তিনশ (৩৫০) মাইজভাণ্ডারী গানের রচয়িতা কবি ও গায়ক রমেশ শীল এর আলোচনা।[২৭২]

গীতিকার সমর দাস # ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হয়েছে সংগীতশিল্পী, সুরকার, যন্ত্রশিল্পী এবং সংগীত পরিচালক সমর দাস এর জীবনবৃত্তান্ত।[২৭৩]

সংগীতজ্ঞ মোৎসার্ট # ৫৯ পৃষ্ঠায় ইউরোপের অস্ট্রীয় সংগীতজ্ঞ মোৎসার্ট এর জীবনী তুলে ধরা হয়েছে।[২৭৪]

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ # ৬১-৬২ পৃষ্ঠায় উপমহাদেশের সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র জীবন ও কর্ম তুলে ধরা হয়েছে।[২৭৫]

নৃত্য/নাচ :

যুবতী নারীর নৃত্য # পাঠ্যবইয়ে রয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের বহু উৎসবের নাম। যেমন, বৈসাবি, বিজু, বৈসু সাংগ্রাইন, চাঃক্রান পই প্রভৃতি। আছে চার উপজাতি যুবতী নারীর নৃত্যের দৃশ্য।[২৭৬]

সাঁওতাল নাচ # ২৬ পৃষ্ঠায় ঢোলবাদক ২ পুরুষ ও নৃত্যরত ৬ নারীর অংশগ্রহণে জমে ওঠা উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল নাচের একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে।[২৭৭]

#

নাচের ভঙ্গি # ২ টি ভঙ্গি : পদচলন ও মুখভঙ্গির পদ্ধতি = ২৭ পৃষ্ঠায় সাঁওতাল নাচ এর দু'টি ভঙ্গি– পদচলন ও মুখভঙ্গি'র পরিচয় ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[২৭৮]

ধামাইল নাচ # ১০২-১০৩ পৃষ্ঠায় আছে নর-নারীর মিশ্রণে বৃহত্তর সিলেটের ধামাইল নাচ এর চিত্র ও আলোচনা।[২৭৯]

জারি গান, জারি নাচ এর পোশাক ও সাজসজ্জা :

৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে জারি গান, জারি নাচ এসবের আনুসঙ্গিক দোহার, লালসালুর পটাবন্ধ, ধুতি, ঘুঙুর, বাঁশি, লাল রঙের রুমাল, ধুয়ো প্রভৃতির আলোচনা।[২৮০]

প্রদর্শনী ও উপস্থাপনা :

৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ে একটি প্রদর্শনীর ধারণা ও উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যেখানে অন্যান্য জিনিসের সাথে থাকবে গান, নাচ, পুতুল নাচ, পদ্যে রচিত নাটক, সংগৃহীত চলচ্চিত্র।[২৮১]

www.muslimdm.com

---

[২৬৮] শিল্প/৮ম/৫৬।
[২৬৯] শিল্প/৮ম/৮৯।
[২৭০] শিল্প/৮ম/৯৫।
[২৭১] শিল্প/৮ম/৯৬।
[২৭২] শিল্প/৭ম/২৩-২৪।
[২৭৩] শিল্প/৯ম/৩০-৩১।
[২৭৪] শিল্প/৯ম/৫৯।
[২৭৫] শিল্প/৯ম/৬১-৬২।
[২৭৬] শিল্প/৭ম/৩৭।
[২৭৭] শিল্প/৮ম/২৬।
[২৭৮] শিল্প/৮ম/২৭।
[২৭৯] শিল্প/৮ম/১০২-১০৩।
[২৮০] শিল্প/৮ম/৭৪-৭৫।

৯ম শ্রেণির বইয়ে অভিনয় ও গানের সবক দিয়ে লিখা হয়েছে, "এবার সমঝোতার শিখন কাজে লাগিয়ে আমরা গান, কবিতা, গল্প, অভিনয়, জারিগান আরও যেভাবে চাই সেভাবে উপস্থাপন করব।"[২৮২]

অশালীন ছবি :

৪৯ পৃষ্ঠায় আছে কাপড়ে অংকিত কালিঘাটের পট বা চৌক পট যেখানে আছে একজন নারীর অশালীন ছবি। আর গাজীর পট বা জড়ানো পট নামে মানুষ, বাঘ ও বাদ্যযন্ত্রসহ বহু কিছুর ছবি।[২৮৩]

তাল ও তুড়ি বাজানো :

ইসলাম সঙ্গত কারণ ছাড়া তালি ও তুড়ি বাজানোকে কিছুটা ঘৃণার চোখেই দেখে। অথচ, পাঠ্যবইয়ে আছে দাদরা তাল, কাহারবা তাল, তেওড়া তাল প্রভৃতি প্রসঙ্গ। সমানভাবে মাদরাসায়ও–

৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ে ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় একটি কাব্যনাট্য তুলে ধরা হয়েছে, যার ভেতরে ভাটিয়ালি গান ও দুই আঙুলে তুড়ি বাজানোর কথা আছে।[২৮৪]

#

৭ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের ৫১ পৃষ্ঠায় সংগীতের পরিভাষা দাদরা তাল, সোম, ফাঁক প্রভৃতির ধারণা দেয়া হয়েছে।[২৮৫]

৫২ পৃষ্ঠায় চর্চার জন্যে নজরুলের 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি পেশ করা হয়েছে, ভঙ্গি ও দাদরা তালের সমন্বয় করে অনুভূতি প্রকাশের পরামর্শ দিয়ে।[২৮৬]

#

৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় ভাটিয়ালি গান, সারি গান, কাহারবা তাল, সারিভঙ্গি প্রভৃতির ধারণা ও পরিচয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[২৮৭]

৭৯-৮২ পৃষ্ঠায় শারোদোৎসব, বাউলের সুর, দাদরা তাল এর সাথে সারগাম এর চর্চা প্রভৃতি শেখানো হয়েছে।[২৮৮]

#

৮৮ পৃষ্ঠায় কাহারবা তালে সারগম চর্চা ও নবান্ন উৎসব উদযাপনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।[২৮৯]

২৮ পৃষ্ঠায় হাতে তালি দিয়ে তাল তৈরি এবং স্বর এর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে দেয়া হয়েছে সারগম চর্চার পরামর্শ।[২৯০]

২৫ পৃষ্ঠায় কাহারবার ধীর লয় এর সারগম চর্চার উপদেশ দেয়া হয়েছে।[২৯১]

#

৩৩ পৃষ্ঠায় উক্ত গান এবং ৩৪ পৃষ্ঠায় তালি দিয়ে দ্রুত দাদরা তাল অনুশীলনের তা'লীম দেয়া হয়েছে, সারাগম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[২৯২]

৯ম শ্রেণির বইয়ে বাদ্যযন্ত্র বীণা'র চিত্র দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে শাস্ত্রীয় সংগীত ও তেওড়া তাল এর ধারণা।[২৯৩]

বাদ্যযন্ত্র :

বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করার মিশন নিয়ে নবীজী স. দুনিয়াতে এসেছেন। অথচ নবীর দেয়া মাদরাসা ব্যবস্থার পাঠ্য বিষয় দেখুন–

৬ষ্ঠ শ্রেণির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে অন্য বহুকিছুর পাশাপাশি ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম প্রভৃতির ছবি।[২৯৪]

২৭ পৃষ্ঠায় গাড়ি গঠনের (সম্ভবত) একটি খেলনা ড্রাম এর ছবি দিয়ে চলমান পাঠ এর সমাপ্তি টানা হয়েছে।[২৯৫]

---

[২৮১] শিল্প/৬ষ্ঠ/৮৩-৮৪।
[২৮২] স্বাস্থ্য/৯ম/৯২।
[২৮৩] শিল্প/৮ম/৪৯।
[২৮৪] শিল্প/৬ষ্ঠ/৬৬-৬৭।
[২৮৫] শিল্প/৭ম/৫১।
[২৮৬] শিল্প/৭ম/৫২।
[২৮৭] শিল্প/৭ম/৬৭-৬৮।
[২৮৮] শিল্প/৭ম/৭৯-৮২।
[২৮৯] শিল্প/৭ম/৮৮।
[২৯০] শিল্প/৭ম/২৮।
[২৯১] শিল্প/৮ম/২৫।
[২৯২] শিল্প/৮ম/৩৩ ও ৩৪।
[২৯৩] শিল্প/৯ম/৬০-৬১।
[২৯৪] স্বাস্থ্য/৬ষ্ঠ/৩৮।
[২৯৫] শিল্প/৬ষ্ঠ/২৭।

www.muslimdm.com

৪৩ পৃষ্ঠায় তবলা বাদনরত একজন ছাত্রের ছবি দেয়া হয়েছে।[২৯৬]

#

একই শ্রেণির জীবন ও জীবিকা বইয়ের ৮৫ পৃষ্ঠায়, গান করা, গান শোনা, নাচ করা, ছবি তোলা এবং বাঁশি, হারমোনিয়াম, তবলা, গিটার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানোকে দেখানো হয়েছে সৃজনশীল কাজ হিসেবে।[২৯৭]

৭ম শ্রেণির বইয়ের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ১ এ দেয়া হয়েছে রং করার তুলি হাতে ওপরের দিকে ২ নারীর ছবি, নিচেও ২ নারীর ছবি যেখানে একজন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন, অন্যজ তবলা বাজাচ্ছেন। আর এই ৪ ছবির মাঝখানে রয়েছে ২ টি প্রাণীর (পাখির) চিত্র।[২৯৮]

৫৪ পৃষ্ঠায় নজরুল জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ছয় তারের একটি গীটার এর ছবি বড় করে তুলে ধরা হয়েছে।[২৯৯]

৬৫ পৃষ্ঠায় প্রাণের গান শিরোনামের সাথে একতারা বাদনরত একজন বাউলের ছবি বড় আকারে তুলে ধরা হয়েছে।[৩০০]

#

৮ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায়, বৃত্তাকারে সাজানো হয়েছে একতারা, দোতারা, তবলা, বাঁশী প্রভৃতি ১১ টি বাদ্যযন্ত্র। প্রচ্ছদের চার কোণা এবং নিচে রয়েছে মোট যথাক্রমে ৩ জন পুরুষ, ৩ জন উদোম মাথার নারী আর ৪ জন মাথা ঢাকা নারীর চিত্র।[৩০১]

প্রচ্ছদের শেষ পৃষ্ঠায়ও রয়েছে ৭ টি বাদ্যযন্ত্রের ছবি।[৩০২]

#

৬১-৬২ পৃষ্ঠায় রয়েছে বরিশালের অশ্বিনী কুমার হলে অনুষ্ঠিত যাত্রা, যাত্রার যন্ত্রী, প্রমটার, যাত্রায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র যথা মন্দিরা, খোল, বাঁশি, ড্রাম, বেহালা, বাংলার ঢোল, তবলা ইত্যাদি, পঞ্চরত্ন কর্তৃক শ্রেণিকক্ষে যাত্রা আয়োজনের প্রত্যয়, মুকুন্দদাসের কালিবাড়ি প্রভৃতি প্রসঙ্গ।[৩০৩]

#

৯ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের কাভারে দেয়া হয়েছে বাদনরত একজন দোতরাবাদকের ছবি, কৃষকের ছবি আর শিল্পী জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম 'মুক্তিযোদ্ধা'।[৩০৪]

৪ পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হয়েছে নগর সংস্কৃতির উদাহরণ হিসেবে ঘোড়ার গাড়ি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উদাহরণ হিসেবে নৃত্যশিল্পী একজন যুবতী ও দু'জন ঢোলবাদকের ছবি।[৩০৫]

২৫ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের পতাকার সাথে বন্দুক, বাঁশি, তবলা ও হারমোনিয়াম এর চিত্র।[৩০৬]

১১৫ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে দেশবিখ্যাত ঢোল বাদক বিনয় বাঁশি জলদাস এর জীবনবৃত্তান্ত।[৩০৭]

হারমোনিয়াম ও সারগম চর্চা :

৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে ২ টি দোয়েলের ছবি, ১ জন ছাত্রের ছবি এবং উদোম মাথার ২ জন ছাত্রীর ছবি যাদের ১ জন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে।[৩০৮]

৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের ৩৭ পৃষ্ঠায় হারমোনিয়াম ও তার চর্চারত চুলখোলা এক মেয়ের ছবিসহ বিবরণ দিয়ে শেখানো হয়েছে সংগীতের পরিভাষা 'স্বর' এবং সংগীতের মূল ৭টি স্বর সা রে গা মা পা ধা নি সা।[৩০৯]

৬৫ পৃষ্ঠায় হারমোনিয়াম চর্চার ১, ২, ৩ ও ৪ মাত্রার ধারণা দেয়া হয়েছে।[৩১০]

৭ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের ৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে হারমোনিয়াম বাদনরত একজন ছাত্রীর ছবি।[৩১১]

৪০ পৃষ্ঠায় সারগম পদ্ধতিতে একটি গান গাওয়ার নির্দেশনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিখুঁত ছক এর সাহায্যে।[৩১২]

---

[২৯৬] শিল্প/৬ষ্ঠ/৪৩।
[২৯৭] জীবন/৬ষ্ঠ/৮৫।
[২৯৮] শিল্প/৭ম/কাভারপেজ ১।
[২৯৯] শিল্প/৭ম/৫৪।
[৩০০] শিল্প/৭ম/৬৫।
[৩০১] শিল্প/৮ম/কাভারপেজ ১।
[৩০২] শিল্প/৮ম/কাভারপেজ ৪।
[৩০৩] শিল্প/৮ম/৬১-৬২।
[৩০৪] শিল্প/৯ম/কাভারপেজ ১।
[৩০৫] শিল্প/৯ম/৪।
[৩০৬] শিল্প/৯ম/২৫।
[৩০৭] শিল্প/৮ম/১১৫।
[৩০৮] শিল্প/৬ষ্ঠ/কাভারপেজ ১ ও ২।
[৩০৯] শিল্প/৬ষ্ঠ/৩৭।
[৩১০] শিল্প/৬ষ্ঠ/৬৫।
[৩১১] শিল্প/৭ম/৭।
[৩১২] শিল্প/৭ম/৪০।

www.muslimdm.com

#
৭৯-৮২ পৃষ্ঠায় শারোদোৎসব, বাউলের সুর, দাদরা তাল এর সাথে সারগাম এর চর্চা প্রভৃতি শেখানো হয়েছে।[৩১৩]
৮৮ পৃষ্ঠায় কাহারবা তালে সারগম চর্চা ও নবান্ন উৎসব উদযাপনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উৎসবে এমন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে, যেখানে থাকবে গান, নাচ, নাটক প্রভৃতি।[৩১৪]
৮ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ে ২৫ পৃষ্ঠায় কাহারবার ধীর লয় এর সারগম চর্চার উপদেশ দেয়া হয়েছে।[৩১৫]
#
২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠায় চর্চার জন্যে যথাক্রমে আরোহণ ও অবরোহণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৩১৬]
৫৯ পৃষ্ঠায় 'সা' স্বর ব্যবহার করে লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানটি গইতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। লালন শাহ এর কর্ম ও গান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে।[৩১৭]
১১৮ পৃষ্ঠায় আছে শুদ্ধ ও কোমল ঋ-স্বরের ব্যবহারে সারগম চর্চার সবক।[৩১৮]
৯ম শ্রেণির বইয়ে 'ম' এর কড়ি স্বর এর ব্যবহারে সারগাম চর্চার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।[৩১৯]

নাচ, গান ও অভিনয়ের পরিভাষা :

৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ে ২ টি ছেলে ও ২ টি মেয়ের অঙ্গভঙ্গিরত চিত্র ও বর্ণনার মাধ্যমে শেখানো হয়েছে নাচের পরিভাষা চলন।[৩২০]
৪২ পৃষ্ঠায় তাল, মাত্রা লয় আর ছন্দ; সংগীতের এই ৪ টি পরিভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাকে জীবন্ত করতে গিয়ে বড় একটি মাদলের ছবিও দেয়া হয়েছে।[৩২১]
#
৪৩ থেকে ৪৪ পৃষ্ঠায় নাচের দু'টি পরিভাষা 'রস' ও 'মুদ্রা'র ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ৯ টি চিত্রের মাধ্যমে হস্তমুদ্রার ধারণাকে জীবন্ত করা হয়েছে।[৩২২]
৭ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের ৬ পৃষ্ঠায় চিত্রাংকনের পরিভাষা বুনট এবং নাচের পরিভাষা চলন এর ধারণা ব্যক্ত হয়েছে ২ জন ছাত্রী ও ২ জন ছাত্রের চিত্রের মাধ্যমে।[৩২৩]
৮ম পৃষ্ঠায় দেয়া আছে তবলা বাদনরত একজন ছাত্রের ছবি। সাথে সংগীতের লয়, মাত্রা, তাল, গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতির (পরিভাষা) প্রসঙ্গ এসেছে।[৩২৪]
৫১ পৃষ্ঠায় সংগীতের পরিভাষা দাদরা তাল, সোম, ফাঁক প্রভৃতির ধারণা দেয়া হয়েছে।[৩২৫]
#
৮ম শ্রেণির বইয়ে আছে জারিনাচ এর দরকারিবিদ্যা ভঙ্গি, পদভঙ্গি, হস্তভঙ্গি, মুখভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির আলোকপাত।[৩২৬]
৯ম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ে, অভিনয়ের পরিভাষা 'মস্তকচলন' এর পরিচয় ও তার প্রকারভেদ (আকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত) ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৩২৭]
#
৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় অভিনয় ও নাচ এর পরিভাষা চোখের ভঙ্গিমা এবং তার প্রকারভেদ (সম, সাচী, প্রলোকিত, উল্লোকিত) ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে মুক্তমাথা একটি মেয়ের ৭ রকমের ভঙ্গির ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।[৩২৮]

www.muslimdm.com

---

[৩১৩] শিল্প/৭ম/৭৯-৮২।
[৩১৪] শিল্প/৭ম/৮৮।
[৩১৫] শিল্প/৮ম/২৫।
[৩১৬] শিল্প/৮ম/২৫-২৬।
[৩১৭] শিল্প/৮ম/৫৯।
[৩১৮] শিল্প/৮ম/১১৮।
[৩১৯] শিল্প/৯ম/৬২।
[৩২০] শিল্প/৬ষ্ঠ/৩৮।
[৩২১] শিল্প/৬ষ্ঠ/৪২।
[৩২২] শিল্প/৬ষ্ঠ/৪৩ ও ৪৪।
[৩২৩] শিল্প/৭ম/৬।
[৩২৪] শিল্প/৭ম/৮।
[৩২৫] শিল্প/৭ম/৫১।
[৩২৬] শিল্প/৮ম/৭৫-৭৬।
[৩২৭] শিল্প/৯ম/৩৮-৩৯।
[৩২৮] শিল্প/৯ম/৫৪-৫৫।

৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় যুবক-যুবতীর ছবি ও বর্ণনার সাহায্যে নৃত্য ও অভিনয়ের পরিভাষা ঘূর্ণন, চক্র, একপদ, আকাশ, কুঞ্চিত প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।[৩২৯]

গান, বাঁশী, বাদ্য, ঘুঙুর ও নাচের উপকরণের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে :

১. তোমরা গায়িকা (দাসী) ক্রয়-বিক্রয় কর না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। আর এসবের ব্যবসায় কোনো কল্যাণ নেই। জেনে রেখো, এর প্রাপ্তমূল্য হারাম।[৩৩০]
২. আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল সাব্যস্ত করবে।[৩৩১]
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে নিফাক (মুনাফিকী) সৃষ্টি করে।[৩৩২]
৪. মুসনাদে আহমদের হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে বাদ্যযন্ত্র, ক্রুশ ও জাহেলি প্রথা বিলোপসাধনের নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৩৩]
৫. যে ঘরে ঘণ্টি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[৩৩৪]
৬. ঘণ্টি, বাজা, ঘুঙুর হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।[৩৩৫]
৭. গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-অভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। সকলেই গান-বাদ্যকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৩৬]

কয়েকটি বিশেষ চিত্র :

৯ম শ্রেণির বইয়ে ইটালির বিখ্যাত চিত্রকর দা ভিঞ্চির অমর চিত্রকর্ম সুন্দরী মোনালিসার চিত্র ও তার ব্যাখ্যা তুলে দেয়া হয়েছে।[৩৩৭]
৩২ পৃষ্ঠায় শিল্পী কামরুল হাসান এর নাইওর নামক চিত্রকর্মের ছবি– যেখানে নববধূ ও দুই পুরুষকে গাড়িতে করে টানতে দেখা যায় দুই গরুকে।[৩৩৮]
৭৮ পৃষ্ঠায় আছে রিকশা পেইন্টিং শিল্পের উদাহরণ হিসেবে প্রদত্ত একটি প্রাণিবহুল চিত্র– যাতে আছে বাঘ, সিংহ, হরিণ, পাখি, শেয়াল এবং বানর প্রভৃতি প্রাণীর ছবি।[৩৩৯]

পারিবারিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় রূপায়ণ :

অগুরুত্বপূর্ণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান

৬ষ্ঠ শ্রেণির জীবন ও জীবিকা বইয়ের ১১৩-১৩২ এই ২০ পৃষ্ঠা জুড়ে শেখানো হয়েছে ৪ ধাপে ভাত রান্না, ৭ ধাপে ডিমভাজা আর ৫ ধাপে আলু ভর্তার পদ্ধতি বা কলা-কৌশল।[৩৪০]

২

৭ম শ্রেণির জীবন ও জীবিকা'র ৩-৪ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে বিছানা, প্লেট, জুতা-মোজা গোছানোসহ ১৩ ধরনের পারিবারিক কাজ এর হিসাব কিতাব এর ছকভিত্তিক তা'লীম ও তালিক।[৩৪১]

৩

১১৩-১৪৮ এই ৩৬ পৃষ্ঠাজুড়ে শেখানো হয়েছে ৮ ধাপে ডাল রান্না, ৭ ধাপে সবজি রান্না আর ৭ ধাপে মাছ রান্নার কলা-কৌশল।[৩৪২]

৪

---

[৩২৯] শিল্প/৯ম/৫৭-৫৮।
[৩৩০] তিরমিযী/১২৮২; ইবনু মাজাহ/২১৬৮।
[৩৩১] বুখারী/৫৫৯০।
[৩৩২] ইগাছাতুল লাহফান ১/১৯৩; কুরতুবী ১৪/৫২।
[৩৩৩] মুসনাদে আহমাদ।
[৩৩৪] আবূ দাউদ/৪২৩১; নাসাঈ/৫২৩৭।
[৩৩৫] মুসলিম/২১১৪।
[৩৩৬] ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাব দ্রষ্টব্য।
[৩৩৭] শিল্প/৯ম/৪৬।
[৩৩৮] শিল্প/৭ম/৩২।
[৩৩৯] শিল্প/৮ম/৭৮।
[৩৪০] জীবন/৬ষ্ঠ/১১৩-১৩২।
[৩৪১] জীবন/৭ম/৩-৪।
[৩৪২] জীবন/৭ম/১১৩-১৪৮।

www.muslimdm.com

একই বইয়ের ১৪৯-১৬৬ এই ১৮ পৃষ্ঠা জুড়ে আছে ‘স্কিল কোর্স দুই : কেয়ার গিভিং’। এতে নিজের ব্যক্তিগত যত্ন এবং দাদা-দাদীর খুচরা যত্নের বিবরণ। এর মধ্যে ১৬৫-১৬৬, এই ২ পৃষ্ঠায় আছে সামাজিক পরিচর্যার ধারণা।[৩৪৩]

৫

১৬৭-১৮২ এই ১৬ পৃষ্ঠা জুড়ে আছে ‘স্কিল কোর্স তিন’ হিসেবে মুরগি পালনের বিবরণ।[৩৪৪]

উড়োজাহাজ : মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ছোট করে দেখানো

৪৪ পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে, মুসলিম আবিষ্কারক ভ্রাতৃদ্বয় অরভিল রাইট ও উইলবার রাইট ইতালীর চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্র অনুসারেই উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেছিলেন। লিখা হয়েছে, “এই দুই ভাই ১৯০৩ সালে পৃথিবীর আকাশে প্রথম মানুষ-বহনযোগ্য উড়োজাহাজ ওড়ান। মজার বিষয় হলো, এই উড়ো জাহাজ বানাতে গিয়ে তারা বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির বহুকাল (১৪৮৫ সাল) আগে আঁকা ছবি ‘অর্নিথপ্টার’ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন।”[৩৪৫]

বাস্তবতা : মাইকেল এইচ. হার্ট কি বলছেন

অথচ রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের সাধনার ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই আবিষ্কারকদ্বয়ের দেশ আমেরিকারই বিশ্ববিখ্যাত গবেষক মাইকেল এইচ হার্ট বহুকিছু জানান দিলেও এমন কোন তথ্য তো দেনই নি; উল্টো জানিয়েছেন,

“ভিঞ্চি তাঁর ব্যক্তিগত নোটবইয়ে আধুনিক কালের অনেক কিছু, যেমন প্লেন, সাবমেরিন ইত্যাদিও স্কেচও এঁকে রেখে গেছেন। এগুলো তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে। তথাপি মানব ইতিহাসে ওগুলো কোন বিশেষ অবদান রাখতে পারেনি। কারণ, তিনি ওসবের কোন মডেল তৈরি করেননি এবং যদিও তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল প্রবল, তবু ওসব ডিজাইন কখনও কাজে আসবে বলে কারও মনে হয়নি।
“ভিঞ্চির নোটবই সম্পর্কে মানুষ তাঁর মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরও কিছুই জানত না, কেননা, ওটা ছিল গোপন জায়গায় রক্ষিত। যখন জনসমক্ষে তাঁর এসব স্কেচ ছাপা হয়, ততদিনে প্লেন ও সাবমেরিন আবিষ্কারের চিন্তা কেউ কেউ করে ফেলেছেন। সে কারণে একজন বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক হিসেবে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন ব্যর্থ। ...

“সন্দেহ নেই যে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি অপরিসীম প্রতিভাবান ছিলেন। অবশ্য সেই তুলনায় তাঁর সাফল্য খুবই সীমিত। নামকরা স্থাপত্যবিদ হওয়া সত্ত্বেও কখনও কোন ভবনের নকশা তিনি এঁকেছেন বলে কারও জানা নেই। অতএব, তাঁর প্রতিভা সীমাদ্ধ রয়ে গেছে তাঁর চমৎকার সব ড্রইং ও চিত্রশিল্পে।
“লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে মূল বইয়ে এ কারণে উল্লেখ করা হয় নি।” [৩৪৬]

মাইকেল এর পুরো আর্টিকেল :

মাইকেল এইচ. হার্ট এর মূল লেখার পুরো অংশ তুলে ধরছি। দেখে নিতে পারেন–

প্রবন্ধের শিরোনাম : **LEONARDO DA VINCI 1452-1519**

Leonardo da Vinci was born in 1452 near Florence, Italy, and died in 1519. The intervening centuries have not tarnished his reputation as perhaps the most brilliant universal genius that ever lived. If this were a list of outstanding persons, Leonardo would definitely be included among the first fifty names.

However, his talent and reputation seem greatly in excess of his actual influence upon history.In his notebooks, Leonardo left behind sketches of many modern inventions, such as airplanes and submarines. While these notebooks attest to his brilliance and originality, they had virtually no influence upon the development of science.

---

[৩৪৩] জীবন/৭ম/১৪৯-১৬৬।

[৩৪৪] জীবন/৭ম/১৬৭-১৮২।

[৩৪৫] জীবন/৬ষ্ঠ/৪৪।

[৩৪৬] মাইকেল এইচ. হার্ট, অনুবাদ: সামছুল ইসলাম হায়দার, ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শত মনীষীর জীবনকথা, বি আর প্রকাশনী, ৩১০/৩ আজিমপুর, ঢাকা ১২০৫, প্রকাশকাল: ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা ৪৯৬। মূল লেখক স্বীয় বইয়ের শেষে ভিঞ্চিকে সর্বাধিক প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির ভেতরে না আনার কারণ সংক্রান্ত তাঁর যে ‘কৈফিয়ত’ ও ‘ভিঞ্চির বায়োগ্রাফি’ যোগ করেছেন, হুবহু সবটুকু তুলে ধরছি সুধী পাঠকের জন্যে। যে কেউ ইন্টারনেট থেকে দেখে নিতে পারেন। নেটজগতে এ বইয়ের বহু সংস্করণ পাওয়া যায়।

www.muslimdm.com

In the first place, Leonardo did not actually build models of those inventions. In the second place, although the ideas were very clever, it does not appear that the inventions would actually have worked.

It is one thing to think of the idea of a submarine or airplane; it is another and very much harder thing to work out a precise, detailed, practical design and to construct a model which actually works.

The great inventors are not those men who had brilliant ideas but failed to follow up on them; rather, they are those persons—like Thomas Edison, James Watt, or the Wright brothers— who had the mechanical aptitude and the patience to work out the details and to overcome the difficulties so as to construct something which was actually functional. Leonardo did not do that.

Furthermore, even had his sketches included every detail necessary to make his inventions work, it still would have made little difference, for the inventions were buried in his notebooks, and these were not published until centuries after his death. By the time the notebooks (whose text, incidentally, is in mirror writing) were published, the ideas behind his inventions had already been independently discovered by others. We conclude that as a scientist and inventor, Leonardo was without significant influence.

His eligibility for this list, therefore, depends primarily upon his artistic achievements. Leonardo was a first-rate artist, though no more outstanding than such men as Rembrandt, Raphael, Van Gogh, or El Greco. With regard to his effect on later artistic developments, he was far less influential than either Picasso or Michelangelo.

Leonardo had a regrettable habit of starting ambitious projects and never completing them. As a result, his output of completed paintings was very much smaller than that of the other men just mentioned. By frequently shifting to a new project before completing an old one, Leonardo succeeded in frittering away a considerable portion of his extraordinary talents. Although it may seem odd to refer to the man who painted the Mona Lisa as an underachiever, that seems to be the conclusion of most persons who have carefully studied his career.
It is possible that Leonardo da Vinci was the most talented person who ever lived, but his enduring accomplishments were comparatively few. Although a renowned architect, he does not seem to have ever designed a building that was actually constructed. Nor does a single sculpture made by him survive today.

All that remains of his prodigious talents are a considerable number of drawings, a few magnificent paintings (fewer than twenty survive), and a set of notebooks which make twentieth-century readers marvel at his genius, but which had little if any influence upon science or invention. Talented as he was, Leonardo was not one of the hundred most influential persons who have ever lived.) ।[৩৪৭]

[৩৪৭] MICHAEL H. HART, THE 100 : A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY, Page 519-523.

পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারিজম বা রূপান্তরকামিতা বিষয়ক পড়াশোনা[৩৪৮] :

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ৭ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে।

ট্রান্সজেন্ডার ইংরেজি সাধিত শব্দ। ট্রান্স + জেন্ডার। ট্রান্স অর্থ পরিবর্তন বা রূপান্তর। আর জেন্ডার অর্থ লিঙ্গ। তাহলে ট্রান্সজেন্ডার অর্থ লিঙ্গের পরিবর্তন বা রূপান্তর। এ শব্দবন্ধ এর অর্থ করা হয় 'রূপান্তরকামী'। পরিভাষায়,

০১

যে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করেও কেবল খেয়াল-খুশির বশে বিপরীত লিঙ্গের মত হতে চায় তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলে।

০২

অনেকে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার দাবি করে সার্জারির মাধ্যমে নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে।

– তবে এই মতবাদের অনুসারীদেরকে সার্জারি না করেও নিজেকে শুধু মনে-মনে বিপরীত লিঙ্গের ভাবলেও তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলে ধরে নেয়া হয়।[৩৪৯]

– চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা লিঙ্গ রূপান্তরের বাস্তব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "* অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষ যৌনাঙ্গের অধিকারী ব্যক্তির লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ অপসারণ করা হয়। * অণ্ডকোষের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে একটি ছোট কৃত্রিম যোনি স্থাপন করা হয়। * কখনও কখনও কৃত্রিম স্তনও স্থাপন করা হয়। * পাশাপাশি এ ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে মেয়েলি হরমোন দেওয়া হয়, যেন কণ্ঠটি নরম হয় এবং দেহে ফ্যাট তৈরি হয়ে নারীর দেহের প্রাথমিক কিছু বৈশিষ্ট্য তার শরীরে দৃশ্যমান হয়। # এতে করে বাহ্যিক আকৃতিতে তিনি নারী হন; কিন্তু বাস্তবে তিনি পুরুষই থাকেন। শুধু তার যৌনাঙ্গের কাঠামোটি রূপান্তর করা হয়েছে। কারণ তার ডিম্বাশয় বা জরায়ু নেই। # তার ঋতুস্রাবও হয় না। # সর্বোপরি তার পক্ষে গর্ভধারণ করা আদৌ সম্ভব নয়।

– একই বিষয় নারীর বেলায়ও। * অপারেশনের মাধ্যমে তার যৌনাঙ্গের কাঠামোটি পরিবর্তন করা হয়। * জরায়ু এবং ডিম্বাশয় অপসারণ করা হয়। * যোনি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পরিবর্তে একটি কৃত্রিম লিঙ্গ স্থাপন করে, যা প্রয়োজনের সময় উরুতে স্থাপন করা ব্যাটারির সাহায্যে উত্থিতও হয়। * পাশাপাশি দু'টি স্তনও অপসারণ করা হয় এবং * এই মহিলাকে প্রচুর পরিমাণে পুরুষ হরমোন দেয়া হয়। যার ফলে তার কণ্ঠ অনেকটা পুরুষ কণ্ঠের মতো এবং গোঁফ ও চুল অনেকটা পুরুষের মত হয়। * এর সঙ্গে পুরুষ হরমোন সেবন এবং ব্যায়ামের প্রভাবে তার পেশিশক্তি বৃদ্ধি পায়। # এক পর্যায়ে এ নারী বাহ্যিক আকৃতিতে অনেকটা পুরুষের মত হয়ে যায়। # কৃত্রিম লিঙ্গের সাহায্যে এ ব্যক্তি সহবাসও করতে পারে, তবে বীর্যপাত করতে পারে না। তার শরীরে শুক্রাণু তৈরি হয় না। # আর তার জন্য সন্তান জন্ম দেয়া একেবারেই অসম্ভব।"

– ওপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট, রূপান্তরের এ প্রক্রিয়াটি যতই নিখুঁত হোক না কেন, এটি একজন পুরুষকে পুরোপুরি মহিলা বা বিপরীতে রূপান্তর করতে পারে সক্ষম হয় না। বরং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন একটি 'অদ্ভুত শরীর' তৈরি হয়, যা না পুরুষ না নারী।[৩৫০]

০৩

এ দুই অবস্থার বাইরে আরেক প্রকার ট্রান্সজেন্ডার আছে যারা মূলত 'ক্রসড্রেসার'। অর্থাৎ এমন নর বা নারী যে তার বিপরীত লিঙ্গের বেশভূষা গ্রহণ করে থাকে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াবহতা : বাংলাদেশ ও বিশ্ব

"আর এতোদিনে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ডালপালা বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। দৈনিক সমকাল পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সার দেশব্যাপী ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে ৩০ টি কমিউনিটি কাজ করে যাচ্ছে। অত্যন্ত চিন্তা এবং আশংকার বিষয় হচ্ছে, এদেশে ট্রান্সজেন্ডার আইন পাস হওয়া। বিভিন্ন তথ্যমতে, ২০২২ সালে ট্রান্সজেন্ডার আইনের খসড়া তৈরি করা হয়। ২০২৩ এর ২১ সেপ্টেম্বর সে খসড়া আইন উপস্থাপন করা হয়। আইনটি পাস হতে আর মাত্র দুটি ধাপ বাকি। এখন আমাদের সবার সম্মিলিত প্রতিবাদ ও জনসচেতনা তৈরি না করলে ট্রান্সজেন্ডারের মত একটি জঘন্য ও অশ্লীল পশ্চিমা কালচার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এতে সমকামিতার মত ভয়াবহ গুনাহের প্রসার ঘটবে। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কের বিলুপ্তি ঘটবে। আলেম-ওলামা ও সচেতন মহল বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হলেও অন্যান্যদের মাঝে তেমন কোন চিন্তার ভাঁজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।"[৩৫১]

---

[৩৪৮] শোনা যাচ্ছে, পাঠ্য থেকে নাকি এই মতবাদ অপসারণ করা হবে। হলে খুবই ভালো কথা; বাকি ভ্রান্তিগুলোর ব্যাপারেও ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা দরকার।

[৩৪৯] "১৯৬৫ সালের আগ পর্যন্ত এমন বিকৃত চিন্তাধারার কোনো আওয়াজ ছিলো- এমন তথ্য পাওয়া যায় না। যার প্রবক্তারা পৃথিবীবাসীকে এমন এক পথের দিকে আহ্বান করছে, যেখানে শরীর নয়, মনই ব্যক্তির আসল লিঙ্গ-পরিচয়। অর্থাৎ একজন পুরুষের যদি মনে হয় সে নারী, তাহলে সে নারী। আবার একজন নারীর যদি মনে হয়- সে পুরুষ, তাহলে সে পুরুষ। মোটকথা, তারা দাবি করে, তাদের মানসিক লিঙ্গ শারীরিক লিঙ্গ থেকে ভিন্ন। এজন্য তারা মানসিক লিঙ্গবোধ অনুযায়ী শরীরে পোশাক-আশাক পরিধান করে থাকে।" –নয়া দিগন্ত অনলাইন, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩।

[৩৫০] মুফতি ইবরাহীম আল খলীল, ট্রান্সজেন্ডারবাদ : ইসলাম কী বলে, দৈনিক ইনকিলাব, অনলাইন ডেস্ক, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

[৩৫১] মুফতি ইবরাহীম আল খলীল, ট্রান্সজেন্ডারবাদ : ইসলাম কী বলে, দৈনিক ইনকিলাব, অনলাইন ডেস্ক, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

*

"এই ফেতনা প্রতিষ্ঠিত হলে হাজার বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর লিঙ্গভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ওলোটপালোট হয়ে যাবে। এর ফলে যে চরম সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে তার কিছু নমুনা দেখা যাচ্ছে।

"# সম্পদ বণ্টন, বিবাহ ও মোহরানা, শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি, হোস্টেল যাপন, পাবলিক টয়লেট ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তৈরি হবে ভয়ঙ্কর গোলযোগ।

বাবার সম্পত্তি বেশি পাওয়ার জন্য কন্যা নিজেকে পুত্র দাবি করবে।

ছাত্রীদের হোস্টেলে রাত্রিযাপনের জন্য কোনো পুরুষ নিজেকে নারী দাবি করলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ভিড়ের বাসে নারীকে বাজে স্পর্শ করার পর পুরুষ লোকটি বলবে, আমি নারী। ভুল দেহে আটকে পড়ে আছি। আমার এ স্পর্শ নারীর সাথে নারীর স্পর্শের মতো।

*

"ইতোমধ্যে স্কটল্যান্ডের জেলখানার নারী সেলে তথাকথিত 'ভুল দেহে আটকা পড়া' এমন এক রূপান্তরিত নারী (আসলে পুরুষ) কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে এক নারী কয়েদি। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের সরকারি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে নিজেকে নারী দাবি করা এক পুরুষের জন্য সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এখানেও যে স্কটল্যান্ডের মতো ঘটনা ঘটবে না তার কী গ্যারান্টি আছে!

*

"এই সময়ে ট্রান্সজেন্ডার গোটা পৃথিবী জুড়েই আলোচিত ইস্যু। রাশিয়া, চীনসহ পশ্চিমের অনেক দেশ এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। কয়েদি ধর্ষণের ঘটনায় জনতার ক্ষোভের মুখে স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। অথচ আমাদের দেশের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এটাকে সহজ ও সামাজীকিকরণের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে বহুদিন ধরে।"[৩৫২]

*

"২০১১ সালে হত্যার দায়ে ৩০ বছরের জেল হয় ডেমিট্রিয়াস মাইনর নামের এক যুবকের। ৯ বছর জেল খাটার পর হঠাৎ করে নিজেকে নারী দাবি করতে শুরু করে সে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিষে আচ্ছন্ন আমেরিকান বিচারব্যবস্থা এ দাবি মেনে নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেয় এক মহিলা কারাগারে।

কারাগারে নারীদের সাথেই এক সাথে রাখা হয় আপাদমস্তক পুরুষ ডেমিট্রিয়াসকে। ফলে যা হবার তাই হয়, ডেমিট্রিয়াসের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জের ধরে গর্ভবতী হয়ে পড়ে দুই নারী কয়েদি। এ ঘটনার পর ডেমিট্রিয়াসকে আবারো পাঠানো হয় পুরুষদের কারাগারে।[৩৫৩]

<u>ট্রান্স বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অবস্থান :</u>

"# বিশ্বের বিখ্যাত টেক বিলিনিয়ার ইলন মাস্ক ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি মাঝে মাঝে সোস্যাল মিডিয়াতে পোস্ট দিয়ে পিতামাতাকে সচেতন রাখেন। এই বিষয়টির ভয়াবহতা অনুধাবন করাতে সম্প্রতি তিনি একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি (what is a woman) শেয়ার করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বের ১৭০ মিলিয়ন মানুষ ভিডিওটি দেখেছে। (কালবেলা : ১৫ নভেম্বর ২০২৩)।

"# স্কুলের পাঠ্যক্রমে ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি মতাদর্শ অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে গত ২০ সেপ্টেম্বর কানাডার লক্ষ লক্ষ (মিলিয়ন মার্চ) পিতামাতা রাস্তায় নেমে আসেন। (কালবেলা : ১৫ নভেম্বর ২০২৩)।"[৩৫৪]

<u>এই মতবাদ সম্বন্ধে ইসলাম কি বলে :</u>

এদের সম্বন্ধে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেন সেসব পুরুষের ওপর যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে এবং সেসব মহিলার ওপর যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।[৩৫৫]

বিজ্ঞ আলিমদের মতে, কেউ যদি সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে নিজের দেহাবয়বে কোন ধরনের পরিবর্তন আনে, তবে তা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতির শামিল হবে; তবে কেউ যদি রোগমুক্তির আশায় বাধ্য হয়ে চিকিৎসা হিসেবে এমনটি করে বা কোন শারীরিক ত্রুটি দূর করার জন্য বাধ্য হয়ে করে, তবে তা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

---

[৩৫২] ইনকিলাব অনলাইন ডেস্ক, ২৫ জানুয়ারি ২০২৪।

[৩৫৩] দিগন্ত অনলাইন, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩।

[৩৫৪] ইসমাঈল সিদ্দিকী, ইসলামের দৃষ্টিতে ও গবেষকদের মতে ট্রান্সজেন্ডার, (দৈনিক ইনকিলাব, অনলাইন ডেস্ক, ৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৩৫৫] বুখারী/৫৮৮৫।

www.muslimdm.com

হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, হারিস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. অভিসম্পাত করেছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী, সুদী লেনদেনের লেখক এবং শরীরে দাগদাতা ও দাগগ্রহীতাকে। এক ব্যক্তি বলল, রোগের জন্য ছাড়া? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ।[৩৫৬] কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার যেহেতু মানসিক রোগ থেকে হয়, তাই তাদের লিঙ্গে অস্ত্রোপাচার না করে তাদের মানসিক চিকিৎসায় জোর দেয়া উচিত। আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃতির অধিকার কারো নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, লা তাবদীলা লি-খলকিল্লাহ। আল্লাহর সৃষ্টির ভেতরে কোন রকম রূপান্তর বা বিকৃতি গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৫৭]

তাছাড়া এ বিকৃতি শয়তানের অন্যতম কর্মসূচি। যেমন, সে আল্লাহর সাথে উলঙ্গ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিল,

"আমি তাদেরকে অবশ্যই নির্দেশ দেব আর তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবেই। ... ওদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। তা থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না।[৩৫৮]

তার মানে দাঁড়ালো, আল্লাহর সৃষ্টি ও শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটানো কুফর ও আল্লাহদ্রোহিতা পর্যায়ের অপরাধ। এসব প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে গ্রহণযোগ্য মনে করলে মানুষের ঈমান চলে যেতে বাধ্য। অথচ পাঠ্যপুস্তকে শিশুদের ভেতরে এই বিকৃতি পুশ করার জন্যে 'শরীফা আক্তার থেকে শরীফ আহমেদে রূপান্তরের এক বিভ্রান্তিকর গল্প' ফাঁদা হয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের ৬ টি উক্তি :

কতকে বলার চেষ্টা করছেন, শরীফার গল্প থার্ড জেন্ডার বা হিজড়াদেরকে নিয়ে, ওখানে আসলে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামীদেরকে বোঝানো হয় নি। এটি আরেকটি প্রতারণা কিংবা বিভ্রান্তি। ৭ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের নির্বাচিত 'শরীফার গল্প'-ভুক্ত ৬ টি বাক্য খেয়াল করুন–

১

"আনুচিং (ছাত্র) অবাক হয়ে বলল, আপনি (শরীফা আকতার) ছেলে থেকে মেয়ে হলেন কী করে? শরীফা বললেন, আমি তখনও যা ছিলাম এখনও তাই আছি। নামটা কেবল বদলেছি।"[৩৫৯]

২

"ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে। আমি মেয়েদের পোশাক ভালোবাসতাম।[৩৬০]

৩

একদিন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো যাকে সমাজের সবাই মেয়ে বলে কিন্তু সে নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে। আমার মনে হলো, এই মানুষটাও আমার মতন। সে আমাকে বলল, আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম তৃতীয় লিঙ্গ (থার্ডজেন্ডার/হিজড়া)।[৩৬১]

–উল্লেখ্য যে, ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের বইয়ে এ রকম আছে। ঠিক এই জায়গাটায় ২০২৩ এর বইয়ে ছিল "আমরা হলাম ট্রান্সজেন্ডার/রূপান্তরকামী।"[৩৬২]

–সম্ভবতঃ সচেতন মহলের প্রতিবাদের ভয়ে এবং গণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এমনটি করা হয়েছে। মূল বক্তব্য কিন্তু সব একই আছে।

৪

"রনি (বলল): আমার মা বলেন (?!), ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।"[৩৬৩]

৫

এমনটা কি হতে পারে যে, কাউকে আমরা তার শরীর বা চেহারা দেখে, গলার স্বর শুনে ছেলে বা মেয়ে বলে ভাবছি কিন্তু সে নিজেকে ভিন্ন কিছু ভাবছে? ...

৬

ফাতেমা (বলল): কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ছেলে-মেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।[৩৬৪]

এ বাক্যগুলোর কোনটি দিয়ে থার্ডজেন্ডার বা হিজড়াকে বোঝানো হয়েছে? প্রতিটি বাক্যই দ্ব্যর্থবোধকভাবে ট্রান্সজেন্ডারকেই বোঝাচ্ছে।

---

[৩৫৬] নাসায়ী/৫১৪০।
[৩৫৭] সূরা আর রূম ৩০:৩০।
[৩৫৮] সূরা আন নিসা ৪:১১৮-১২১।
[৩৫৯] ইতিহাস/৭ম/৩৯-৪৪
[৩৬০] ইতিহাস/৭ম/৪০
[৩৬১] ইতিহাস/৭ম/৪০
[৩৬২] ইতিহাস/৭ম/৫১-৫৬ (২০২৩ সংস্করণ)।
[৩৬৩] ইতিহাস/৭ম/৪২।
[৩৬৪] ইতিহাস/৭ম/৪৪।

www.muslimdm.com

একনজরে নতুন কারিকুলামের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ :

১. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে দুইদিন (শুক্রবার ও শনিবার)।
২. বাতিল হচ্ছে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি।
৩. ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা থাকছে না।
৪. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা থাকছে না।
৫. প্রাথমিক শ্রেণিতে সবার জন্য ৮ টি বই এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০টি বই পড়তে হবে।
৬. শুধু এসএসসি তে গিয়ে প্রথম পাবলিক পরীক্ষা হবে।
৭. এসএসসি পর্যায়ে কোনো বিভাগ থাকবে না।
৮. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির দুইটি পাবলিক পরীক্ষার সমন্বয়ে ফলাফল হবার কথা রয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষা আন্দোলনের ৮ টি দাবি[৩৬৫] :

দাবিগুলো আমাদের কাছে যথেষ্ট যৌক্তিক ও বিবেচনা-যোগ্য মনে হয়েছে। সে কারণে পাঠককে পুনর্বার দেখার সুযোগ করে দেয়া গেল–
১. শিক্ষানীতি বিরোধী নতুন কারিকুলাম সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে।
২. নম্বরভিত্তিক দুটি সাময়িক লিখিত পরীক্ষা (৬০ নম্বর) চালু রাখতে হবে এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন হিসেবে ৪০ নম্বর রাখতে হবে।
৩. নবম শ্রেণি থেকেই শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনের সুযোগ অথবা বিজ্ঞান বিভাগ রাখতে হবে।
৪. ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ ইত্যাদি নির্দেশক বা ইন্ডিকেটর বাতিল করে নম্বর ও গ্রেডভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি রাখতে হবে।
৫. সবসময় সব শিখন, প্রোজেক্ট ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ক্লাসের ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে এবং স্কুল পিরিয়ডেই সব প্রোজেক্ট সম্পন্ন হতে হবে।
৬. শিক্ষার্থীদের দলগত ও প্রোজেক্টের কাজে ডিভাইসমুখী হতে অনুৎসাহিত করতে হবে এবং তাত্ত্বিক বিষয়ে অধ্যয়নমুখী করতে হবে।
৭. প্রতিবছর প্রতি ক্লাসে নিবন্ধন ও সনদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে, প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা চালু রাখতে হবে এবং এসএসসি ও এইচএসসি দু'টি পাবলিক পরীক্ষা বহাল রাখতে হবে।
৮. সবসময় সব শ্রেণিতে নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের আগে অবশ্যই তা মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদে উত্থাপন করতে হবে।

আমাদের দাবিমাল ও শেষকথা :

নতুন কারিকুলাম বা জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ কে বাদ দেয়া ছাড়া বহুমুখী এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অতএব, জাতীয় স্বার্থ, ন্যায় ও ন্যায্যতা রক্ষায়–

১. এই কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তককে বাতিল করতে হবে। অভিভাবকদের ওপরের দাবিগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে।
২. জাতীয় শিক্ষানীতিকে সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করে কেন এমন বিভ্রান্ত শিক্ষাক্রম প্রণীয়ত হল, তার সুরাহা করতে স্বাধীন, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। চিহ্নিত অপরাধীদেরকে যথাযথ বিচার ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
৩. শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। আপাতত কমপক্ষে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল গ্রুপ ও শাখায় ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৪. পাবলিক পরীক্ষায় অবশ্যই ধর্মশিক্ষাকে রাখতে হবে। বাদ দেয়া বা গৌণ করা চলবে না। পাশাপাশি কুরআনের তিলাওয়াত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৫. নতুনভাবে কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।
৬. মাদরাসার জন্যে আলাদা কারিকুলাম ও আলাদা পাঠ্যপুস্তক থাকতে হবে।
৭. মাদরাসার কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন ও সময়বণ্টন এমনভাবে করতে হবে যাতে ইসলামী বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়– যারা ইসলামের সঠিক ও গভীর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবেন।
৮. প্রতিটি শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটিতে ইসলাম বিশেষজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য আলেমদেরকে অংশগ্রহণ করাতে হবে।
৯. পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে বিশেষজ্ঞ লেখক ছাড়াও মফস্বলের প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ্য শিক্ষক প্রতিনিধি রাখতে হবে যাতে পাঠ্যপুস্তক গ্রামের উপযোগিতা উপেক্ষিত না হয়।
১০. শোনা যাচ্ছে, আবারও জাতীয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থেকে ধর্মশিক্ষাকে বাদ দেয়া হতে পারে। এমনটি হয়ে থাকলে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি।

---

[৩৬৫] তারেকুজ্জামান শিমুল, বিবিসি নিউজ বাংলা, ২৯ নভেম্বর ২০২৩/বুধবার (জাতীয় শহীদ মিনার, ২৪ নভেম্বর ২০২৩ শুক্রবার সকাল ১০ টা)।

www.muslimdm.com

বাংলাদেশের আলেম-উলামা, অভিভাবক, সচেতন শিক্ষার্থী কিংবা হুঁশজ্ঞান ও রুচিবোধ আছে, এমন কোন ব্যক্তি এই পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচি মেনে নেবে না। মেনে নিতে পারে না। কারণ এই পাঠ্যপুস্তকের অনেক কিছু দেশ, দেশের সার্বভৌমত্ব, চরিত্রবান ও যোগ্য নাগরিক তৈরি, সর্বোপরি দ্বীন ও ঈমানের সাথে যথেষ্ট সাংঘর্ষিক। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে আদর্শিক পতন ও তাঁর গযবের আগুন থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

 # রচনাকাল : ৯ জুন ২০২৪ রবিবার; সদরপুর, ফরিদপুর; সর্বশেষ সংযোজন ও পরিমার্জন : ১১ জুলাই ২০২৪ বুধবার; টিকাটুলি, ঢাকা। #

www.muslimdm.com